দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩৩ ॥ ১৯ মে ২০২৪ ॥ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১০ জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

একটি জাল ভোট পড়লেও কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হবে: ইসি হাবিব

ঝালকাঠি প্রতিনিধি : নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আহসান হাবিব খান বলেছেন, কেন্দ্র দখলতো দূরের কথা একটি জাল ভোট পড়লেও কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হবে। গুণ্ডা বা পেশিশক্তির ব্যবহার ও কালোটাকা ছড়ানো হলে প্রিজাইডিং কর্মকর্তা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ডেকে ব্যবস্থা নিবেন। গতকাল শনিবার বিকেল ৩টায় ঝালকাঠি জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে প্রার্থীদের মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় ঝালকাঠির জেলা প্রশাসক ফারাহ গুল নিঝুম, বরিশাল জেলা প্রশাসক মো. শহিদুল ইসলাম, পিরোজপুর জেলা প্রশাসক জাহিদুর

২-এর পাতায় দেখুন

শনিবার রাষ্ট্রপ্রধান মো. সাহবুদ্দিকন রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র ৮ম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন -পিআইডি

সুযোগ পেলেই ওরা সাপের মতো ছোবল মারতে চায় : রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার : স্বাধীনতা বিরোধীরা এখনো সক্রিয় বলে মন্তব্য করে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, সুযোগ পেলেই ওরা সাপের মতো ছোবল মারতে চায়। একাত্তরের পরাজিত ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। গতকাল শনিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ৮ম জাতীয় সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ৭২'র সংবিধানে ফিরে যেতে সরকার ওয়াকিবহাল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সংবিধানকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে চেয়েছিলেন সেটি করতে দৃঢ়?প্রতিজ্ঞ। স্বাধীনতার মূল্যবোধকে ধরে রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতা বিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জনকে ধ্বংস করতে চায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা এখনো দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তারা আছে বলেই একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রয়োজন রয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের প্রতীকী ফাঁসি দিয়েছিল এই সংগঠন। স্বাধীনতা বিরোধীদের গাড়িতে পতাকা উঠলে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, আমারা কি আর জীবিত থাকি প্রশ্ন রেখে রাষ্ট্রপতি বলেন, এখনো ওরা (স্বাধীনতা বিরোধী)

২-এর পাতায় দেখুন

আমেরিকা যাচ্ছেন ৩০ ব্যাংকের এমডি

স্টাফ রিপোর্টার : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রায় ৩০টি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি)। অফশোর ব্যাংকিং হিসাবের আওতায় প্রবাসী-রা যাতে দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে ডলার জমা রাখতে উদ্বুদ্ধ হন, সে জন্য আয়োজিত নানা প্রচারণায় অংশ নিতে আমেরিকা যাচ্ছেন তারা। পাশাপাশি অর্থপাচার প্রতিরোধসংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানেও তাদের যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের এমডিদের সঙ্গে যাচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর কাজী ছাইদুর রহমান। দেশের ডলার সংকটের এ সময়ে ব্যাংক খাতে ডলারের জোগান বাড়াতে বিভিন্ন ব্যাংক অফশোর ব্যাংকিংকে বিশেষ জোর দিয়েছে। এ জন্য নানা ধরনের প্রচারপ্রচারণা চালাচ্ছে ব্যাংকগুলো। এরই অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশিদের অফশোর ব্যাংকিংয়ের আওতায় ডলার জমায় উদ্বুদ্ধ করতে দেশটিতে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জানা গেছে, ২৪ মে নিউইয়র্কে একটি হোটেলে প্রবাসীদের জন্য অফশোর ব্যাংকিং ফিক্সড ডিপোজিটসংক্রান্ত প্রচারণা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে

২-এর পাতায় দেখুন

চার দশকে আয়তন কমেছে অর্ধেক উত্তাল পদ্মা যেন মরুভূমি

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ফারাক্কায় ভারতের বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির ওপর বিরাট প্রভাব পড়ছে। এর ফলে ভাটি অঞ্চলে পানি প্রবাহ কমতে থাকায় বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় জনজীবন ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। তবে ফারাক্কার অভিঘাত সবচেয়ে বেশি প্রকট পদ্মা নদীতে। গত চার দশকে পদ্মা নদীর আয়তন কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ। প্রমত্তা পদ্মা যেন এখন মরুভূমি। নদী গবেষকরা বলছেন, গঙ্গা চুক্তির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে না পারলে অস্তিত্ব সংকটে পড়বে পদ্মা। পাশাপাশি বিলুপ্ত হয়ে যাবে অর্ধশতাধিক দেশীয় প্রজাতির মাছ। চাঁপাইনবাবগঞ্জের পশ্চিম সীমান্ত থেকে ১৮ কিলোমিটার উজানে গঙ্গা নদীতে দেওয়া হয়েছে বাঁধ, যা ফারাক্কা বাঁধ নামে পরিচিত। ১৯৬১ সালে বাঁধের মূল নির্মাণকাজ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯৭৪ সালে ডিসেম্বরে। ভাটি অঞ্চলে হওয়ায় উজানের যে কোনো ধরনের পানি নিয়ন্ত্রণের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বাংলাদেশে। ফলে নাব্য হারিয়েছে পদ্মা নদী, উত্তাল রূপ এখন ধূসর বালিয়াড়ি। পদ্মা তীরবর্তীরা বলছেন, সত্তরের দশকে উত্তাল পদ্মার গর্জন ছিল ভয়ঙ্কর। পদ্মার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখা যেত না। বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ মিলতো। তবে এখন সবই অতীত। রাজশাহী নগরীর অলুপট্টি ঘোষপাড়া বড় বটতলায় বসে ছিলেন ষাটোর্ধ্ব ধিরেন কর্মকার। এসময় প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা হয় তার। ধিরেন কর্মকার বলেন, এখানেই এক সময় পদ্মার উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়তো। এখন পদ্মা তো দেখাই যায় না। সেই কোন দূরে চলে গেছে। এখানে বসলে এখন দেখা যায় ধু ধু বালুচর।তিনি আরও বলেন, আগে তো পদ্মার এক পাড় থেকে অন্য পাড় দেখা যেত না। এখন পদ্মায় তেমন পানি নেই। অনেক কষ্টে দুই কিলোমিটারের মতো হেঁটে গেলে যে পদ্মা দেখতে পাই এটি আগের পদ্মা নয়। মরা খালের মতো। এখন তো পদ্মা পার হতে কিছুই লাগে না, হেঁটে চলে যাওয়া যায়। আমরা যৌবনকালে যে পদ্মা দেখেছি এটা সেই পদ্মা নয়। এখন এই নদী দেখলে কষ্ট লাগে। মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন রাজশাহীর শিরামপুরের লিয়াকত আলী। তিনি বলেন, আগে তো পদ্মায় অনেক মাছ হতো। এখন পানিই থাকে না, মাছ কীভাবে আসবে? দিন দিন কমতে কমতে পানি একেবারেই শেষের দিকে চলে যাচ্ছে। আগে শহরের পাশেই মাছ ধরতে পারতাম। এখন মাছ ধরতে হলে নৌকা নামাতেই হেঁটে যেতে হয় দুই কিলোমিটার। এরপর অল্প পানি। কোনোদিন মাছ পাই, কোনোদিন পাই না। এসব কারণে অনেকেই মাছ ধরা বাদ দিয়ে পেশা বদলে ফেলেছেন। এক নিবন্ধে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানসাময়িকী স্প্রিংগার বলছে, ১৯৮৪ সালের তুলনায় শুকনো

২-এর পাতায় দেখুন

বিলুপ্ত হয়ে যাবে অর্ধশতাধিক দেশীয় প্রজাতির মাছ

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পদ্মায় প্রতি সেকেন্ডে পানি প্রবাহ ছিল ৩ লাখ ১৮ হাজার ৬৪৮ কিউসেক। ফারাক্কা বাঁধ চালুর পর প্রবাহ নেমেছে এক লাখ ৮১ হাজার ৫৫০ কিউসেকে

নারী স্পিকারদের সামিট অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এক অনবদ্য প্লাটফর্ম: স্পিকার

স্টাফ রিপোর্টার : পার্লামেন্টের নারী স্পিকারদের সামিটে লিঙ্গ সমতা আনয়ন, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করার সুযোগ করে দেয় বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। তিনি বলেন, এই সামিট বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অভিজ্ঞতা

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক দেখে বিএনপির মাথায় হাত: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক এগিয়ে যাচ্ছে দেখে বিএনপির মাথায় হাত বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু এসেছিলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই তিনি এই সফরে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে কিভাবে সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাব, সেটি নিয়ে কথা বলেছেন। এমনকি আমরা যদি কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু রিফর্ম করি তাহলে আমাদেরকে জিএসপি সুবিধাও ফিরিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। একইসঙ্গে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা থেকে কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে তাদের একটি বিশেষ তহবিল আছে। সেখান থেকে আমাদের সাহায্য করার কথাও বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। আমরা সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই কাজ করছি। এজন্যই বিএনপির মাথাটা বেশি খারাপ। গতকাল শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর কাজীর দেউড়িস্থ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪৪তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ এই আলোচনা সভার আয়োজন করে। বিএনপি একটা জালিয়ত রাজনৈতিক দল উল্লেখ করে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, আপনাদের মনে আছে গত বছর ২৮ অক্টোবর জো বাইডেনের ভুয়া উপদেষ্টাকে বিএনপি হাজির করেছিল। ভুয়া উপদেষ্টা যখন বিএনপি কার্যালয়ে, তখন দেখি শুধু ইংরেজি বলে। পুলিশ যখন ধরে নিয়ে গেল তখন দেখি গড়গড়াইয়া বাংলা বলে। তিনি বলেন, বিএনপি মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের সই জাল করেছিল। সেই সময়ে বলেছিল

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। আমরা সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই কাজ করছি

২-এর পাতায় দেখুন

৩০ শতাংশ বেতন বাড়নোর দাবি তৃতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের

স্টাফ রিপোর্টার : ৩০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি, কর্মচারীদের জন্য স্থায়ী রেশনিং পদ্ধতি চালু এবং বৈষম্যহীন নবম জাতীয় বেতন স্কেলসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণি সরকারি কর্মচারী সমিতি। গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে নিজেদের দাবিগুলো তুলে ধরেন এবং তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন সমিতির নেতারা। লিখিত বক্তব্যে সমিতির মহাসচিব মো. ছালজার রহমান দাবিগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সর্বশেষ ২০১৫ সালে অষ্টম জাতীয় বেতনস্কেল দেওয়ার পর গত ১০ বছরে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, ওষুধ, চিকিৎসা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের শতভাগ মূল্য বৃদ্ধিতে সরকারি কর্মচারীরা অর্থকষ্টে জীবনযাপন করছেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে অন্তর্বর্তীকালীন

২-এর পাতায় দেখুন

বঙ্গবন্ধুর কাছে আবেদন করে বাকশালের সদস্য হয়েছিলেন জিয়া : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর কাছে আবেদন করে বাকশাল সদস্য হয়েছিলেন। গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, বাকশাল কোনো এক দল নয়, এটা ছিল জাতীয় দল। বঙ্গবন্ধুর কাছে আবেদন করে বাকশালের সদস্য হয়েছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে উদ্দেশ্যে করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, এর কি জবাব দেবেন? এর আগেও এটা দু-একবার বলেছি

২-এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রবেশে বাধা নেই: ডেপুটি গভর্নর

স্টাফ রিপোর্টার : সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ব্যাংকে যেতে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকটির ডেপুটি গভর্নর খুরশিদ আলম। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে - এটা মিথ্যা প্রচার। আমরা তথ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমাদের তিনজন কর্মকর্তাকে শুধু তথ্য দেওয়ার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে পঞ্চগড়ের চেম্বার ভবন মিলনায়তনে এক কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। গ্রাহকদের ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রংপুর বিভাগে 'গ্রাহক সচেতনতা সপ্তাহ-২০২৪' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট এই কর্মসূচির আয়োজন করে। এতে

২-এর পাতায় দেখুন

রাঙামাটিতে ইউপিডিএফের ২ জনকে গুলি করে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : রাঙামাটির লংগদুতে সশস্ত্র হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রসীত বিকাশ খিসার নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) দুইজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ইউপিডিএফ এ ঘটনায় সন্তু লারমা নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) গ্রুপকে দায়ী করছে। গতকাল শনিবার সকালে লংগদু উপজেলার লংগদু ইউনিয়নের মনপতি বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ইউপিডিএফ সদস্যের তিনক চাকমা (৫০) ও দুদকছড়া গ্রামের জুরেন্দ্র চাকমার ছেলে ধন্যমতি চাকমা (৪০)। তাদের মধ্যে একজন ইউপিডিএফের সদস্য এবং অপরজন কর্মী বা কানেক্টর ছিলেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার সকালে লংগদু ইউনিয়নের মনপতি,

২-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভস্থ লাইন মেরামতের কাজ করছে ডিপিসি। এরই মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে পথচারীদের। মানিকনগর এলাকা থেকে শনিবার তোলা ছবি।

সুষম উন্নয়ন ছাড়া ঢাকায় মাইগ্রেশন ঠেকানো সম্ভব নয়

স্টাফ রিপোর্টার : স্থানীয় সরকার, পল্লী ও উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, বর্তমান সরকার নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন যথাযথ ও টেকসই নগরায়ন গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। অপরিকল্পিত নগরায়ন যেমন দীর্ঘমেয়াদে কোনো সুবিধা বয়ে আনে না। তেমনি পরিবেশের উপরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ঢাকায় নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিতে বহুমুখী প্রয়াস ও সম্মিলিত উদ্যোগ চলমান রয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, মেট্রোরেলের বাস্তবায়ন ছাড়াও সাবওয়ে ও ঢাকা শহরের চারপাশে রিং রোড করার জন্যও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। গতকাল শনিবার সকালে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে নগর গবেষণা কেন্দ্রের ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'নগরায়নে বাংলাদেশ ও নগর পরিবেশ' শীর্ষক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোভিড পরিস্থিতি, সংকট পুরো তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'আমার গ্রাম, আমার শহর' উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে তাজুল ইসলাম বলেন, এই উদ্যোগে গ্রামের ও সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষদের জন্য যেমন অবকাঠামোগত নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে, তেমনি গ্রামের স্বকীয়তা ও পরিবেশগত ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে, সেদিকেও গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে জনগনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য গ্রামের মানুষের নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে হবে। যথাযথ সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন ঠেকানো সম্ভবপর নয়। তিনি আরও বলেন, ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ, ফিলিস্তান

২-এর পাতায় দেখুন

মেট্রোরেলের বাস্তবায়ন ছাড়াও সাবওয়ে ও ঢাকা শহরের চারপাশে রিং রোড করার জন্যও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে

দুর্যোগ মোকাবিলায় ১ কোটি স্বেচ্ছাসেবী গড়ে তোলা হবে : দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের সোনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এখন থেকে দুর্যোগ মোকাবিলার সকল প্রস্তুতি রাখতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায় আগামী দিনগুলোতে প্রশিক্ষণ দিয়ে ১ কোটি স্বেচ্ছাসেবী গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমান মুহিব। গতকাল শনিবার পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় আবাসিক হোটেল শিকদার রিসোর্ট এন্ড ভিলাসের হল রুমে অনুষ্ঠিত সংলাপে কুয়াকাটায় উপকূলীয় মানুষদের দুর্যোগের পূর্বে প্রস্তুত করতে পূর্বাভাস-ভিত্তিক

২-এর পাতায় দেখুন

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে এনবিআর

স্টাফ রিপোর্টার : সক্ষমতা না থাকলেও প্রতি বছরই বড় রাজস্ব অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড - এনবিআরকে। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক নানা সংকটের প্রভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও প্রতিকূলতার মুখে। ডলার-সংকট ও বৈশ্বিক কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছুটা মন্দাভাব চলছে। ফলে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশ কম। বিশেষ করে আমদানি কড়াকড়ির কারণে শুল্ক খাতে বড় রাজস্ব ঘাটতি পড়েছে। সবশেষ এনবিআরের প্রকাশিত চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) রাজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জানা যায়, রাজস্ব আদায়ে দুর্বলতার কারণে মূল লক্ষ্যমাত্রা ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা কমানোর পরও আরও প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় কম হয়েছে। ফলে সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ করতে পারছে না (এনবিআর)। বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার সাড়ে ৬৩ শতাংশ রাজস্ব আদায় হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) দেওয়া ঋণের শর্ত হিসেবে এবার বাড়তি রাজস্ব আদায়ের শর্তও পূরণ করতে হবে এনবিআরকে। আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী, রাজস্ব খাতে সংস্কারের পাশাপাশি প্রতি বছর মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) দশমিক ৫ শতাংশ হারে বেশি রাজস্ব আদায় করতে হবে। এনবিআরের প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা দেখা গেছে, গত ৯ মাসে গড়ে ২৮ হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। এনবিআরসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আমদানি, ভ্যাট ও আয়কর- এই তিন খাতের মধ্যে কোনোটিই গত ৯ মাসে লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। এই তিন খাতের মধ্যে রাজস্ব আদায়ে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি হয়েছে আমদানি খাতে। এই খাতে ৯ মাসে ঘাটতি এই খাতে ৯ মাসে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৭৯ কোটি টাকা। চাহিদা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করতে না পারলে বিভিন্ন খাতে সরকারের খরচ কমাতে হয়। খরচ কমানোর অংশ হিসেবে বরাদ্দ কমানো হয় উন্নয়ন প্রকল্পে। কারণ, বেতন-ভাতা, ঋণের কিস্তি পরিশোধ, ভর্তুকি- এসব খাতে সরকারের খরচ কমানোর সুযোগ নেই। তবে এনবিআরের দেয়া তথ্যমতে, চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রাজস্ব আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫ দশমিক ২৩ শতাংশ বেড়েছে।

২-এর পাতায় দেখুন

ডলার-সংকট ও বৈশ্বিক কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছুটা মন্দাভাব চলছে। ফলে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশ কম

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ ১৯ মে ২০২৪ ॥ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা

মহাসড়কে স্পিডগান দিয়ে গাড়ির গতি নির্ণয় করছে পুলিশ

গতির মামলা শুরুর আগেই স্পিডগান সংকটে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে দুর্ঘটনা কমাতে সব ধরনের সড়কে যানবাহনের সর্বোচ্চ গতিসীমা বেঁধে দিয়েছে সরকার। যদিও সেই গতিসীমা নির্ধারণ নিয়ে রয়েছে নানামুখী মত। এর মধ্যেই নতুন গতিসীমা নীতিমালা কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও এখনো মেট্রোপলিটন এলাকায় তা বাস্তবায়ন হয়নি। হাইওয়েতে আগেই চালু ছিল, সেখানে এখন নতুন আইন প্রয়োগ হচ্ছে। গতি পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় স্পিডগান। হাইওয়ে পুলিশ ছাড়া বাকি ইউনিটের রয়েছে স্পিডগানস্বল্পতা। যে কারণে মেট্রোপলিটন এলাকায় এখনো আইন প্রয়োগ শুরু হয়নি। আর হাইওয়েতে আগে থেকেই এ কার্যক্রম চলমান। দেশের অনেক নিয়ম-কানুনের মতো এক্ষেত্রেও গোড়া গুছিয়ে কাজ করা হয়নি। যে কারণে ঘোষণা দিয়েও প্রয়োগ নেই। আইন প্রয়োগের আগে স্পিডগানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল বলে মনে করছেন সড়ক সংশ্লিষ্টরা। সড়কে নিরাপত্তা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রপিস ২০১০ সালে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি দেশকে অর্থ দিয়েছিল। এসব দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ও সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বেশি। তালিকায় ছিল তুরস্ক। সড়কে নিরাপত্তা বাড়াতে সে সময় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করে দেশটি। এছাড়া সিটবেল্টের ব্যবহার বাড়ায়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে গাড়ির গতি কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি। তবে চালক ও গাড়ির প্রথম সিটে বসা যাত্রীর সিটবেল্ট ব্যবহার বাড়ে। বাংলাদেশেও সরকার নির্ধারিত গতিসীমা দিয়ে সড়ক দুর্ঘটনা কতটা কমবে তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

কোন সড়কে কোন গাড়ির জন্য কত গতিসীমা

এই ভিন্ন ভিন্ন গতিসীমায় ওভারটেকিং ও দুর্ঘটনা বাড়ার আশঙ্কাও করছেন কোনো কোনো যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ। মূলত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে সড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যেই নতুন এ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কোন সড়কে কোন গাড়ির জন্য কত গতিসীমা দেশের এক্সপ্রেসওয়ে, মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের সর্বোচ্চ গতিসীমা ৮০ কিলোমিটার আর নগর-মহানগরে সর্বোচ্চ গতিসীমা হবে ৪০ কিলোমিটার। জাতীয় মহাসড়কে (ক্যাটাগরি 'এ') প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাস, বাস, মিনিবাসসহ অন্য হালকা যানবাহনগুলো সর্বোচ্চ ৮০ কিলোমিটার গতিতে চলাচল করতে পারবে। সেসব সড়কে ট্রাক, মোটরসাইকেল ও আর্টিকুলেটেড লরির গতিসীমা হবে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার। গতির মামলা শুরুর আগেই স্পিডগান সংকটে পুলিশ একই সঙ্গে জাতীয় সড়কে (ক্যাটাগরি 'বি') প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাস, বাস ও মিনিবাসের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার। আর মোটরসাইকেলের জন্য ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার এবং ট্রাক ও আর্টিকুলেটেড লরি চলবে ৪৫ কিলোমিটার গতিতে। পাশাপাশি আন্তঃজেলা সড়কে প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাস, বাস ও মিনিবাসের ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার, মোটরসাইকেল ৫০ কিলোমিটার এবং ট্রাক ও আর্টিকুলেটেড লরি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪৫ কিলোমিটার গতিবেগে চলতে পারবে। এছাড়া সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও জেলা শহরের ভেতরের রাস্তায় প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাস, বাস ও মিনিবাসের সর্বোচ্চ গতিসীমা হবে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার এবং ট্রাক, মোটরসাইকেল ও আর্টিকুলেটেড লরির গতিসীমা হবে ৩০ কিলোমিটার। ওই নির্দেশনায় উপজেলা ও গ্রামের রাস্তার গতিসীমাও নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বাজার ও

৭-এর পাতায় দেখুন

জার্মানিতে নিজস্ব জমিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের ভবন নির্মাণ উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার : জার্মানিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের নিজস্ব জমিতে নিজেদের অর্থায়নে ভবন নির্মাণের কাজ অবশেষে শুরু হয়েছে। গত শুক্রবার জার্মানির রাজধানী বার্লিনে বাংলাদেশ দূতাবাস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের 'গ্রাউন্ড ব্রেকিং' কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়। নির্মিতব্য দূতাবাসের প্লটটি বার্লিনের ডিপ্লোম্যাটিক জোন টিয়ারগার্টেনস্ট্রাসেতে অবস্থিত। গ্রাউন্ড ব্রেকিং উপলক্ষে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও বার্লিনের মেয়র অফিসের প্রতিনিধি, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, কসোভো, মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলংকার রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকরা, প্রতিবেশী ফ্ল্যাট মালিক সমিতির প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সমবেত কূটনীতিক ও সুধীদের উদ্দেশ্যে উদ্?বোধনী বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মো. মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া এনডিসি ভবন নির্মাণের বিভিন্ন কাজের সহযোগিতার জন্য বার্লিন সিনেট এবং প্রকল্পের ডিজাইন ও সুপার-ভিশন কনসাল্টেন্ট ফার্ম 'পিটার রুগে আর্কিটেকটেন'-কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। বাংলাদেশের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান 'মেবিটেক্স গ্রুপ' নির্ধারিত দুই বছর সময়ের মধ্যে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত

৭-এর পাতায় দেখুন

তরুণরাই স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রার সূর্য সারথি : তথ্য ও সম্প্রচার সচিব

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার বলেছেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৬৮ ভাগ হলো কর্মক্ষম জনসংখ্যা। আবার এদের মধ্যে অধিকাংশ হলো যুবক। তথ্য প্রযুক্তির বিভি-ন্ন দিক রয়েছে যেগুলো যুবকরা খুব সহজে বুঝতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে অনেক সময়ের ব্যাপার। তাই তরুণরাই স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রার সূর্য সারথি। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সভা কক্ষে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও গণমাধ্যম সংক্রান্ত সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ম্যানেজার নূর আনোয়ার হোসেন'র সভাপতিত্বে সেমিনারে একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক আবুল মোমেন, বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি, লেখক ও সাংবাদিক রাশেদ রউফ, বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি ও সাংবাদিক বিশ্বজিৎ চৌধুরী বক্তৃতা করেন। এছাড়া এতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ ও বিটিভি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সরকার বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট নাগরিক এ চারটি স্তম্ভের উপর স্মার্ট বাংলাদেশ নির্ভর করছে। সরকার ডি-নথি, ই-লার্নিং, স্টার্টআপ, ফ্রিল্যান্সার, ক্যাশলেস সোসাইটি ও পেপারলেস অফিস করার মধ্যদিয়ে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে এগিয়ে চলছে। তিনি আরো বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকরা আজকের সমাজের এম্বেসেডর হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে

৭-এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টে শুনানিকালে আইনজীবীদের কালো গাউন পড়তে হবে

স্টাফ রিপোর্টার : তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগে মামলা শুনানিকালে আইনজীবীদের কালো গাউন পরিধানের বাধ্যবাধকতা শিথিলের কার্যকারিতা রহিত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. গোলাম রব্বানী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে মামলা শুনানিতে আইনজীবীবৃন্দের গাউন পরিধানের আবশ্যকতা শিথিল করে গত ২০ এপ্রিল জারি করা বিজ্ঞপ্তির

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রাকৃতিকভাবে গো খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে বললেন : প্রাণিসম্পদমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : নিরাপদ উপায়ে প্রাকৃতিকভাবে গো খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মো. আব্দুর রহমান। শনিবার রাজধানীর হোটেল লা মেরিডিয়ানে এক অনুষ্ঠানে এ তাগিদ দেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে আমাদের প্রাণিজ খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। তবে এ উৎপাদন বাড়াতে হবে পরিবেশসম্মতভাবে। পশু খাদ্যের প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। আধুনিক পদ্ধতিতে পশু খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। প্রাকৃতিকভাবে গো খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো গেলে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ কমে আসবে বলে জানান মন্ত্রী। এসময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। পশুর খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন আনার জন্য

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ ব্যাংক স্বাধীন সত্তা হারিয়েছে : ড. ফাহমিদা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ব্যাংক তার স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলেছে বলে মন্তব্য করেছেন সেন্ট্রার ফর পালিসি ডায়লগ-সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক মেরুদণ্ড সোজা রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না। বাইরে থেকে আরোপিত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গতকাল শনিবার ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র আয়োজনে ব্যাংক একীভূতকরণের সুফল নিয়ে আয়োজিত ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি)

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের মানুষ সরকারের ওপর বিরক্ত : চুন্নু

স্টাফ রিপোর্টার : বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় পার্টি (জাপা) মহাসচিব মোঃ মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, দীর্ঘ সময় রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। দেশের মানুষ

৭-এর পাতায় দেখুন

পিডিবির কাছে কয়লা বিক্রি করে মিলছে না বিল

স্টাফ রিপোর্টার : কয়লা বিক্রি করে ৪১৯ কোটি টাকা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) কাছ থেকে আদায় করতে পারছে না বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি। তারা পিডিবির কাছ থেকে টাকা আদায় না করতে পেরে জ্বালানি বিভাগের নির্দেশনা চেয়েছে। গত ২৪ মার্চ জ্বালানি বিভাগে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইফুল ইসলাম সরকার জানান, পিডিবির কাছে মোট ৪১৯ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এই বকেয়ার মধ্যে ২৮৩ কোটি টাকা কয়লার মূল্য বৃদ্ধি জনিত বকেয়া। এ বিষয়ে পিডিবিকে চিঠি দিয়ে আলাপ করলেও বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি।

অন্যদিকে ১৩৬ কোটি টাকা কয়লা বিক্রির চলতি বকেয়া রয়েছে। কয়লা কোম্পানি বলছে, ২০১৩ সালের ৫ জানুয়ারি কয়লার দাম বৃদ্ধি করা হয়। তখন টন প্রতি কয়লার দাম নির্ধারণ করা হয় ১৭৬ মার্কিন ডলার। যা ১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে কার্যকর করা হয়। এর আগে প্রতি টন কয়লার দাম ছিল ১৩০ ডলার। অর্থাৎ ভ্যাট এবং কর ছাড়াই প্রতি টন কয়লার দাম ৪৬ ডলার বৃদ্ধি পায়। কয়লা কোম্পানির দাবি ওই বছরের (২০২২) জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে তারা পিডিবিকে ৬ লাখ ১৭ হাজার ৫৭০ টন কয়লা দিয়েছে। বর্ধিত বিল বাবদ ২৮৭ কোটি

৭-এর পাতায় দেখুন

শ্রমিকদের বাজেট যেন সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে না হয় : শাজাহান

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের শ্রমজীবী মানুষের জন্য আলাদা করে শ্রমিক বাজেট তৈরি করার পরামর্শ দিয়ে পরিবহন নেতা ও সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান বলেছেন, শ্রমিকদের বাজেট যেন একটা সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে না হয়। গতকাল শনিবার রাজধানীর ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে আসন্ন 'জাতীয় বাজেট-২০২৪-২৫ উপলক্ষে শ্রমিকদের জন্য কেমন বাজেট চাই' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওই নেতা এ কথা বলেন। এই গোলটেবিলের আয়োজন করে বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। পরিবহন নেতা বলেন, শ্রমিকদের বাজেট যেন একটা সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে না হয়। এছাড়া তাদের কাজগুলোকে সমন্বয় করার জন্য একটি

৭-এর পাতায় দেখুন

এবার কোরবানি উপলক্ষে

ছোট ও মাঝারি গরুতে আগ্রহী খামারিরা

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : এবার কোরবানি উপলক্ষে পরম যত্নে প্রায় ৪০ হাজার পশু লালন-পালন করেছেন খামারি ও গৃহস্তরা। এরমধ্যে ষাড় গরু ও ছাগলের সংখ্যা বেশি। তবে এবার বড় গরুর চেয়ে ছোট ও মাঝারি সাইজের গরুর সংখ্যা বেশি। এদিকে গো-খাদ্যসহ সকল দ্রব্যের উর্ধ্বগতির কারণে গত বছরের চেয়ে এ বছর জেলায় প্রায় ১৫ হাজার কম কোরবানির পশু প্রস্তুত হয়েছে। তারপরও চাহিদার চেয়ে বেশি পশু প্রস্তুত রয়েছে। ফলে জেলার চাহিদা মিটিয়ে এবারও ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন হাটে যাবে রাজবাড়ীতে প্রস্তুতকৃত কোরবানির পশু। এছাড়া খামারিদের পশু লাইভ ওয়েট এবং অনলাইন প্লাটফর্মসহ বিভিন্নভাবে বিক্রির সহযোগিতার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়। রাজবাড়ী জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এবছর রাজবাড়ীর ৫টি উপজেলার প্রায় সাড়ে ৬ হাজার খামারি ৩৯ হাজার ৪২৫টি গরু-ছাগলসহ বিভিন্ন জাতের পশু প্রস্তুত করেছেন। এরমধ্যে গরু ২০ হাজার ৯৭৬টি, ছাগল ১৮ হাজার ১৩০টি, মহিষ ১৩৮টি এবং

৭-এর পাতায় দেখুন

উপজেলা নির্বাচন প্রহসন, কারচুপি ও দুর্নীতির: এ্যানি

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে আমরা জনগণকে বুঝিয়ে দেবো উপজেলা নির্বাচন প্রহসন, কারচুপি ও দুর্নীতির। এ নির্বাচন ক্ষমতায় টিকে বসে থাকার জন্য। এ নির্বাচন করে ক্ষমতায় থেকে তারা (আওয়ামী লীগ) লুটপাট ছাড়া আর কিছু করবে না। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তারা বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। দেশের অর্থনীতি এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। সাধারণ মানুষের হাতে টাকা নেই, ব্যাংকে টাকা নেই। তারা বাংলাদেশকে লুটপাটের দেশে পরিণত করেছে। সুতরাং সরকারের বিরুদ্ধে এখনো যদি জনগণ ঐক্যবদ্ধ না হয় এ বাংলাদেশকে বাঁচাতে পারবো না। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে লক্ষ্মীপুরে উপজেলা নির্বাচন বর্জনের লিফলেট

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ — Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সম্পাদকীয় কার্যালয়:
গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট-৩৫, রোড-০২,
সেকশন-০৬, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

সাধারণ বিজ্ঞাপন

প্রতি কলাম ইঞ্চি (রঙিন)	৪,০০০/-
প্রতি কলাম ইঞ্চি (সাদাকালো)	৪,০০০/-

স্পট বিজ্ঞাপন

১ম পৃষ্ঠা : ৩ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বোচ্চ)	১০,০০০/-
শেষের পৃষ্ঠা : ১ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বনিম্ন)	৮,০০০/-

প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন

১ম পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ১২ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি)	৫,০০০/-
শেষ পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ৬ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি)	৪,০০০/-
ভিতরের পৃষ্ঠা (প্রতি কলাম ইঞ্চি)	৩,৫০০/-
বিশেষ ক্রোড়পত্র (পূর্ণ পৃষ্ঠা)	আলোচনা সাপেক্ষে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

প্রথম ২০ শব্দের জন্য	৫০০/-
পরবর্তী প্রতি শব্দ ২০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৬০ শব্দ	

হারানো বিজ্ঞপ্তি

অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হারানো বিজ্ঞপ্তির জন্য টাকা নেয়া হয় না।

অন্যান্য বিজ্ঞাপন

নিখোঁজ, জন্মদিন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, মৃত্যুবার্ষিকী, সন্ধান দিন, বৃত্তিপ্রাপ্তি, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাত্রাসহ অন্যান্য	৫০০/-

ইলেক্ট্রিক্যাল এবং লাইটিং পণ্যের বাজারে দেশীয় কোম্পানির আধিপত্য

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের 'ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাকসেসরিজ এবং লাইটিং পণ্য' এর ওপর সম্প্রতি 'মার্কেটিং ওয়াচ বাংলাদেশ' (এমডব্লিউবি)- দেশব্যাপী একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। গবেষণায় উঠে এসেছে, বর্তমান এই শিল্পে দেশীয় কোম্পানিগুলো বাজারে ব্যাপকভাবে আধিপত্য বিস্তার করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে এমডব্লিউবির গবেষণার তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়। গবেষণার ফলাফল এবং দিক-নির্দেশনা তুলে ধরেন- মার্কেটিং বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও এমডব্লিউবির সহ-প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল হোসাইন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিভাগের বর্তমান চ্যায়ারমেন ড.এ বি এম শহীদুল ইসলাম ও অধ্যাপক ড.রাজিয়া বেগম। গবেষণার প্রতিবেদনে বলা হয়, গবেষণার আওতায় আনা পণ্যগুলো ছিল- সুইচ, সকেট, হোল্ডার, মাল্টি-প্লাগ, সার্কিট ব্রেকার, মিটার এবং বিভিন্ন হালকা পণ্য যেমন এলইডি লাক্স, এলইডি টিউব, এলইডি প্যানেল, ব্র্যাকেট এলইডি, জিএলএস, এনার্জি এফিশিয়েন্সি বাল্ব, ইমার্জেন্সি লাইটিং অপশনস। প্রতিবেদন অনুসারে, এটি একটি বড় এবং অপার সম্ভাবনাময় শিল্প। বর্তমানে দেশজুড়ে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার খুচরা বিক্রেতা এবং ২৫০০ উদ্যোক্তাসহ মোট ৫ লাখেরও বেশি মানুষ এই শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। দুই ক্যাটাগরির পণ্যের সম্মিলিত বাজার আকার প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাকসেসরিজ পণ্যের বাজার প্রায় ৩,৩০০ কোটি এবং লাইটিং পণ্যের বাজার প্রায় ২,৭০০কোটি টাকা। আশাব্যাঞ্জক তথ্য হলো- উভয় পণ্যের বাজার গত দুই দশক ধরে অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে। ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাকসেসরিজ ও লাইটিং পণ্যের গড় প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১০% (প্রায়) এবং ১৩%(প্রায়)। যদি আগামী দিনগুলোতে এই প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকে তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই খাতটি একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বড় খাত হিসাবে আবির্ভূত হবে। এই বাজারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, মোট মার্কেট শেয়ারের প্রায় অর্ধেক নন ব্যান্ডেড অর্থাৎ নিম্নমানের নকল ও অনুমোদনবিহীন পণ্য দখল করে আছে। যেহেতু দেশীয় কোম্পানিগুলোর প্রবৃদ্ধির হার অনেক বেশি, তাই আগামী দিনগুলোতে দেশীয় কোম্পানিগুলো বাজারে আরও বেশি আধিপত্য বিস্তার করবে। গবেষণায় দেখা যায়, দেশীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে সুপারস্টার গ্রুপ উভয় প্রকার পণ্যের ক্ষেত্রে বাজারে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। গবেষণা অনুসারে, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাকসেসরিজ ব্যান্ডেড পণ্যের মার্কেট

এই শিল্পে দেশীয় কোম্পানিগুলো বাজারে ব্যাপকভাবে আধিপত্য বিস্তার করছে

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে বজ্রপাতে নারীর মৃত্যু

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় বজ্রপাতে ফাতেমা আক্তার (৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের গলদাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। ফাতেমা গলদাপাড়ার মো. নূর হোসেনের স্ত্রী। নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসী জানায়, গলদাপাড়ায় স্বামীর বাড়ির পাশেই বাবার বাড়িতে ধান শুকানোর কাজ করছিলেন ফাতেমা। ঝড়-বৃষ্টি আসছে দেখে উঠান থেকে তিনি ধান উঠাতে যান। এ সময় বজ্রপাত হলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরে তাকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শ্রী-পুর থানার এসআই মো. তানসেন চৌধুরী জানান, বজ্রপাতে ফাতেমার শরীরের বাম পাশ ঝলসে যায়। পরে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ওই নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

চার দশকে আয়তন কমেছে অর্ধেক

মৌসুমে পদ্মা নদীর আয়তন কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ। পানির গভীরতা কমেছে ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ। এছাড়া ২৬ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে পানির প্রবাহ। তবে সবচেয়ে বেশি কমেছে মিঠা পানির সরবরাহ, কমেছে প্রায় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত। এছাড়া পদ্মা অববাহিকায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত কমেছে ১৯ দশমিক ২ শতাংশ। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পদ্মায় প্রতি সেকেন্ডে পানি প্রবাহ ছিল ৩ লাখ ১৮ হাজার ৬৪৮ কিউসেক। ফারাক্কা বাঁধ চালুর পর প্রবাহ নেমেছে এক লাখ ৮১ হাজার ৫৫০ কিউসেকে। ১৯৯৬ সালে করা ভারত-বাংলাদেশের ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি অনুযায়ী, ফারাক্কা পয়েন্টে ৭০ হাজার কিউসেক পানি থাকলে উভয় দেশ পাবে ৩৫ হাজার কিউসেক। ৭০ থেকে ৭৫ হাজার কিউসেক পানি থাকলে বাংলাদেশ পাবে ৩৫ হাজার, অবশিষ্ট পাবে ভারত। তবে ৭৫ হাজার কিউসেকের বেশি পানি থাকলে ভারত পাবে ৪০ হাজার কিউসেক, অবশিষ্ট পাবে বাংলাদেশ। চুক্তি থাকলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন বলছেন বিশেষজ্ঞরা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শামস মুহাম্মদ গালিব বলেন, রাজশাহীর গোদাগাড়ী থেকে চারঘাটের সারদা পর্যন্ত পদ্মার ৭০ কিলোমিটার অংশের নমুনা পয়েন্টে ১২৯ প্রজাতির মাছের অর্ধেকের বেশি অস্তিত্ব সংকটে। একসময় পদ্মায় অনেক শুশুক বা ডলফিন দেখা গেলেও বর্তমানে তা বিলীনের পথে। মৃত পদ্মায় হুমকিতে জলজ উদ্ভিদ। এ বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. শীতাংশু কুমার পাল বলেন, যেভাবে পদ্মার পানি কমছে তাতে করে এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। আপনি প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবে। বর্তমানে সেটাই ঘটছে। পদ্মায় পানি-নব্যতা যে হারে কমছে, তা নিয়ে শঙ্কিত নদী গবেষকরা। নদী গবেষক মাহবুব সিদ্দিকী বলেন, গঙ্গা চুক্তির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে না পারলে অস্তিত্ব সংকটে পড়বে পদ্মা। যৌথ নদী-কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এই গবেষক। পদ্মা নদীকে বাঁচাতে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে না পারলে পদ্মা মরুভূমিতে পরিণত হবে। তিনি বলেন, নদীমাতৃক এ দেশে সাতশ নদী এবং একশটির অধিক আন্তর্জাতিক নদীর কথা কাগজে-কলমে রয়েছে। তবে টিকে আছে কয়টি, এর সঠিক কোনো হিসাব নেই।

আমেরিকা যাচ্ছেন ৩০ ব্যাংকের

উপস্থিত থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান। বিশেষ অতিথি থাকবেন নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আবদুল মুহিত, ডেপুটি গভর্নর কাজী ছাইদুর রহমান, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা। ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেবেন ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি সেলিম আর এফ হোসেন, ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের এমডি আবুল কাশেম মো. শিরিন, ব্যাংক এশিয়ার এমডি সোহেল আর কে হুসেইন, অগ্রণী ব্যাংকের এমডি মুরশেদুল কবীর ও সিটি ব্যাংকের এমডি মাসরুর আরেফিন। জানা গেছে, এ অনুষ্ঠানের খরচও বহন করবে উল্লিখিত ব্যাংকগুলো।

একই সময়ে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের আয়োজনে আন্তর্জাতিক ব্যাংক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হবে। এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন আরও ২৫ জন এমডি। জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে প্রায় ৩০ ব্যাংক এমডির বিদেশ যাওয়াসংক্রান্ত নথি অনুমোদন করেছে।

সুযোগ পেলেই ওরা সাপের মতো

স্লোগান দেয় পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার। স্বাধীনতা বিরোধীরা এখনো সক্রিয়। তাই একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রয়োজন রয়েছে। ওরা সুযোগ পেলেই সাপের মতো ছোবল মারতে চায়। রাষ্ট্রপতি বলেন, ২০০১ সালে নির্বাচন পরবর্তী সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচার হয়নি। তখন ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে সরকার। ওই কমিশনের আমি প্রধান ছিলাম। এই কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কৃপণতার সঙ্গে মাত্র ৫০ কপি প্রকাশ করেছিল। একটি সংগঠন সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিল। সংগঠনটির নাম বলতে চাই না। তাদের মূল এজেন্ডা ছিল আমার প্রতিবেদন। তারা বলেছিল, তারা ক্ষমতায় গেলে আমাকে ফাঁসি দেবে। হয়তো তারা আমাকে ফাঁসি দিতে পারবে না। সেই সুযোগটা তারা পাবে না। কারণ আজকে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যেভাবে জেগে উঠেছে তারা আর আমাকে ফাঁসি দিতে পারবে না। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে তিনি আরও বলেন, নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে নিজেদের অবস্থানে থেকেছেন। নিজেদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। এজন্য ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিকে অভিবাদন জানাই। এ সম্মেলনে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন সভাপতি বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও মানবাধিকার নেতা নির্মল রোজারিও, আদিবাসী মুক্তি মোর্চার সভাপতি অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ সরেনসহ প্রমুখ।

নারী স্পিকারদের সামিট অভিজ্ঞতা

বিনিময়ের এক অনবদ্য প্ল্যাটফর্ম। গত শুক্রবার দুপুরে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সদর দপ্তরে 'প্রিপারেটরি কমিটি ফর দ্য ফিফটিন্থ সামিট অব উইমেন স্পিকার্স অব পার্লামেন্ট' শীর্ষক কনফারেন্সে বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ড. টুলিয়া অ্যাকশন এবং সেক্রেটারি জেনারেল মার্টিন চুংগংসহ বিভিন্ন দেশের স্পিকাররা এ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, এই সামিটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন দেশের সংসদের স্পিকারদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। স্পিকাররা একটি কমন প্ল্যাটফর্মে ধারণা এবং অভিজ্ঞতা শেয়ারের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে সমাধান খুঁজে বের করতে পারেন। বিগত সামিটগুলোতে লিঙ্গ সমতা, নারী ক্ষমতায়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের উপর প্রশংসনীয় কাজ হয়েছে উল্লেখ করেন স্পিকার শিরীন শারমিন। নারী স্পিকারদের ১৫তম সামিট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীদের সার্বিক উন্নয়নে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। স্পিকারের সঙ্গে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব এম. এ কামাল বিল্লাহ ও যুগ্মসচিব মো. এনামুল হকও উপস্থিত ছিলেন।

দুর্যোগ মোকাবিলায় ১ কোটি

আগাম কার্যক্রমের কার্যকারিতা বিষয়ক দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভাগীয় সংলাপে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীদের দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) নেতৃত্বে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি) ও জার্মান রেড ক্রস'র কারিগরি সহযোগিতায় সংলাপের আয়োজন করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস)। সংলাপে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম ইউ কবীর চৌধুরী বলেন, পূর্বাভাস-ভিত্তিক আগাম কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি আধুনিক সংস্করণ, যা ২০১৫ সালে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিউএফপি) যৌথভাবে পূর্বাভাস-ভিত্তিক অর্থায়ন (FbF) নামে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করে। ২০১৯ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায় একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হলে এটি সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে রূপ নেয়। অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আ স ম ফিরোজ বলেন, আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে আশ্রয়ণ কেন্দ্র গড়ে তোলার। যদিও বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশংসা অর্জন করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুল হাসানের (এনডিসি) সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য আশরাফুন নেছা, সংসদ সদস্য বেগম শাহীন আক্তার। এছাড়াও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ পরিবেশ ও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করে এমন সকল সংস্থার প্রতিনিধিরাও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

সুষম উন্নয়ন ছাড়া ঢাকায় মাইগ্রেশন

বিশ্বকেই একটা সংকটজনক পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছে। স্রোতের প্রতিকূলতায়ও বাংলাদেশের যে অগ্রগতি, সেটা অব্যাহত রাখতে সকল পেশাজীবী, শ্রমজীবী, ছাত্র এবং সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস একান্ত অপরিহার্য। নগর গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ইমেরিটাস অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুয়েটে অধ্যাপক ড. ইসরাত ইসলাম, বিআইপি সভাপতি ড. আদিল মুহাম্মদ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন-বাপা'র স্থপতি ইকবাল হাবিব।

রাঙামাটিতে ইউপিডিএফের ২ জনকে

ধনপতি, মধ্য খাড়িকাটা ও খাড়িকাটা এলাকায় ইউপিডিএফের সশস্ত্র একটি দল অবস্থান নেয়। লংগদু উপজেলার কাট্টলী এলাকায় ১০-১২ জনের একটি দল মনপতি ও মধ্যখাড়িকাটা এলাকায় এসে ইউপিডিএফের সদস্যের ওপর হামলা চালালে ঘটনাস্থলেই দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাহ এমরান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, শুনেছি সন্তু লারমা জেএসএস কর্তৃক ইউপিডিএফের দুইজন নিহত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। ফিরে এলে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক দেখে

ভারতের অমিত শাহ ফোন করেছিল। অমিত শাহ'র অফিস থেকে বলা হলো তিনি কাউকে ফোন করেননি, যে আওয়াজ ছাড়া হয়েছিল সেটা অমিত শাহ'র নয়। দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি দেখে বিএনপি ও তাদের দোসরদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে দেখি জিএম কাদেরেরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। মন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের আগে আমরা দেখেছি বিএনপি প্রতিদিন বিভিন্ন এম্বাসিতে ঘুরে বেড়াত। আর দেন দরবার করত, নির্বাচনটা যাতে বন্ধ করা যায়, কোন লাভ হয় নাই। নির্বাচন হয়েছে, ৪২ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে। যদি নির্বাচনের দিন কুয়াশা এবং প্রচন্ড ঠান্ডা না থাকত তাহলে আরও বেশি মানুষ ভোট পরতো। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অত্যন্ত চমৎকার নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন যদি চমৎকার না হত তাহলে পৃথিবীর ৮০টা দেশের সরকার কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট চিঠি লিখে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, আমরা বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই। সর্বশেষ দুদিন আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীও আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এজন্য বিএনপির মাথা খারাপ। সম্ভবত সেজন্য বিএনপি নেতা ড. মঈন খান জ্যোতিষীর মতো কথা বলছেন। বয়সে সিনিয়র বিএনপি নেতা ড. মঈন খানের প্রতি সম্মান রেখে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তিনি রাজনীতির বাইরে এখন জ্যোতিষীর দায়িত্বও পালন করা শুরু করেছেন। বঙ্গবন্ধু যখন দেশ পরিচালনা করছিলেন তখন মঈন খানের বাবা আবদুল মোমেন খান খাদ্য সচিব ছিলেন। খাদ্যবাহী জাহাজ ভারত মহাসাগর থেকে ফেরত যাবার পেছনে তার বাবার কারসাজি ছিল, যাতে দেশে খাদ্য সংকট তৈরি হয়। খাদ্য সংকট তৈরি করে বঙ্গবন্ধুকে অজনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে আবদুল মোমেন খানের ভূমিকা ছিল। যার পুরস্কার স্বরূপ জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করার পর আবদুল মোমেন খানকে মন্ত্রীর মর্যাদায় খাদ্য উপদেষ্টা বানিয়েছিলেন। ৭৯ সালের নির্বাচনের পর আবদুল মোমেন খান সংসদে খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে বক্তব্যে বলেছিল খাদ্যের জন্য দরকার হলে দেশ বিক্রি করে দিব। ওনারই সন্তান মঈন খান। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেন, আজকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে হলে, জননেত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প একমাত্র শেখ হাসিনা, এই দেশে আর কোন বিকল্প নাই। তিনি জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশের। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছে। ২০১৮ সালে আমাদের স্লোগান ছিল আমার গ্রাম আমার শহর। আজকে গ্রামগুলো শহরের মতো হয়ে গেছে, গ্রাম আর শহরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তিনি বলেন, এবার আমরা স্লোগান দিয়েছি 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নেন্স এবং স্মার্ট পিপলস। এই চারটি অনুসঙ্গকে আমরা সাথে নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ রচনা করতে চাই। ইনশাল্লাহ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এই অভিযাত্রায়ও বিজয়ী হব। কিন্তু আমাদের অভিযাত্রাকে আটকে দিতে চান বিএনপি এবং তাদের দোসররা। সেই কারণেই নানা ষড়যন্ত্র। মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট ইব্রাহীম হোসেন চৌধুরী বাবুল, আলহাজ্ব খোরশেদ আলম সুজন, আলতাফ হোসেন চৌধুরী বাচ্চু , সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শফিক আদনান, শফিকুল ইসলাম ফারুক, এডভোকেট শেখ ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী, চন্দন ধর, মশিউর রহমান প্রমুখ।

একটি জাল ভোট পড়লেও কেন্দ্র বন্ধ

রহমান ও বরিশাল র‌্যাব-৮ এর অধিনায়ক কর্নেল জুবায়ের আলম শুভ উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন কমিশনার বলেন, সব প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের কাছে সমান। যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করা হবে। কোনো প্রার্থী আচরণবিধি ভঙ্গ বা নির্বাচনী অপরাধ করলে তাৎক্ষণিক কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সুষ্ঠু নির্বাচন। আর স্থানীয় সরকারের সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সারাদেশের মানুষ রাজনৈতিক দলসহ সবার চাওয়া একটি সুষ্ঠু নির্বাচন। এ গুরু দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। আমরা জাতিকে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে চাই।

পুঁজিবাজারে মূলধন কমেছে

অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে লেনদেন হয়েছে ২১৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ৩৩৮ কোটি ২১ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে সিএসইতে লেনদেন কমেছে ১২৪ কোটি ৯১ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৩৮ হাজার ১০০ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে সিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৭ লাখ ৪০ হাজার ৪ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ১ হাজার ৯০৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা। সপ্তাহটিতে সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ২২৫.৩৩ পয়েন্ট বা ১.৩৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ৬ পয়েন্টে। সিএসইর অপর সূচকগুলোর মধ্যে সিএসসিএক্স ১.৩৬ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৬৩৭ পয়েন্টে, সিএসই-৩০ সূচক ১.৭৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ২১৩ পয়েন্টে, সিএসআই সূচক ২.০২ শতাংশ কমে ১ হাজার ৪৬ পয়েন্টে এবং এসইএসএমইএক্স ১.৬৯ শতাংশ কমে ৩ হাজার ২১৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইতে মোট ৩৩৭টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেনে অংশ নিয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ৭৬টির, দর কমেছে ২৩৬টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২৫টির শেয়ার ও ইউনিট দর।

এলপিজি সেক্টরে কাঁচামাল

সরকারি যানবাহন এলপিজিতে কনভার্ট করা, মোটরসাইকেল এলপিজিতে কনভার্ট করা, অটোরিকশা রাস্তায় চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ বিষয়ে আমরা কাজ করছি। ইঞ্জি. মোহাম্মদ সিরাজুল মাওলার সভাপতিত্বে অফিস সচিব মো. মকবুল হোসেনের উপস্থাপনায় সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজসহ কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অ্যাসোসিয়েশনের বিগত বছরের কার্য-বিবরণী এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সভায় বক্তারা ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা, যাবতীয় লাইসেন্সিং জটিলতা দূরীকরণ, ভ্যাট প্রত্যাহারসহ যৌক্তিক দাবিসমূহ তুলে ধরেন এবং এলপিজি অটোগ্যাস ব্যবসার পরিধি সম্প্রসারণ করার জন্য নানামুখী উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান। বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনর্ভাশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিগত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় আগামী দুই বছরের জন্য দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে সভাপতি পদে ইঞ্জি. মোহাম্মদ সিরাজুল মাওলা এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মো. হাসিন পারভেজসহ মোট ২৩টি পদে পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়। সাধারণ সভায় সারা দেশ থেকে প্রায় ৫০০ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশনের মালিক, জ্বালানি বিষয়ক বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং এফবিসিসিআই-এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে এলপিজি সরবরাহ কোম্পানিগুলোকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়। বসুন্ধরা এলপিজির পক্ষ থেকে স্মারকটি গ্রহণ করেন বসুন্ধরা এলপি গ্যাসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. ফয়সাল আলম ভূইয়া।

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা

এর মধ্যে কাস্টমসে ১০ দশমিক ২১ শতাংশ, ভ্যাটে ১৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ এবং আয়করে ১৯ দশমিক ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এনবিআর জানায়, মার্চে আমদানি শুল্ক থেকে ৩ হাজার ৫৬৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকা, মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে) ৩ হাজার ৯৮৩ কোটি ৩ লাখ, সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে) ১ হাজার ১৪২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা আয় করা হয়। মার্চ মাসে রপ্তানি শুল্ক আয় হয়নি। মার্চে আবগারি শুল্ক ২০৪ কোটি ৭৮ লাখ, মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে) ৮ হাজার ১০২ কোটি ৭৭ লাখ, সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে) ৩ হাজার ৬৮৯ কোটি ৯১ লাখ ও অন্যান্য খাতে (স্থানীয় পর্যায়ে) ৯৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকা আয় করা হয়। মার্চে টার্নওভার ট্যাক্স আদায় হয়নি। মার্চে আয়কর থেকে ১২ হাজার ৩৯৮ কোটি ৯ লাখ ও ভ্রমণ কর থেকে ১৯১ কোটি ৫৬ লাখ টাকার রাজস্ব আয় করা হয়। এদিকে জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক থেকে ২৯ হাজার ৫৮৯ কোটি ৮১ লাখ টাকা, মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে) ৩৬ হাজার ১০৮ কোটি ৪৯ লাখ, সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে) ৮ হাজার ৫৬৪ কোটি ৪১ লাখ টাকা আয় করা হয়। মার্চ পর্যন্ত রপ্তানি শুল্ক আয় করা হয় মাত্র ৩ লাখ টাকা। এ নয় মাসে আবগারি শুল্ক ৪ হাজার কোটি ৫২ লাখ, মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে) ৬৮ হাজার ৪৭৭ কোটি ২৫ লাখ, সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে) ২৭ হাজার ৫৬৯ কোটি ১২ লাখ ও অন্যান্য খাতে (স্থানীয় পর্যায়ে) ৭৪৬ কোটি ৯৯ লাখ টাকা আয় করা হয়। মার্চ পর্যন্ত টার্নওভার ট্যাক্স আয় হয়েছে মাত্র ৩৮ লাখ টাকা। মার্চ পর্যন্ত আয়কর থেকে ৮৩ হাজার ২৮৪ কোটি ৪২ লাখ ও ভ্রমণ কর থেকে ১ হাজার ৬১৬ কোটি ৬৪ লাখ টাকার রাজস্ব আয় করা হয়। এনবিআর বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে কর আদায় বেড়েছে ১৫ শতাংশ। এটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের শর্ত পূরণে সহায়ক বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, গত ডিসেম্বর পর্যন্ত আইএমএফ এক লাখ ৪৩ হাজার ৬৪০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ধরে দিয়েছিল। তা পূরণ করে এক লাখ ৬২ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে এনবিআরের রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ে দুই লাখ ৭৬ হাজার ১৭০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে আইএমএফ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মতে, কর বহির্ভূত রাজস্বের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। তবে এটি শর্ত পূরণ করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশের পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ও আইএমএফের সাবেক অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলেন, সংস্কার ছাড়াই ১৫ শতাংশ কর প্রবৃদ্ধি খারাপ নয়। তার মতে, কিন্তু এই হারে চলতে থাকলে চলতি অর্থবছর শেষে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি দেখা দেবে। তিনি আরও বলেন, বেশ কয়েকটি খাতে বিদ্যমান কর ছাড়ের পরিমাণ কমিয়ে দিলে সরকার আগামী অর্থবছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারবে। করহার বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। বছরের পর বছর ধরে জাতীয় বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাও হাতছাড়া হচ্ছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও আমদানি নিয়ন্ত্রণের কারণে রাজস্ব আয় বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তিনি কর আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো ও সুশাসন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ব্যাংকে

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর বলেন, এ বছর ৮ লাখ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হবে। যারা অপ্রচার চালাচ্ছে তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না। বাংলাদেশ এখন অনেক দেশের কাছে রোল মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনে তাকানোর সময় নেই। মানুষের আয় বেড়েছে। অনেকে না জেনে বিভ্রান্তকর তথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছে। খুরশিদ আলম আরও বলেন, সাংবাদিকদের শুধু তথ্য দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে তিনজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারপরও যদি না হয় আমরা তিনজন ডেপুটি গভর্নর আছি। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুণ। এসময় তিনি আরও বলেন, ব্যাংকিং সেক্টরে যারা কাজ করছি তারা সবাই দেশের জন্য কাজ করছি। খেলাপিঋণ আদায়ে আপনারা সচেতন হোন। গ্রাহকদের সঙ্গে ভালো আচরণ করুন। 'গ্রাহক সচেতনতা সপ্তাহ-২০২৪' কর্মসূচিতে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে বলে জানান ডেপুটি গভর্নর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নূরুল আমিন ও রুহুল আমিন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের পরিচালক লিজা ফাহমিদা ও শায়েমা ইসলাম, ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাফিউজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এফআইসিএসডি স্ট্রাটেজিক কম্যুনিকেশন টিমের প্রধান অতিরিক্ত পরিচালক মাহেনুর আলম। দিন ব্যাপী এই আয়োজনে অতিথিদের বক্তব্যের পাশাপাশি ব্যাংকিং সেবারে বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন দেখানো হয়। এতে রংপুর বিভাগের প্রায় শতাধিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

৩০ শতাংশ বেতন বাড়নোর দাবি

বিশেষ সুবিধা পাঁচ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে উন্নীত করা, অবিলম্বে জাতীয় নবম বেতনস্কেল ঘোষণার বিকল্প নাই। তিনি বলেন, সচিবালয়ে এবং সচিবালয়ের বাইরে সব পদের জন্য এক ও অভিন্ন নিয়োগবিধি প্রণয়ন, ডিপ্লোমাধারীদের দশম গ্রেড দেওয়া, আগের মতো শতভাগ পেনশন চালু, টাইমস্কেল-সিলেকশন গ্রেড দেওয়া, অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর এবং ইনক্রিমেন্টের শেষ ধাপ ব্লক না রেখে নিয়মিত ইনক্রিমেন্ট চালুর দাবি জানাচ্ছি। কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো. লুৎফুর রহমান বলেন, আগামী ২১ মে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া, ২৬-৩০ মে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে জনসংযোগ ও দাবি সংবলিত লিফলেট বিতরণ এবং ১ জুন প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। দাবি আদায় না হলে পরবর্তী সময়ে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া কথা জানান তিনি। বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণি সরকারি কর্মচারী সমিতি জাতীয় ও স্থানীয় নেতারা ছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মো. মিজানুর রহমান, ঢাকা মেডিকেল কলেজের রফিকুল ইসলাম মামুন, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের নূরনবী, হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের সেলিম মোল্লা, মুগদা মেডিকেল কলেজের মনিরুল ইসলাম, ক্যানসার হাসপাতালের তাপস কুমার সাহা, মাহবুব, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মফিজুল ইসলাম পিন্টু, জাতীয় আর্কাইভের মনির হোসেন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুর কাছে আবেদন করে

কিন্তু জবাব পাইনি। অহেতুক ঘাটাঘাটি করলে আপনাদের চেহারাই উন্মোচিত হবে। এ সময় বিএনপির ভারতবিরোধী অবস্থান নিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যমে দেখলাম বিএনপি ভারত বিরোধিতার বিষয় পুনর্বিবেচনা করে দেখবে। বিরোধিতা না করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা যায় কি না। তাদের সামনে কোনো ইস্যু নেই, তারা আছে, এটা বোঝানোর জন্য কিছু একটা সামনে আনে। শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থান থেকে লিফলেট বিতরণে তাদের আসতে হলো। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ঘাটতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, গণতন্ত্রের ঘাটতিটা কোথায়? কি কি কারণে ঘাটতি? বাংলাদেশ বাংলাদেশের মতোই চলবে। বাংলাদেশে একটা নির্বাচন হয়েছে, বিএনপি সে নির্বাচনে নেই, সেটা অনেকেরই আজকে মেনে নেওয়া কঠিন। নির্বাচনে যে বাস্তবতা, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। ভোটার টার্ন আউট ৪২ শতাংশের বেশি। সংসদে বিরোধী দল সমালোচনা করছে, তাদের মুখ আমরা বন্ধ করিনি। সংসদের বাইরে যারা বিরোধী আছে, বিএনপি যখন যা কিছু ফ্রি স্টাইলে বক্তব্য দিচ্ছে, সভা সমাবেশ করছে। ২৮ অক্টোবর তারা যা করে গেছে। নির্বাচন বয়কটের পর তাদের ওপর দমনপীড়ন, সেটা তো হয়নি। তিনি বলেন, আজকে অনেক দেশে গণতন্ত্রের দাবি আছে। বিশ্বের বিভিন্ন নামি-দামি দেশে। বিশ্বে মানবাধিকারের তারা প্রবক্তা, গণতন্ত্রের প্রবক্তা। কলম্বিয়াসহ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে গিয়ে কীভাবে মেরে হাত-পা বেঁধে আটক করা হয়েছে। একজন প্রফেসরও এই নির্মমতার শিকার হয়েছেন। এক শিক্ষার্থী গণমাধ্যমে বলেছেন, তাদের ওপর কেমিক্যাল স্প্রে করা হয়েছে। এ কারণে অনেক ছাত্র-ছাত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তাদের হাসপাতালে নিতে হয়েছে। আওয়ামী লীগ তো বিএনপির সঙ্গে এমন আচরণ করেনি। বিএনপি যখন যেখানে সভা সমাবেশ করতে চেয়েছে করেছে। সরকার তো কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। তাহলে গণতন্ত্রের ঘাটতিটা কোথায়? আমি যদি বলি আমরা অনেক দেশের তুলনায় গণতন্ত্রে সারপ্লাস আছি। র‌্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রশ্নে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তিনি ডিনারের পর সাংবাদিকদের সামনে এ নিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন, সে বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে কি না তার সঙ্গে আলাপ করলে বুঝতে পারব। তিনি হয়তো মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করতে পারেন এটা তুলে নিতে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার প্রশ্নে নিজের মতামত তুলে ধরেন মন্ত্রী। জানতে চান, পৃথিবীর কোন দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংকে অবাধে ঢুকতে পারে? ভারতের ফেডারেল ব্যাংকে পারে? সব ওয়েবসাইটে আছে। আপনার জানার বিষয়, আপনি ভেতরে ঢুকবেন কেন? এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, সুজিত রায় নন্দী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস, উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান প্রমুখ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষা শুরু আজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২২ সালের অনার্স ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষা আজ রোববার দুপুর ১টা থেকে শুরু হবে। গতকাল শনিবার দুপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ওই পরীক্ষা সারা দেশে অনার্স অধিভুক্ত ৮৪৬টি কলেজের দুই লাখ ৬৫ হাজার ৩৭৮ জন পরীক্ষার্থী ৩৩৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করবে। Examination Management Szstem (EMS) Software-এর মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে ট্রাকচাপায় যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে নরসিংদী-মদনগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকচাপায় আড়াইহাজার পৌরসভার ইলেকট্রিশিয়ান ফারুক (৩০) নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় এ দুর্ঘটনার পর প্রায় দুই ঘণ্টা স্থানীয় লোকজন সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে বিক্ষোভ করেন। তারা ট্রাকটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। নিহত ফারুক উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় ফারুক তার বাড়ি থেকে রাস্তার পাশে এসে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় চট্টগ্রাম থেকে নরসিংদীর দিকে যাওয়ার পথে একটি মালবাহী ট্রাক তাকে একটি গাছের সঙ্গে চাপা দিলে গাড়ি ও গাছের মাঝখানে পড়ে ফারুকের মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন গাছ কেটে তার লাশ উদ্ধার করেন। ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ওই সড়কে বিক্ষোভ করে প্রায় দুই ঘন্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখে এবং ঘাতক ট্রাকটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। আড়াইহাজার থানার ওসি মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ জানান, গাড়িটি আটক করা হয়েছে। চালক পালিয়ে গেছে। থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

রাজশাহীতে আ. লীগ কর্মী নয়নালের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর আওয়ামী লীগ কর্মী নয়নাল উদ্দিন (৬০) হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটনে সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মহানগরীর সাহেববাজার জিরোপয়েন্টে গতকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালন করা হয়। জাতীয় শ্রমিক লীগের রাজশাহী মহানগর এ কর্মসূচির আয়োজন করে। মানববন্ধন থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, নয়নালের মৃত্যু রহস্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে। কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী মহানগর শ্রমিক লীগের সভাপতি মাহাবুল আলম। কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য দেন- মহানগর শ্রমিক লীগের সহসভাপতি শরিফুল ইসলাম সাগর, রেজায় করিম বুলবুল ও সেলিম রেজা বাইরন। এছাড়া মানববন্ধন কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে বাংলাদেশ পোস্টম্যান ও ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সড়ক ও জনপদ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী ইউনিয়ন, স্যানিটারি মিস্ত্রি শ্রমিক লীগ, গ্যাস শ্রমিক লীগ, রেলওয়ে শ্রমিক লীগের সদর দপ্তর ও ওপেন লাইন শাখা, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়ন, জেলা ট্রাক, ট্যাংক লরি, কাভার্ডভ্যান ও ট্রাক্টর শ্রমিক ইউনিয়ন ও শ্রমিক লীগের শাহ মখদুম থানা শাখার নেতারা অংশ নেন। কর্মসূচিতে মহানগর শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি জহুরুল ইসলাম বলেন, যেখানে নয়নালের লাশ পাওয়া গেছে, সে স্থানটি সংরক্ষিত। নিরাপত্তাপ্রহরী-রা অনুমতি না দিলে কেউ ঢুকতে পারে না। এমন একটি সংরক্ষিত এলাকায় লাশ পাওয়ার পরেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যও কাউকে আটক করেনি। নয়নাল অসহায় গরিব ছিলেন বলে তার পরিবার বিচার পাচ্ছে না। তাহলে আমাকে মেরে ফেলা হলেও কি আমার পরিবার বিচার পাবে না? এভাবে কি চলতে পারে? মহানগর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আকতার আলী বলেন, ১২ ডিসেম্বর লাশ উদ্ধার হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ৮ বা ৯ ডিসেম্বর নয়নালের মৃত্যু হয়েছে। লাশ পচে যখন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল তখন সেখানে কেন ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছিল? ম্যানহোলে এক কোমরেরও কম পানি ছিল। একটা সুস্থ মানুষ কীভাবে সেই পানিতে পড়ে মারা গেল? ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার কোনো ফুটেজ কেন পাওয়া যায়নি? এসব প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? আমরা মনে করি নয়নালকে হত্যা করা হয়েছে। মহানগর শ্রমিক লীগের সভাপতি মাহাবুল আলম বলেন, প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি যখন তার রাজনৈতিক কার্যালয়ে বসেন, শুধু তখনই প্রধান ফটক খোলা হয়। অন্য সব সময় বন্ধ থাকে। প্রভাবশালী ব্যক্তি বসলে নেতাকর্মীরা নিরাপত্তাপ্রহরীর অনুমতি সাপেক্ষে সেখানে ঢুকতে পারেন। তাহলে অনেক মানুষ সেখানে থাকার কথা। তার ভেতর একটা লোক ম্যানহোলে পড়ে গেলেও অন্য কেউ দেখার কথা। কেউ দেখতে পায়নি কেন? ১০ ফুট গভীরতার ওই ম্যানহোলে কোমরসমান পানি ছিল। সেখানে নয়নাল পড়ে গেলেও তার দাঁড়িয়ে থাকার কথা। সে কীভাবে এ পানিতে ডুবে মারা গেল? আর মাথায় আঘাতটাই বা কীভাবে হলো? আজ আমাদের কারো বাড়ির ম্যানহোলে এমন ঘটনা ঘটলে লাশ উদ্ধারের সময়ই চৌদ্দগোষ্ঠীকে ধরে নিয়ে যেত। রিমান্ডের পর রিমান্ড হতো। এ ঘটনায় পুলিশ একজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যও আটক করেনি কেন? কর্মসূচি থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, যতদিন পর্যন্ত নয়নালের মৃত্যুর সঠিক কারণ বেরিয়ে না আসবে ততদিন পর্যন্ত ধারাবাহিক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে। এর মধ্যে আগামী ২৬ মে সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এর আগে গত ১২ ডিসেম্বর সকালে মহানগরীর নিউমার্কেট এলাকায় রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের এমপি ওমর ফারুক চৌধুরীর রাজনৈতিক কার্যালয়ের ম্যানহোল থেকে নয়নালের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নয়নালের বড় বোন অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে বোয়ালিয়া মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। সম্প্রতি নয়নালের মরদেহের ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগ। এতে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ কর্মী নয়নালের মাথায় আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। ওপর থেকে ম্যানহোলে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। মামলাটি তদন্ত করছেন মহাগরীর শিরোইল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মাহাফুজুর রহমান। তবে এখনো তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হয়নি। তার ভাষ্যনুযায়ী, স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু হয়েছে নয়নালের। তাই এর প্রতিবাদে ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করে আসছে রাজশাহী মহানগর শ্রমিক লীগ ও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন।

বগুড়ায় পরকীয়ার জেরে বন্ধুকে হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ার সদর উপজেলায় আলী হাসান (৩০) হত্যা মামলার প্রধান আসামি সবুজ সওদাগরকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন বগুড়া সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরাফত ইসলাম। এর আগে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার বেলাইলের হাজীর মিল এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার সবুজ সওদাগর সদর উপজেলার শহরদিঘী এলাকার বাসিন্দা। তার নামে দুটি হত্যাসহ চারটি মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের বাবা আলী জিন্না সবুজ সওদাগরকে প্রধান করে চারজনের নামে হত্যা মামলা দায়ের করেন। অন্য আসামিরা হলেন- সবুজের মা সিল্কি বেগম, সবুজের ভাই সম্রাট সওদাগর ও তাঁর স্ত্রী লিপি বেগম। নিহত আলী হাসান বগুড়া শহরের মালগ্রাম উত্তরপাড়া এলাকার জিন্নাহ মিঞার ছেলে। তিনি ট্রাকচালকের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। আলী হাসান বগুড়ার ফাঁপোর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মমিনুল ইসলাম হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। অভিযুক্ত সবুজ সওদাগরও এ হত্যা মামলার আসামি। মামলা সূত্রে জানা যায়, আলী হাসান এবং সবুজ দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এজন্য তারা একে অপরের বাড়িতে যাতায়াত করতো। এক বছর আগে আলী হাসান যখন জেল হাজতে ছিলেন তখন সবুজের সঙ্গে হাসানের স্ত্রীর মিতু বেগমের পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তারা বিয়ে করেন। এর মধ্যে আলী হাসান জামিনে বের হলে ওই ঘটনা জানতে পারে এবং সবুজের সঙ্গে হাসানের কথা কাটাকাটি হয়। পরে তারা দুজন আপোশ মীমাংসা করে আবারও আগের মত চলাফেরা করলেও ভেতরে ভেতরে সেই শত্রুতা থেকেই যায়। এমতাবস্থায় গত মঙ্গলবার বিকেলের দিকে সবুজ তার শহরদিঘী বাড়িতে কৌশলে আলী হাসানকে ডেকে নেয়। সেই পূর্ব শত্রুতার জের ধরে সবুজ তার বন্ধু আলী হাসানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। পরে তাকে হাসপাতাল বগুড়ায় এনে জরুরি বিভাগে ভর্তি করে কৌশলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। সেখানে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে আলী হাসান মারা যান। বগুড়া সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরাফত ইসলাম জানান, আলী হাসানকে হত্যার পর থেকেই সবুজ পলাতক ছিলেন। পরে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তাকে আটক করা হয়। সবুজকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গতকাল শনিবার আদালতে পাঠানো হয়। এ ছাড়া পলাতক আসামিদের আটকে অভিযান চলমান রয়েছে।

টাঙ্গাইলে ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মেহেদী হাসান মিশু (১৭) নামে মোটরসাইকেল আরোহী এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছে। গত শুক্রবার রাত ১২টার দিকে উপজেলার কষ্টাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মেহেদী একই উপজেলার কয়েড়া গ্রামের রফিকুল ইসলাম মোল্লার ছেলে। সে ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র ছিল। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার রাতে মোটরসাইকেলযোগে ভূঞাপুর থেকে গ্রামের বাড়ি কয়েড়া ফিরছিল মেহেদী। পথে কষ্টাপাড়া এলাকায় এলে পেছন থেকে একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয় মেহেদী। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ভূঞাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থা গুরুতর দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় ইউপি সদস্য রুবেল মিয়া।

ময়মনসিংহে শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ৩

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায় সাজ্জাত হোসেন কামাল (৫৫) নামে এক শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার সকালে উপজেলার বওলা ইউনিয়নের পুরানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ফুলপুর থানার ওসি মাহবুবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত কামাল ওই এলাকার ছালাম ফকিরের ছেলে। তিনি ধোবাউড়া উপজেলার গোয়াতলা রঘুরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন- জাকারিয়া (৩৫) মহিবুল্লাহ (১৮) ও তাদের মা (৫০)। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত কয়েকদিন ধরে জমি নিয়ে চাচা আবুল খায়ের ও চাচাতো ভাই জাকারিয়া ও মহিবুল্লার সঙ্গে বিরোধ চলছিল সাজ্জাত হোসেন কামালের। গত শুক্রবার সকালে সেচপাম্প দিয়ে নিজ পুকুর থেকে পানি জমিতে নেওয়ার সময় ভাতিজা ও ভাইয়ের স্ত্রী তাকে বাধা দেন। এ সময় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষককে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন ভাইয়ের স্ত্রী ও ভাতিজারা। এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কামাল। একপর্যায়ে ওই শিক্ষকের গলাও চেপে ধরেন তারা। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে পরিবারের লোকজন ফুলপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের বাবা ছালাম ফকির বাদী হয়ে সাত জনসহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওসি মাহবুবুর রহমান বলেন, শিক্ষকের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকী আসামিদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ১৭

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত শুক্রবার থেকে গতকাল শনিবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) কে. এন. রায় নিয়তি জানান, আসামিদের কাছ থেকে ১৯৪টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ২০ গ্রাম হেরোইন, ৬ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা ও ৮ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে ডিএমপির থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

টাঙ্গাইলে বজ্রপাতে ২ ভাইয়ের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার বীরবাসিন্দা ইউনিয়নের নোয়াবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- আফজাল হোসেন ও মো. আমির হোসেন। তাদের বাড়ি দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলা সদরে।

সুপ্রিম কোর্টে শুনানিকালে

কার্যকারিতা রহিত করা হলো। আরও বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের রুলসে উল্লেখিত পরিধেয় পোশাক বিষয় থাকা সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী অনুসরণ করে আইনজীবীবৃন্দ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে মামলা শুনানিতে অংশগ্রহণ করবেন। ১৯ মে থেকে এ নির্দেশনা কার্যকর হবে।

দেশের মানুষ সরকারের

বর্তমান সরকারের ওপর বিরক্ত। গতকাল শনিবার জাপার বনানী কার্যালয়ে জাতীয় পেশাজীবী পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় এ মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, বিএনপি'র ওপর মানুষ আস্থা রাখতে পারছে না। কারণ, আন্দোলন সংগ্রামে বিএনপি সফল হতে পারছে না। এই দুটি দলের বিকল্প হিসেবে সাধারণ মানুষ জাতীয় পার্টিকে বেছে নিতে চায়। আগামী দিনে জাতীয় পার্টির উজ্জল ভবিষ্যত আছে। তাই, জাতীয় পার্টিকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। পেশাজীবী পরিষদের আহ্বায়ক ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান আকাশের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন সদস্য সচিব ডাঃ রাকিব। পেশাজীবী পরিষদের লেহাজ উদ্দিন, সাংবাদিক নিশাত শাহরিয়ার, অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, মোঃ নুরুজ্জামান, সোয়াইব ইফতেখার, ডাঃ মোঃ আজীজ বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মোঃ খলিলুর রহমান খলিল, ভাইস চেয়ারম্যান সুলতান আহমেদ সেলিম, যুগ্ম দফতর সম্পাদক সমরেশ মন্ডল মানিক, কেন্দ্রীয় সদস্য শেখ মোঃ আবু ওয়াহাব।

গতির মামলা শুরুর আগেই

আবাসিক এলাকার কাছাকাছি সড়কে যানবাহনের গতিসীমা নির্ধারণ করবে স্থানীয় প্রশাসন। তা কোনোভাবেই জাতীয় মহাসড়কের ক্ষেত্রে ৪০ কিলোমিটার এবং আঞ্চলিক মহাসড়কের ক্ষেত্রে ৩০ কিলোমিটারের বেশি হবে না। তবে অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের মতো জরুরি পরিষেবায় নিয়োজিত যানবাহনের গতিসীমা এক্ষেত্রে শিথিল থাকবে। গতির বিষয়ে জানতে এ প্রতিবেদক মহানগর পুলিশ, জেলা পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ ও পুলিশ সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। নতুন গতিসীমা নির্ধারণের পর থেকে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আইন পুরোপুরি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এবং জনসচেতনতা প্রয়োজন। তার আগে আইন প্রয়োগ করলে ব্যত্যয় হতে পারে। প্রথমে জনসচেতনতা তৈরি করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে নতুন গতিসীমা ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। গতির মামলা শুরুর আগেই স্পিডগান সংকটে পুলিশ অন্যদিকে সড়ক-মহাসড়কে গাড়ির গতি পরিমাপক যন্ত্র 'স্পিডগান' পর্যাপ্ত নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ। আইন প্রয়োগের আগে স্পিডগানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্যথায় খালি চোখে গাড়ির গতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিআরটিএ বলেছে, কেউ গতিসীমা লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইন অমান্যকারীকে তিন মাসের কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে। ট্রাফিক-গুলশান বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) আব্দুল মোমেন বলেন, ৩০০ ফিট এলাকায় বিভিন্ন যানবাহন অতিরিক্ত গতিতে চলে। এসব গাড়ির বিরুদ্ধে আমাদের নিয়মিত অভিযান চলছে। সেখানে স্পিডগান দিয়ে দিনে ও বিশেষ করে রাতের বেলায় যখন গাড়ি রেস করে তখন মামলা দেওয়া হয়। সিলেট মহানগর (এসএমপি) ট্রাফিক পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান বলেন, নতুন আইন বাস্তবায়নের আগে গতি নির্ণয় করার যন্ত্র (স্পিডগান) আমাদের লাগবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শিগগর এ আইন বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু হবে। যে কোনো আইন জনগণের জন্য। রংপুর মহানগর (আরপিএমপি) ট্রাফিক পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মেনহাজুল আলম লেন, যানবাহনের গতি নিয়ে নতুন নিয়মটি এখন পর্যন্ত আলোচনার মধ্যে রয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা পেলে নতুন আইনে মামলা শুরু করা হবে। গাজীপুর মহানগর (জিএমপি) ট্রাফিক পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) আলমগীর হোসেন বলেন, আমরা প্রজ্ঞাপনটা মাত্র হাতে পেয়েছি। বাস্তবায়ন করতে কিছুটা সময় প্রয়োজন। মহাসড়কগুলো ভালো হয়ে যাওয়ায় এবং কয়েকটি এক্সপ্রেসওয়ে বাস্তবায়নের ফলে গতি নিয়ে কথাবার্তা চলছে। 'আমাদের টার্গেট ছিল ২০৩০ সাল নাগাদ সড়কে মৃত্যুর হার অর্ধেকে নামিয়ে আনবো। কিন্তু বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে প্রচুর মোটরসাইকেল রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। বলা হয়েছিল- রিকশার বিকল্প কিংবা কর্মসংস্থানের বিকল্প হবে। তবে বাস্তবতায় দেখা গেলো সড়ক দুর্ঘটনার অর্ধেক হচ্ছে মোটরসাইকেলের কারণে।' তিনি বলেন, স্পিডগান এখনো পর্যাপ্ত নেই। তবে আমাদের এরিয়াতে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ওই ক্যামেরাগুলো দিয়ে নম্বর প্লেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চললে অটোমেটিক মামলা হয়ে যাবে। গতির মামলা শুরুর আগেই স্পিডগান সংকটে পুলিশ মাদারীপুর হাইওয়ে পুলিশের এসপি মো. শাহীনুর আলম খান বলেন, পদ্মা সেতুর দক্ষিণে জাজিরা প্রান্ত থেকে এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য হাইওয়ে পুলিশের অভিযান চলমান। যেসব গাড়ি অতিরিক্ত গতিতে চলছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হচ্ছে। গতিসীমা লঙ্ঘনে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়েতে ১ মে থেকে ১৪ মে পর্যন্ত ৫১৩টি মামলা হয়েছে। হাইওয়ে কুমিল্লা রিজিয়নের পুলিশ সুপার পদে মো. খাইরুল আলম বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সবাইকে সচেতন করছি। এর ব্যত্যয় কেউ করলে তার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হবে। হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি (পূর্ব বিভাগ) মাহবুবুর রহমান টুটুল বলেন, মহাসড়কে কোনো যানবাহন যদি অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালায় তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়। এটি চলমান একটি প্রক্রিয়া। এছাড়া মহাসড়কে গাড়ি চলাচলের আগের যে গতিসীমা, আর বর্তমান নির্ধারিত গতিসীমা একই। তাই আগের নিয়ম ও বর্তমান নিয়ম এক থাকায় নতুন নিয়ম অনুসারেই মামলা হচ্ছে। এ বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের ডিআইজি (অপারেশন) মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, সরকার গতি নিয়ে যে নতুন সিদ্ধান্ত দিয়েছে সেটি নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। বেশিরভাগ মানুষ এই আইন মেনে চলবে। আইন প্রয়োগের প্রসঙ্গ আসে যখন আইনটি ভঙ্গ করে। অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনার কারণ বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো। আশা করি সবাই গতি মেনে চলবে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও অনেকাংশে কমে আসবে। স্পিডগানের বিষয়ে তিনি বলেন, হাইওয়ে পুলিশের কাছে যথেষ্ট স্পিডগান রয়েছে। যেসব ইউনিটে স্পিডগান নেই তাদেরও স্পিডগান সংগ্রহের পর সরবরাহ করা হবে।

হাইওয়ে পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. শাহাবুদ্দিন খান বলেন, অতিরিক্ত গতি সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। আগে গতি সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনার আইন ছিল না। বর্তমানে আইনের ফলে প্রয়োগ করা পুলিশের জন্য সহজ হবে। তবে কোন সড়কে কত গতি তার জন্য সাইনবোর্ড প্রয়োজন। গতিসীমার আইন পুরোপুরি বাস্তবায়নে ব্যাপক প্রচারণা এবং জনসচেতনতা প্রয়োজন। গতির বিষয়ে ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান বলেন, একজন চালক রাস্তার অবস্থা বুঝে গাড়ি চালান। ঢাকা মহানগরীতে বড় গাড়ির জন্য ৪০ ও মোটরসাইকেলের জন্য ৩০ কিলোমিটার গতি নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে বৈধ ওভারটেকিংয়ের কোথাও ব্যবস্থা নেই। যেসব যাত্রীবাহী গাড়ি রয়েছে, সেসব গাড়িকে কোনো সার্জেন্ট আটকায় না। তবে, সেই গাড়ি যদি গতিসীমা ভঙ্গ করে ও দুর্ঘটনা ঘটায় সেক্ষেত্রে আটকানো হবে। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক বলেন, নতুন এ নীতিমালা কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন মনে হয়নি। মহাসড়কে বাসের গতির চেয়েও মোটরসাইকেলের গতি কমিয়ে আনা হয়েছে। এতে দুর্ঘটনা আরও বাড়বে বলে মনে হয়। দেশের সব সড়কে একই গতিসীমার মধ্যে আনা হয়েছে। ঢাকা শহরে যানবাহনের গতি আর রংপুর শহরের যানবাহনের গতি এক নয়। এটি একটি আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত, কারিগরি সিদ্ধান্ত নয়। জানতে চাইলে বিআরটিএর রোড সেফটি বিভাগের পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মাহবুব-ই-রব্বানী বলেন, নতুন নির্দেশিকা সম্পর্কে জনগণকে জানানোর জন্য প্রচারণা কর্মসূচি চালানো হবে। বাস্তবায়নে কিছুটা সময় লাগবে। এই অন্তর্বর্তী সময়কালে গতিসীমা লঙ্ঘন প্রতিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালত ব্যবহার করা হবে। এর উদ্দেশ্য চালকদের নতুন গতিসীমা সম্পর্কে জানানো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কঠোরভাবে নতুন গতিসীমা প্রয়োগ করা হবে। যানবাহনের গতি মনিটর করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী স্পিডগান ব্যবহার করবে। গতির মামলা শুরুর আগেই স্পিডগান সংকটে পুলিশ এ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এআরআই) সাবেক পরিচালক ও পরিবহন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. মো. হাদিউজ্জামান বলেন, যানবাহনের যে গতিসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে আমাদের দেশের সড়ক ব্যবস্থার বাস্তবতায় সেটি বিজ্ঞানসম্মত নয়। যারা এ আইনটি করেছেন তারা হয়তো বাইরের দেশের বাস্তবতা দেখেছেন।

'বাইরের দেশে গতিসীমা নির্ধারিত থাকলেও সেখানে লেনভিত্তিক গাড়ি চলে? কোন লেনে কোন গাড়ি চলবে সেটাও নির্ধারণ করা থাকে। ঢাকা শহরের কথাই যদি ভাবি, সেখানে তো লেনভিত্তিক গাড়ি চলে না? এখানে মিশ্র ট্রাফিক, সব গাড়ি একসঙ্গে এলোমেলোভাবে চলাচল করে।' ২০২৩ সালে সাড়ে ৫ হাজার সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫ হাজার, আহত সাড়ে ৭ হাজার বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালে সড়কে ৫ হাজার ৪৯৫টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ হাজার ২৪ জন নিহত ও ৭ হাজার ৪৯৫ জন আহত হয়েছে। ২০২২ সালে সড়কে ৫ হাজার ২০০ সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ৬৩৮ জন নিহত হয়। ২০২১ সালে সড়কে ৫ হাজার ৪৭২ সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ হাজার ৮৪ জন নিহত হন এবং ২০২০ সালে সড়কে ৪ হাজার ১৪৭ দুর্ঘটনায় ৪ হাজার ১৩৮ জন নিহত হন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৮ সালের সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সবশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, সড়ক দুর্ঘটনায় সারা বিশ্বে বছরে সাড়ে ১৩ লাখ মানুষ মারা যান। এর মধ্যে ৩০ শতাংশের বয়স ২৫ বছরের কম। বিশ্বে তরুণদের যেসব কারণে বেশি হতাহত হন, এর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা শীর্ষে।

পিডিবির কাছে কয়লা বিক্রি

৬৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা পাবে। বিলম্ব মাশুলসহ ওই বিল পরিশোধের সব শেষ সময় ছিল ২০২৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। পিডিবি বিল পরিশোধ না করাতে ওই বছর ৩ মে জ্বালানি বিভাগ থেকে বিদ্যুৎ বিভাগকে বিল পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু জ্বালানি বিভাগের অনুরোধের পরও বিল পরিশোধ করেনি পিডিবি। এরপর গত ৪ মার্চ কয়লা কোম্পানি পেট্রোবাংলাকে আবারও বিষয়টি জানায়। পেট্রোবাংলা থেকে গত ২১ মার্চ আবার বিষয়টি জ্বালানি বিভাগকে জানানো হয়। গত ২৪ মার্চ এ বিষয়ে পিডিবির কর্মকর্তাদের সঙ্গে জ্বালানি বিভাগে একটি বৈঠক হয়েছে। বিপিডিবি'র প্রতিনিধি ওই সভায় জানান, বকেয়া পাওনা আদায় সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে পিডিবি একটি ব্যবস্থা নেবে। এরপর কয়লা কোম্পানি পিডিবিকে বকেয়ার বিষয়টি ইমেলে জানান। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানির মার্কেটিং বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, ২০২১ সাল থেকেই এই বকেয়া শুরু হয়। চলতি মাসের এপ্রিল পর্যন্ত এই বকেয়া জমেছে। এর মধ্যে কয়লার বাড়তি দাম, বিলম্ব মাসুল এবং ভ্যাটের টাকাসহ আর বেশ কিছু খাতের টাকা যুক্ত হয়ে এই ৪১৯ কোটি টাকা পিডিবির কাছে আমাদের বকেয়া পড়েছে। আমরা বকেয়া আদায়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা চেয়েছি। এদিকে পিডিবি সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পেলে তারা ব্যবস্থা নেবে।

শ্রমিকদের বাজেট যেন সুনির্দিষ্ট

প্ল্যাটফর্মের কথা যে মালিক ও শ্রমিকরা বলছিলেন তা বাস্তবায়নের সময় এখন এসেছে। শ্রমিকদের জন্য যে মন্ত্রণালয়গুলো কাজ করে তারা যদি এই একটি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে আলাপ বা সমন্বয় করে কাজ করবে। ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে কথা বলার কারণে অনেকের আক্রোশেও পড়তে হয়েছে বলে জানিয়ে শাহাজান খান বলেন, ২০১৩ সালে যখন ব্যাপক আকারে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে জ্বালাপোড়া হচ্ছিল তখন প্রধানমন্ত্রী আমার ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা নিয়ন্ত্রণ করার। শ্রমিক এবং মালিকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। তখন মালিকদের সমস্যা ছিল, তারা বলছিলেন ট্রেড ইউনিয়নের কারণে সমস্যা হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা গিয়ে নাকি গার্মেন্টস বন্ধ করাসহ আরও অনেক কিছু করেন। আর শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তখন বলা হয়েছিল মালিকরা তাদের জুট ব্যবসাসহ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে কিছু গুন্ডাবাহিনী পালতেন। আর এগুলো বন্ধ করে শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে যদি একটা সুসম্পর্ক করা যেত। তবে প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন যারা করেন তারা কখনোই শিল্পের ক্ষতি চান না। শ্রমিক ও মালিক দুই স্বত্ব রক্ষা করে চলতে পারলে শিল্পের সম্ভাবনা বাড়বে উল্লেখ করে শাজাহান খান বলেন, শুধু গার্মেন্টস শিল্প নয়, প্রতিটি শিল্পই মালিক এবং শ্রমিক এই দুই সত্তাকে রক্ষা করে চলতে হবে। গার্মেন্টস মালিকরা বলছেন যে অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে যে শিল্পের মালিক শিল্প পরিচালনা করতে স্বচ্ছতা রক্ষা করেন না, ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে সেই টাকা অন্য জায়গায় খাটায়। পাশাপাশি শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য যেমন বিভিন্ন সভা, সেমিনার হয় কিন্তু মালিকদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। যেহেতু সব মালিক এক নয়, তাই মালিকদের সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। মালিকদের সচেতন করার মাধ্যমে বর্তমানে যে সমস্যা হচ্ছে, এগুলোই পরবর্তীতে না হওয়ার সম্ভাবনা কম। আলোচনায় আলোচকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, আসছে বাজেটে শ্রমিকদের জন্য আলাদা করে শ্রমিক বাজেটখাত তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ সরকার শ্রমিকদের কল্যাণে যে প্রস্তাবগুলো করেছে তা যেন এবারের বাজেটে বাস্তবায়ন করা হয়। শ্রম মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বাজেট বরাদ্দ যেন না কমানো হয়। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, আজকে শ্রমিকদের যে দাবি তা মালিকপক্ষ সরকারসহ সবাই একমত। এখন আমরা চাইব সংসদে এ দাবি যেন বাস্তবায়ন করা হয়। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যে আটটি দাবি তোলা হয়েছে সেগুলো যদি বাস্তবায়ন না হলেও যেন গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো বাস্তবায়িত হয়। গার্মেন্টস মালিক যারা সংসদ সদস্য আমি তাদের সবাইকে বলব, সংসদে যেন শ্রমিকদের এই দাবিগুলো নিয়ে কথা বলেন। সভাটির সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএ সভাপতি এস এম মান্নান কচি, বিকেএমইএ নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বিজিএমইএ ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. নাসির উদ্দিন, সিপিডি গবেষণা পরিচালক ড. গোলাম মোয়াজ্জেম, বিলস নির্বাহী পরিচালক সুলতান উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

আগুনে পুড়েছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট

লাগেনি। পুলিশসহ ব্যাংকের ম্যানেজার প্রবেশ করে এটি নিশ্চিত করেছেন। তবে আগুনের ঘটনায় কিছু কাগজপত্র পুড়ে গেছে। যদিও এখনো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করতে পারেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

৮ অঞ্চলের ওপর দিয়ে ৬০ কিমি

বৃষ্টি হতে পারে, সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। ওইদিন চলমান তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি প্রশমিত হতে পারে। আর সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। তবে সমুদ্রবন্দরের জন্য কোনো ধরনের সতর্কবার্তা নেই বলে জানান তরিকুল নেওয়াজ কবির।

জার্মানিতে নিজস্ব জমিতে বাংলাদেশ

করেন রাষ্ট্রদূত। উল্লেখ্য, এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সরকার নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই দূতাবাস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হলে এটিই হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের প্রথম নির্মিত দূতাবাস। সবশেষে রাষ্ট্রদূত মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া অনুষ্ঠানে আগত গণ্যমান্য অতিথিদের গ্রাউন্ড ব্রেকিং ঘুরে দেখান।

তরুণরাই স্মার্ট বাংলাদেশের

রয়েছে গণমাধ্যম এবং তথ্য প্রবাহের দীর্ঘদিনের চর্চা। জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানোর পাশাপাশি গণমাধ্যম জাতিকে পথরেখা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। সচিব বলেন, গণমাধ্যমের প্রথম ভূমিকা হলো স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রগতি, দর্শন, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলো জনগণের মধ্যে নানামুখী প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশের মাধ্যমে পৌঁছানো এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ে জনগণকে প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় এতে নানামুখী প্রতিবেদন প্রকাশ করা, সময় সময় অগ্রগতিগুলো তুলে ধরা।

প্রাকৃতিকভাবে গো খাদ্যের উৎপাদন

খামারিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমাদের গবাদিপশুর শুধু উৎপাদন বাড়ালেই হবে না। পরিবেশসম্মতভাবে তা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য ঘাসের উৎপাদন বাড়ানোর ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন এবং ঘাস চাষের ওপর জোর দেওয়ার জন্য খামারিদের প্রতি আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন, পশু থেকে যে বর্জ্য বের হয় তা কীভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে আমাদের গবেষণা করতে হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, ইউনাইটেড স্টেটস অফ এগ্রিকালচারের (ইউএসডিএ) এগ্রিকালচারাল অ্যাটাশে সারাহ গিলেস্কি, এসিডিআই/ভোকার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সিলভিয়া জে. মেগ্রেট।

বাংলাদেশ ব্যাংক স্বাধীন সত্তা

আয়োজিত 'ব্যাংক একীভূতকরণ অর্থনীতিতে সুফল বয়ে আনবে' শীর্ষক ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পক্ষে অবস্থান নেয় বেগম নেয় বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ। বিপক্ষে তেজগাঁও কলেজের বিতার্কিকরা অংশগ্রহণ করেন। এ সময় ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতে নৈরাজ্য এমন পার্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, আইএমএফের পরামর্শক্রমে ব্যাংক একীভূতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে। তবে যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি না থাকায় একীভূতকরণ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তিনি বলেন, জোর করে ব্যাংক একীভূতকরণ টেকসই হতে পারে না। সুশাসনের অভাবে সামগ্রিক অর্থনীতিকে সাপোর্ট দেওয়ার সক্ষমতা ব্যাংকিং সেক্টর হারিয়েছে। জনগণ ব্যাংকিং খাতের ওপর আস্থা হারিয়েছে। ব্যাংকে গচ্ছিত আমানত নিরাপদ রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারছে না। ফলে আমানতকারীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। যাদের কারণে ব্যাংকিং খাতে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকছে। ব্যাংকের খেলাপি ঋণের সঠিক তথ্য জনগণ জানতে পারছে না। সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক বলেন, আইএমএফ ৪ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের কারণে অনেক শর্ত জুড়ে দিয়েছে। তাদের শর্তের মধ্যে অন্যতম হলো আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা। খেলাপি ঋণ এক অঙ্কে নিয়ে আসা (যদিও রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকে খেলাপি ঋণের হার ২৫ থেকে ২৭ শতাংশ), আর্থিকখাতের দুর্বলতা কাটানো। এ কারণেই দুর্বলের সঙ্গে সবলের একীভূতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এখানে একীভূত নিয়ে খুব বেশি তাড়াহুড়ো করা হয়েছে। কিন্তু একীভূত করতে দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়া নিতে হয়। দ্রুত মার্জারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, একটা ব্যাংক তো ঘোষণাই দিয়ে দিলো। সেই ব্যাংকটির (এক্সিম) অবস্থা কি খুব বেশি ভালো? দ্রুত একীভূতের কারণে এখন বাংলাদেশ ব্যাংক পিছু হটছে, যোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, এখন ব্যাংকে আমানকারীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তারা কোথায় টাকা রাখবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। একীভূত করার পরপরই আমানতকারীদের আস্থা উঠে যায়নি, এটা অনেক আগেই হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আস্থা ফেরাতে বা আমানতকারীদের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। এখন আর্থিক খাতের সুশাসন ফেরাতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। সভাপতির বক্তব্যে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, ঋণ জালিয়াতি, ঋণখেলাপি, অর্থপাচার বাংলাদেশের আর্থিক খাতের সবচেয়ে বড় কালো দাগ। ব্যাংকের টাকা মেরে দিয়ে ব্যক্তি বিশেষের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস দেশের অর্থনীতিতে ক্যানসারের আকার ধারণ করেছে। আর্থিক খাতের এই ক্যানসারের চিকিৎসা না করে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সবল বা ভালো ব্যাংকের সঙ্গে একীভূতকরণ কার্যক্রম শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর সুফল পাওয়া যাবে কি না তা বুঝতে আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে দেশের আর্থিক খাতের অস্থিরতার দায় বাংলাদেশ ব্যাংক এড়াতে পারে না। নানান আইনি সুবিধা দিয়ে ব্যাংকগুলোকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। সুশাসন ও জবাবদিহির ঘাটতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে খাদের কিনারায় নিয়ে গেছে। তাই ব্যাংক একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলমান সংকট উত্তরণের যে প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে তার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা খুবই জরুরি। ঋণ জালিয়াতকারী ও অর্থপাচারকারীদের সামাজিকভাবে বর্জন করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের নাগরিক সুবিধা সীমিত করা উচিত। আমরা দেখি ঋণখেলাপি ও অর্থপাচারকারীরা এয়ারপোর্টে ভিআইপি হিসেবে যাতায়াত করছে। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা কোনো না কোনোভাবে চিহ্নিত আর্থিক দুষ্কৃতকারী, বলেন তিনি। হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, ব্যাংক খাত আজ তছনছ হয়ে গেছে। বেসিক ব্যাংক লুট হয়েছে, পদ্মা ব্যাংক লুট হয়েছে, ইউনিয়ন ব্যাংকে ভল্ট কেলেঙ্কারির কথা সবার জানা আছে। আর ন্যাশনাল তো জন্ম থেকেই জ্বলছে। ফলে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক বিবেচনায় যে কয়টি ব্যাংক দেওয়া হয়েছিল তার সব কয়টিই খুবই দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। এসব ব্যাংকের মালিকদের শুরু থেকেই উদ্দেশ্য ছিল লুটপাট করা। এখন এক্সিমের মঙ্গে পদ্মা ব্যাংক একীভূত হচ্ছে। এতে এক্সিম পদ্মায় ডুবে যায় কি না তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। আবার এক্সিম ব্যাংকেরই বা কী অবস্থা তা নিয়েও রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রবেশ করতে না দেওয়া নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। যার ব্যাখ্যা বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া উচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে সরকারের উন্নয়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করে গণমাধ্যম। দেশের আর্থিক খাতের বড় বড় অনিয়মের সংবাদ প্রকাশ করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন সাংবাদিকরা। বাজেটকে সামনে রেখে আর্থিক খাতের নানান তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গণমাধ্যমে প্রকাশ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার নিয়ে যে বাধা রয়েছে তা অচিরেই দূর করা উচিত। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি, ভল্টের সোনা খোয়া যাওয়া, ঋণখেলাপি, ঋণ জালিয়াতি, অর্থপাচারসহ বিভিন্ন অনিয়ম গণমাধ্যমে তুলে ধরা তো সাংবাদিকদের অপরাধ নয়, বরং পেশাগত দায়িত্ব। আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা বজায় রেখে ব্যাংক একীভূতকরণের মাধ্যমে গ্রহকদের আস্থা ধরে রাখতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির পক্ষ থেকে১০ দফা সুপারিশ করা হয়। প্রতিযোগিতায় বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের বিতার্কিকদের পরাজিত করে তেজগাঁও কলেজের বিতার্কিকরা বিজয়ী হন। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ রইস, ড. এস এম মোর্শেদ, আর্থিক খাত বিশেষজ্ঞ মাহাবুব এইচ মজুমদার, সাংবাদিক দৌলত আক্তার মালা, সাংবাদিক মো. আলমগীর হোসেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদলকে ট্রফি, ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

রাজধানীর পৃথক এলাকা থেকে ৪

ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান, নিহত কাজী আরিফিন পেশায় রেন্ট-এ কার চালক ছিলেন। গত শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে স্ত্রীর সঙ্গে তার বাগবিতণ্ডা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীর ওপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। জানা গেছে, নিহত যুবক শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার জলগাঁও গ্রামের মতিউর রহমানের সন্তান। বর্তমানে খিলগাঁও তালতলার জামতলা এলাকায় থাকতেন। *ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু:* এদিকে রাজধানীর চকবাজার ইসলামবাগে ছয়তলা বাসার ছাদ থেকে পড়ে শফিকুল ইসলাম (২৩) নামে এক যুবক মারা গেছেন। তবে পরিবার ধারণা করছে, অতিরিক্ত গরমের কারণে ছাদে বাতাস খেতে গিয়ে এই দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে চকবাজার ইসলামবাগের বাসায় ঘটনাটি ঘটে। সংকটাপন্ন অবস্থায় স্বজনরা ওই যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে রাতে মারা যান। শফিকুলের চাচা হাজী মো. বাদল জানান, তাদের বাড়ি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার সাহেবরামপুর গ্রামে। শফিকুলের বাবার নাম আবদুর রশীদ হাওলাদার। তারা বর্তমানে চকবাজার ইসলামবাগের ওই বাসার ছয়তলায় ভাড়া থাকেন। ইসলামপুরে তাদের কাপড়ের ব্যবসা আছে। তিনি আরও জানান, আজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শফিকুল সারাদিন বাসায় ছিল। ধারনা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গরমের কারণে ছাদে গিয়েছিলেন শফিকুল। সেখান থেকে অসাবধানতাবসত নিচে পড়ে যান তিনি। দেখতে পেয়ে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে এলে মারা যান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. বাচ্চু মিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, লাশ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি চকবাজার থানায় জানানো হয়েছে।

বালতির পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু: রাজধানীর ওয়ারী বনগ্রাম এলাকার একটি বাসায় বালতির পানিতে পড়ে আমেনা নামে এক বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টার দিকে বনগ্রাম রোড পানির টাংকির পাশে ৩৭/৭ নম্বর বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে বেলা ১২টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শিশুটির বাবা তাজুল ইসলাম জানান, বাড়িটির দ্বিতীয় তলার একটি ফ্লাটে ভাড়া থাকেন তারা। সকালে বাচ্চাটির মা খোদেজা আক্তার রান্না করছিলেন। আর বাবা রুমে বসে ছিলেন। এ সময় শিশুটি রুমে একাই হেঁটে হেঁটে খেলছিল। তবে কিছুক্ষণ পর তাকে খুঁজে না পেয়ে বাথরুমে গিয়ে দেখেন, বালতির পানিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে শিশুটি। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে তাকে তুলে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসেন তারা। তবে চিকিৎসক তাকে মৃত্যু বলে জানান। স্বজনা জানান, দুই বোনের মধ্যে আমেনা ছোট। তার বাবা তাজুল ইসলাম পুরান ঢাকায় হার্ডওয়ারের ব্যবসা করেন। আর মা খাদিজা আক্তার গৃহিণী। তাদের বাড়ি ফেনীর সদর উপজেলায়। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. বাচ্চু মিয়া জানান, লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি ওয়ারী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। *যুবকের লাশ:* রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি পানিযুক্ত ঝোপঝাড় থেকে হাত বাঁধা অবস্থায় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করছে পুলিশ। তার আনুমানিক বয়স হবে ৩৫ বছর। গতকাল শনিবার বিকেল ৩টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন যাত্রাবাড়ী থানার ওসি আবুল হাসান। ওসি জানান, এখনও বিস্তারিত কিছুই জানা যায়নি। সিআইডির ক্রাইমসিন ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। লাশটি যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি পানিযুক্ত ঝোপঝাড়ে পড়েছিল। প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে পিছন দিক থেকে ওই মরদেহের হাত বাঁধা ও গলিত। ঘটনাস্থলে পুলিশ অবস্থান করছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।

ছোট ও মাঝারি গরুতে

ভেড়া ও গাড়ল ২৭৫টি। খাদ্যের দাম বৃদ্ধিতে কমেছে কোরবানির পশু গৃহস্থ মো. মোকছেদ মোল্লা বলেন, তিনি কোরবানির হাটে বিক্রির জন্য ৩টি ষাড় গরু লালন-পালন করছেন। কিন্তু খাবারের অত্যধিক দাম হওয়ায় পালতে কষ্ট হচ্ছে। প্রতিদিন একেকটি গরুর পেছনে ১ থেকে ২শ টাকা খরচ। সে হিসাবে বিক্রির সময় দাম পান না। খাবারের দাম বেশি হওয়ায় অনেকে গরু কম পালছেন। রাজবাড়ী সদরের এবিসি এগ্রো ফার্মের মো. আমান হোসেন বলেন, অন্য গরুর চেয়ে কোরকানির গরুর খাবার বেশি লাগে। বর্তমানে খাবারের দাম বেশি হওয়ায় এবার খামারে কোরবানির ষাড় গরু কম পালছেন। গরুর খাবারের দাম কম হলে তাদের জন্য ভালো হতো। এছাড়া গরু বিক্রির সময় তারা দামও পান না। মাঝখান থেকে লাভবান হয় কসাই। ৬শ টাকা কেজি দরে নিয়ে ৭ থেকে ৮শ টাকায় বিক্রি করে। যার কারণে এবার তাদের খামারে কোরবানির গরু কম। বালিয়াকান্দির জান এগ্রো লিমিটেডের ম্যানেজার আল ইমরান বলেন, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক খাবার খাইয়ে তাদের খামারে ৬টি গরু ও ১টি মহিষ কোরবানির জন্য প্রস্তুত করেছেন। কোনো ধরনের ওষুধ খাওয়ানো হয় না। নিজেদের গম, ভুট্টা, ভূষি, ছাল ও ঘাস খাওয়ানো হয়। এই গরুগুলো পরিচর্যার জন্য বেশ কয়েকজন লোক আছে। যারা খামার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গরুর খাবার দেওয়া ও গোসল করায়। রাজবাড়ী সদরের পদ্মা এগ্রো ফার্মের আমজাদ হোসেন তালুকদার বলেন, তাদের খামারে কোরবানির জন্য ২০টি গরু প্রস্তুত করছেন। খামারে সর্বচ্চো ২৫ মণ ওজনের গরুর পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি সাইজের গরু আছে। গরুর খাবারে কোনো ধরনের ওষুধ ব্যবহার করেন না। শুধুমাত্র ঘাস, খড়, ভুট্টার গুঁড়া খাওয়ান। খাদ্যের দাম বৃদ্ধিতে কমেছে কোরবানির পশু রাজবাড়ী জেলা ডেইরি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও এপিসোড এগ্রো লিমিটেডের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ কহিনুর বলেন, গো-খাদ্যের দাম বৃদ্ধিতে তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। লোকসান দিতে দিতে অনেকে খামার বন্ধ করে দিয়েছেন। সরকারিভাবে গো-খাদ্যের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিলে তারা উৎসাহিত হতেন এবং খামারও বাড়তো। সরকারিভাবে ব্যবস্থা না নেওয়ায় দিন দিন খামারের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। রাজবাড়ী জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. প্রকাশ রঞ্জন বিশ্বাস বলেন, এবার জেলায় কোরবানির পশু চাহিদার চেয়ে বেশি প্রস্তুত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও দানাদার খাবার খাইয়ে গরু লালন-পালন করেছেন খামারিরা। জেলায় ৩২ হাজার পশু চাহিদার থাকলেও প্রস্তুত হয়েছে ৪০ হাজার। এরমধ্যে পারিবারিকভাবে লালন-পালনের তথ্য তাদের কাছে নেই। যে কারণে মনে হচ্ছে গত বছরের চেয়ে কম, কিন্তু আসলে সেটা না। পারিবারিকভাবে লালন-পালনের তথ্য পেলে গত বছরের মতোই হবে। তিনি আরও বলেন, বৈশ্বিক কারণে গো-খাদ্যের দাম বাড়লেও গ্রাম ও খামারি পর্যায়ে কাঁচা ঘাসের চাষ বেড়েছে। যার কারণে খাদ্যের খরচ কিছুটা হলেও কম হচ্ছে। এবার চাহিদা বিবেচনায় খামারিদের বড় গরুর চেয়ে ছোট ও মাঝারি সাইজের গরু প্রস্তুতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কোরবানির পশু বিক্রির জন্য অনলাইন প্লাটফর্মসহ সার্বিক বিষয়ে প্রাণিসম্পদ বিভাগ কাজ করছে এবং চাহিদার বেশি পশু প্রস্তুত হওয়ায় এবছরও রাজবাড়ীর পশু ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্নস্থানের হাটে বিক্রির জন্য যাবে।

উপজেলা নির্বাচন প্রহসন, কারচুপি ও

বিতরণকালে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ্যানি লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক। তিনি পুরাতন গোহাটা এলাকার বাসভবন থেকে লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন। লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয় এলাকা পর্যন্ত এ কার্যক্রম চালানোর কথা থাকলেও বাজার ব্রিজ এলাকায় পুলিশের বাধায় তা সম্ভব হয়নি। বিএনপি নেতা এ্যানি আরও বলেন, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনগণকে জানিয়ে দেবো আমরা উপজেলা নির্বাচনকে বর্জন করেছি। এ ভোট বর্জনে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে। কারণ দেশে ফ্যাসিবাদী ও কর্তৃত্ববাদী শাসক ক্ষমতায় আছে। এরা জনগণের ম্যান্ডেট ও ভোট নিয়ে ক্ষমতায় আসেনি। প্রশাসনের সহযোগিতায় ভোট কারচুপি এবং প্রহসনের মাধ্যমে ৭ জানুয়ারি নির্বাচন দিয়ে তারা (আওয়ামী লীগ) দখলদারিত্বের এ সরকারে অংশগ্রহণ করে। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে মানুষ অংশগ্রহণ করেনি। ৮ মে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও মানুষের উপস্থিতি ছিল না। আগামী ২১ ও ২৯ মে নির্বাচনেও মানুষ অংশগ্রহণ করবে না। কারণ এসব নির্বাচন অর্থবহ নয়। লিফলেট বিতরণে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাবুদ্দিন সাবু, বিএনপি নেতা নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া, লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান লিটন, সদস্য সচিব অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন, চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপির সদস্য সচিব আনোয়ার হোসেন বাচ্চু, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক রেজাউল করিম লিটন, জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান সোহেল, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসান মাহমুদ ইব্রাহিম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

ইলেক্ট্রিক্যাল এবং লাইটিং পণ্যের

শেয়ারে সুপার স্টার ২৯ শতাংশ, ওয়ালটন ১৭ শতাংশ, ক্লিক ১৭ শতাংশ, এনার্জি প্যাক ৯ শতাংশ, ওসাকা শতাংশ এবং ব্লিস্ক, এমইপি ও লাক্সারি প্রত্যেকে ৩ শতাংশ করে বাজার দখল করে আছে। অন্যদিকে ব্রান্ডেড লাইটিং পণ্যের মার্কেট শেয়ারে সুপার স্টার ২৫.৫৯ শতাংশ, ক্লিক ১৩ শতাংশ, ওয়ালটন ১২ শতাংশ, ট্রান্সটেক ১০ শতাংশ, এনার্জি প্যাক ৮ শতাংশ এবং ফিলিপস ৭ শতাংশ বাজার দখল করে আছে। এই শিল্পের অগ্রগতির পেছনে মূলত গত ২৫ বছরে ব্যাপক বিদ্যুতায়ন, অব্যাহত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান আয়, দ্রুত ও পরিকল্পিত নগরায়ণ, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সরকারের গৃহীত সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। দুর্দান্ত সম্ভাবনাময় এই শিল্পের প্রবৃদ্ধির জন্য গ্রে-মার্কেটের কার্যক্রম হ্রাসে সরকারের তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। একই সাথে দেশীয় কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারের বিদ্যমান ট্যাক্স পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে যাতে কোম্পানিগুলো কম ব্যয়ে পণ্যের কাঁচামাল আমদানি করতে পারে। পাশাপাশি এ সমস্ত শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ গড়ে তোলার জন্য সরকার এবং ব্যবসায়ীদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি জনগণের মধ্যে নিরাপদ ও মানসম্মত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

নরসিংদীতে বজ্রপাতে মা-ছেলেসহ নিহত ৩

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীতে বজ্রপাতে মা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুজন। গতকাল শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জেলা সদর উপজেলার দুর্গম চলাঞ্চল আলোকবালিতে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- আলোকবালি এলাকার কামাল মিয়ার স্ত্রী শরিফা বেগম (৫০), ছেলে ইকবাল মিয়া (১২) ও পাশের গ্রামের কাইয়ুম আলী (২২)। নরসিংদী মডেল থানার ওসি তানভীর আহমেদ বলেন, বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের দুজন নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় মিয়ানমারের নাগরিকসহ আটক ৪

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরের বেনাপোল পোর্ট থানার ঘিবা সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় এক মিয়ানমারের নাগরিকসহ (রোহিঙ্গা) চার জনকে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল শনিবার ভোরে ওই সীমান্তের একটি মাঠ থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক চার জন হলো- ঢাকার খিলগাঁও এলাকার ধুপিচাঁদ মণ্ডলের ছেলে কেষ্টধর মণ্ডল (৫০), মুন্সীগঞ্জ জেলা সদরের সন্দুয়া গ্রামের শ্রী সুধীর চন্দ্রের স্ত্রী আশা রানী বাছার (৪০), নড়াইল জেলার কালিয়া থানার পেড়লী গ্রামের খোকা শেখের মেয়ে শিউলী খাতুন (৩৫) এবং মিয়ানমারের নাগরিক, মো. হোসেন (২৫)। যশোর ৪৯ বিজিবির ঘিবা ক্যাম্প কমান্ডার হাবিলদার আবদুস সামাদ জানান, আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাদের তিন জন চিকিৎসার জন্য ভারতে যাচ্ছিল এবং অপর জন মিয়ানমারের নাগরিক ভারতে কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দিয়ে তাদের বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাবে খাদ্যে ফরমালিন মেশানো বন্ধ হচ্ছে না

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিনিয়ত খাদ্যদ্রব্যসহ সব ধরনের ফলে ফরমালিন মেশানো হচ্ছে। এটি বন্ধে আইন থাকলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির নেই। এ কারণে খাদ্যে ফরমালিন মেশানো বন্ধ হচ্ছে না বলে মনে করছেন পরিবেশবাদীরা। গতকাল শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় চারুকলা অনুষদের সামনে 'মৌসুমিসহ সব ফল বিষমুক্ত ও নিরাপদ চাই' শীর্ষক মানববন্ধনের আয়োজন করে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন আন্দোলন (পরিজা)। সেখানে বক্তারা এসব কথা বলেন। সমাবেশে বক্তারা বলেন, ফরমালিনযুক্ত খাবার গ্রহণের কারণে ক্যানসার, কিডনি রোগ, পরিপাক যন্ত্রে রোগসহ মানুষের বিভিন্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। সব ধরনের ফলে ফরমালিন মেশানো বন্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। না হলে তীব্র থেকে তীব্রতর হবে আমাদের আন্দোলন। পারিজার সভাপতি ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবদুস সোবহান বলেন, আমাদের আবহাওয়ার কারণে একেক মৌসুমে একেকটা ফল আসে। এই ফলগুলো আমাদের শরীরে বিভিন্নভাবে উপকার করে। চিকিৎসকরা রোগী বা অন্তঃসত্ত্বা মাকে বিভিন্ন ফল খাওয়া পরামর্শ দেন। কিন্তু তিন মাস পর দেখা গেলো তার অবস্থা আরও খারাপ হলো। এর কারণ, ফলে ফরমালিন মেশানো থাকে। বিভিন্ন দোকানে ক্যামিক্যালমুক্ত ফল লেখা থাকলেও প্রশাসনের কেউ তা যাচাই করে দেখে না। দেশে এটি দমনের জন্য আইন ও লোকবল রয়েছে। কিন্তু এগুলো কার্যকর হচ্ছে। কারণ ১৮ কোটি মানুষের দেশে সামান্য লোকবল দিয়ে এগুলো নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদের উপদেষ্টা সানোয়ারুল হক সানী বলেন, আমাদের বিভিন্ন ফলে ক্যামিক্যাল ব্যবহারের কারণে আজ সেগুলো বিষে পরিণত হয়েছে। কৃষক পর্যায় থেকে শুরু করে প্রতি ধাপে ক্যামিক্যাল মেশানো হয়। আমাদের কৃষকদের এগুলো নিয়ে কোনো ধারণা নেই। যারা কৃষকদের মাথায় এগুলো দিচ্ছে, সেই সব দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির আওতায় আনা হোক। এসব বিষ মেশানো ফল খেয়ে জন্ম নিচ্ছে বিকলাঙ্গ শিশু। এগুলো নিয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন হতে হবে। তাই আমরা সরকারকে আহ্বান জানাবো, যে সব আইন আছে সেগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করবেন। আমরা যারা ভোক্তা আছি, তাদেরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন- ঢাবি পরিবেশ সংসদের সাবেক সভাপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, আলোকচিত্রী অর্ক ইকবাল, পরিবেশ ও বায়ু পরিবর্তন আন্দোলনর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমির আহসান মাসুদ, পারিজার স্বেচ্ছাসেবক আরিফ আহমেদ।

মজুরির ধান নিয়ে ট্রাকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় ২ শ্রমিক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরার তালায় ধানবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে দুই ধানকাটা শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও সাত শ্রমিক। তালা থানার ওসি মো. মমিনুল ইসলাম জানান, গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে খুলনা-পাইকগাছা সড়কের হরিশ্চেন্দ্রকাটী সরদারবাড়ী বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘঘনা ঘটেছে। নিহতরা হলেন- খুলনার কয়রা উপজেলার বগা গ্রামের তালেব গাজীর ছেলে সাইদুল গাজী (৪৪) এবং মন্দারবাড়িয়া গ্রামের তোফাজ্জেল সরদারের ছেলে মনিরুল ইসলাম (২৫)। আহত এক শ্রমিক জাহিদুল ইসলাম জানান, কয়রা এলাকা থেকে ১৩ জন শ্রমিক গোপালগঞ্জ এলাকায় ধান কেটে মজুরি হিসেবে ২৫ থেকে ৩০ মণ ধান পান। তারা ধান নিয়ে ট্রাকে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় দোকানি আবুল কালাম আজাদ জানান, খুলনা-পাইকগাছা সড়কের দুই ধারে সম্প্রসারণের জন্য খুঁড়ে রাখার কারণে মূলত এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওসি আরও জানান, নিহত দুজনের লাশ উদ্ধার করে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হচ্ছে। ট্রাকটি জব্দ করা হলেও চালক পালিয়ে গেছে।

বৃদ্ধকে কুপিয়ে হত্যা করা মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে পিটিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের দায়ের কোপে গণেশ ঋষি (৬০) নামে এক আদিবাসী বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ওই যুবককে আটক করে মারধর করে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে বিকাশ ঋষি নামে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। এর আগে গত শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে জেলার সদর উপজেলার ৪নং শেখপুরা ইউনিয়নের উত্তর জয়দেবপুর মুশোহরপাড়া এলাকায় গনেশ ঋষিকে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে বিকাশ ঋষি। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন একই এলাকার পরসাধু ঋষির ছেলে সরেশ ঋষি (৩০) ও হরেন ঋষি। সরেশ বর্তমানে দিনাজপুর এম আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্থানীয়রা জানান, দুপুরে কাজ শেষে রাস্তার পাশের দোকানের বারান্দায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন গণেশ ও সরেশ। এ সময় মানসিক ভারসাম্যহীন বিকাশ ঋষি (৩০) হঠাৎ পেছন থেকে এসে সরেশকে ধারালো হাসুয়ার কোপ দেয়। তখন গণেশ এগিয়ে আসলে তাকেও পেছন থেকে হাসুয়ার কোপ দেয়। পরে হরেণ ঋষি এগিয়ে আসলে তাকেও আহত করে বিকাশ।

সম্পাদকীয়

ওষুধের দাম বৃদ্ধি

সাধারণ মানুষের কথা ভাবুন

নানা অজুহাতে ওষুধের দাম বাড়িয়ে থাকে দেশের ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো। বস্তুত দেশীয় কোম্পানিগুলো ওষুধের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। অথচ দেশে উৎপাদিত প্রায় ৯৭ শতাংশ ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো। প্রশ্ন হলো, এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থা নীরব কেন? জানা যায়, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের যোগসাজশে এপ্রিলে দুই সপ্তাহের ব্যবধানে বেশকিছু ওষুধ কোম্পানি অস্বাভাবিক হারে দাম বাড়িয়েছে। এর প্রতিবাদে সম্প্রতি কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) হাইকোর্টে রিট পিটিশন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সব ধরনের ওষুধের দাম বৃদ্ধি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়ে রুল দেন হাইকোর্ট। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ কোম্পানিগুলোর উচ্চাভিলাষী বিপণন নীতি এবং বেশি মুনাফা করার প্রবণতা। অভিযোগ রয়েছে, কোম্পানিগুলো চিকিৎসকদের নানা উপহারসামগ্রী দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ওষুধ কোম্পানিগুলো নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। আমরা মনে করি, উন্নত বিশ্বের মতো ট্রেড নামের পরিবর্তে জেনেরিক নাম (সব কোম্পানির ওষুধের একই নাম হবে) প্রেসক্রিপশনে লেখার নিয়ম চালু করা হলে অসুস্থ মার্কেটিং প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে এবং বিভিন্ন ওষুধের দাম অনেকাংশে কমে যাবে। ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো ওষুধের দাম বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বেশকিছু যুক্তি উপস্থাপন করে থাকে। যেমন, ডলারের দাম বৃদ্ধির কারণে ওষুধের কাঁচামালের দামও বেড়ে গেছে। ডলারের বিনিময় মূল্যে অস্থিরতাসহ আনুষঙ্গিক কিছু কারণে ওষুধের দাম কিছুটা বাড়তে পারে বটে। তবে যে হারে তা বাড়ছে, সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য, খতিয়ে দেখা দরকার। নিত্যপণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতির কারণে এমনিতেই মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে ওষুধের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কারণে বহু মানুষের চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; অনেকে ঝুঁকছে হাতুড়ে চিকিৎসকের দিকে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের স্বাস্থ্য খাত মুখ থুবড়ে পড়বে। ওষুধ শিল্পে দেশের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। এ শিল্পের বিকাশে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হবে, এটিই আমরা চাই। তবে ওষুধ উৎপাদনকারীরা অনৈতিকভাবে বাড়তি মুনাফা করার চেষ্টা করলে তা রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে। চিকিৎসা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। সরকারের দায়িত্ব জনগণের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের উচিত অতি প্রয়োজনীয় ওষুধগুলো উৎপাদন করে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে ভোক্তার কাছে সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

ট্রেনে দুর্ঘটনায় কবলিতদের বিমার আওতায় আনা হোক

যাতায়াত করার সময় অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে মানুষ দুর্ঘটনার স্বীকার হয়। দুর্ঘটনায় কবলিত অনেকে আহত অবস্থায় জীবন কাটায় আবার দুর্ঘটনায় অনেকের মৃত্যুও হয়। এতে পরিবার দুর্ভোগে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় নিঃস্ব অবস্থায় কিছুটা দুর্ভোগ থেকে বাঁচতে বিভিন্নখাতে বিমার প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু হতাশার বিষয় হলো বিভিন্ন দুর্ঘটনায় কবলিতদের বিমার আওতায় আনা হলেও রেল দুর্ঘটনায় কবলিতদের বিমার আওতায় আনা হয় নি! রেলে দুর্ঘটনা সড়কের তুলনায় কম, এটা ঠিক। হতাহতের সংখ্যাও সড়কের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু ট্রেন দুর্ঘটনা বাড়ছে। বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা। স্থায়ীভাবে পঙ্গু হচ্ছে অনেকে। অগ্নিসংযোগের মতো নাশকতার ঘটনায় জানমালের ঝুঁকি বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে সংগত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, ট্রেন দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ নেই কেন? গত চার বছরে ট্রেন দুর্ঘটনায় এক হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে। অথচ জানমালের ক্ষতিপূরণ নিয়ে কথা হচ্ছে না। দেশের পরিবহনব্যবস্থায় বাস, বিমান ও নৌযান-ট্রিপের ক্ষেত্রে বিমার প্রচলন রয়েছে। এতে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ পান পরিবহন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের ক্ষতিপূরণে সরকারের সুনির্দিষ্ট আর্থিক তহবিল রয়েছে। অথচ রেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ গণপরিবহনে কোনো ধরনের বিমার ব্যবস্থা নেই। ফলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সংশ্লিষ্ট পরিবহণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেল কর্তৃপক্ষ কোনো ক্ষতিপূরণ পায় না। এমনকি যাত্রীর ক্ষতিপূরণ বাবদ সরকারের বরাদ্দ করা আর্থিক তহবিল নেই। নতুন করে সড়ক পরিবহণ আইন-২০১৮ প্রণয়ন করে সরকার। সেই আইনের বিধিমালার মধ্য দিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক তহবিল তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু রেলের আইন অনেক পুরোনো হওয়ায় সেই সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে আইনের সংশোধন জরুরি। নতুন আইনের মধ্য দিয়ে রেল দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ তহবিল তৈরি করা যেতে পারে। বিশ্বের প্রায় সব উন্নত দেশে দূরপাল্লার গণপরিবহনের যাত্রীর বিমার ব্যবস্থা থাকে। এমনকি ভারত ও শ্রীলঙ্কাতেও এই প্রথা রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশেও বিমানের যাত্রীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিমার আওতায় চলে আসে। সে ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাকবলিত যাত্রীর পরিবার ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে থাকে। কিন্তু দেশের রেলব্যবস্থায় ট্রেন ও যাত্রী কেউ বিমার আওতায় নেই। এখন প্রশ্ন হলো সড়কের দুর্ঘটনা গুলো যদি বিমা আওতায় আসে তাহলে রেলের দুর্ঘটনা গুলো কি দুর্ঘটনা নয়? যেহেতু ট্রেনের দুর্ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত তাই দুর্ঘটনা জনিত সকল ক্ষেত্রেই বিমার আওতায় আনা হোক। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে খুব দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া দরকার এবং সরকার এই বিষয়ে এগিয়ে আসা জন কল্যাণকর হবে।

এমনকি যাত্রীর ক্ষতিপূরণ বাবদ সরকারের বরাদ্দ করা আর্থিক তহবিল নেই। নতুন করে সড়ক পরিবহণ আইন-২০১৮ প্রণয়ন করে সরকার। সেই আইনের বিধিমালার মধ্য দিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক তহবিল তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু রেলের আইন অনেক পুরোনো হওয়ায় সেই সুযোগ

নেশায় ডুবে পথভ্রষ্ট হচ্ছে যুবসমাজ

সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ মাদক। মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি, সর্বনাশী মরণনেশা। বর্তমানে এ সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে বিশ্বব্যাপী, বাংলাদেশেও রয়েছে এর ব্যাপক বিস্তার। তরুণরা মাদকে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। বিনষ্ট হচ্ছে অসংখ্য পরিবারের স্বপ্ন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা। মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া এর অন্যতম কারণ। পাশাপাশি পরিবারের নজরদারি ও সুশিক্ষার অভাবে সন্তানরা সহজেই জড়িয়ে পড়ছে এ ভয়ঙ্কর মরণব্যাধিতে। সর্বনাশা মাদকদ্রব্য আমাদের গোটা সমাজকে গ্রাস করে চলেছে। এর শিকার যুব-তরুণ সমাজ। মাদক নিয়ে অতীতে অনেক লেখালেখি হয়েছে, এখনো হচ্ছে। মাদক একটি সামাজিক ব্যাধি। এর পরও সেখানে মাদকের কারবার রমরমা। বর্তমানে আগের চেয়ে বেপরোয়া। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে এমন কোনো পেশা নেই, যেখানে মাদক নেই। মাদকাসক্ত তরুণদের মধ্যে শিক্ষিতের হারই বেশি। অল্প বয়সে তারা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, অনেকে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে যাচ্ছে। দেশের সর্বত্র মাদক এখন অনেকটা সহজলভ্য। শহর-নগর, গ্রামসহ মফস্বল এলাকায়ও হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ইয়াবা, হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজা, আফিম, চরশ, বাংলা মদ, গুল, মরফিন, কোকেন, হেরোইন, প্যাথেলিন, মারিজুয়ানা, ডেক্সপেনটিন, প্যাথেড্রিন, কোকেন, ইকস্টামি, এলএসডি, ইলিকসার, চোলাইমদসহ রকমারি মাদকের সঙ্গে তরুণদের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন মাদকাসক্ত সন্তানের কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সেই সন্তানকে নিয়ে পরিবারগুলো দিশাহারা হয়ে পড়ছে।

এমনকি ফলশ্রুতিতে এর বিষাক্ত কামড়ে অকালে ঝরে পড়ছে বহু তাজাপ্রাণ। শূন্য হচ্ছে অনেক মায়ের বুক। ভুক্তভোগী পরিবারগুলোতে এখন শুধু শোকের মাতম। নেশায় বুঁদ হয়ে পথভ্রষ্ট হচ্ছে যুবসমাজ। তবে কারা সৃষ্টি করছে এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতি? কারা ছড়িয়ে দিচ্ছে এ ভয়ানক আতঙ্ক। আজ আমরা এমনই এক বৈরী পরিবেশে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি। বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ও এর সরবরাহকারীদের আইনের আওতায় আনা হলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে বড় একটি অংশ। ফলে পুলিশের একার পক্ষে মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। তাই মাদক নির্মূল করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনতা ও মাদকের ভয়াবহতা তুলে ধরতে হবে। অবৈধ মাদকদ্রব্যের সরবরাহ বন্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। মাদকদ্রব্যের দ্রব্য উৎপাদনে নিরুৎসাহিত করতে হবে। মাদকদ্রব্যের চাহিদা কমাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই দেশের যুবসমাজ রক্ষা হবে এবং সার্বিক উন্নয়নের অগ্রগতি হবে।

সর্বজনীন পেনশন প্রত্যয় স্কিম : শিক্ষকরা কেন বৈষম্যের শিকার?

ড. কামরুল হাসান মামুন

১৪ মার্চ ২০২৪, অর্থ বিভাগের প্রবিধান শাখার জারি করা এক প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ১ জুলাই থেকে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার অধীনে 'প্রত্যয়' নামক একটি নতুন স্কিম চালু করা হবে। যারা বর্তমানে স্বশাসিত, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন, তারাও কমপক্ষে ১০ বছর চাকরি থাকা সাপেক্ষে এই স্কিমে যোগ দিতে পারবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়ে। নতুন যে পেনশন স্কিম যারা পরিকল্পনা করেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াই জানে না। বলা হয়েছে ২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে যারা নিয়োগ পাবে তারা নতুন এই পেনশন স্কিমের আওতায় আসবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ কি সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের মতো? বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু প্রতিটি শূন্য পদের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞাপন দিয়ে নতুনভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। একে অনেকেই প্রমোশন বলে কিন্তু আসলে প্রতিটি প্রমোশনই নতুন করে নিয়োগ। তাহলে আজকে যিনি সহযোগী অধ্যাপক কালকে তিনি অধ্যাপক হিসেবে নতুন করে নিয়োগ পেলে অথবা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো দেশ থেকে আসা কেউ সরাসরি অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পেলে তার ক্ষেত্রে কী হবে? কেন শিক্ষকতা পেশাকে টার্গেট করা হলো? এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগের সময় প্রতিটি প্রথম শ্রেণি বা বিভাগে রেজাল্টের জন্য ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হতো। এটা মেইক সেন্স যে ভালো ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকতা পেশায় আনার জন্য এটি করা হয়েছিল। তারপর পিএইচডি-র জন্য ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হতো। এটাও একই কারণে মেইক সেন্স। এইসব এখন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে এখনো অনার্স ও মাস্টার্সে যেকোনো একটি বা দুটি ১ম শ্রেণির জন্য একটি ইনক্রিমেন্ট আছে। সমিতির নেতারা শিক্ষকদের মঙ্গল নিয়ে ভাবে না। তারা শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে ভাবে না। তারা কেবল এক-দুইবার শিক্ষক সমিতির নেতা হতে পারলে ভবিষ্যতে ভিসি-প্রোভিসি হতে পারবে সেই চিন্তায় থাকে সর্বক্ষণ। শুধু তাই না পিএইচডিতে ৩টি ইনক্রিমেন্ট বহাল আছে। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে রাখা হয়েছে কারণ আমলারা এখন পিএইচডি করে এবং তাদের জন্যই এটা বহাল রাখা হয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এই ব্যবস্থা নেই। তাহলে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিগুলো করছে কী? সরকারি দল করা মানুষদের ভোট দিয়ে শিক্ষক সমিতির নেতা বানালে এই অবস্থায় হবে। সমিতির নেতারা শিক্ষকদের মঙ্গল নিয়ে ভাবে না। তারা শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে ভাবে না। তারা কেবল এক-দুইবার শিক্ষক সমিতির নেতা হতে পারলে ভবিষ্যতে ভিসি-প্রোভিসি হতে পারবে সেই চিন্তায় থাকে সর্বক্ষণ। সরকারকে তুষ্ট না করে, সরকারের বিপক্ষে গিয়ে শিক্ষকদের পক্ষে কোনো দাবির জন্য আন্দোলন করলে তারা ওইসব পদ নাও পেতে পারে।

মূল বিষয় হলো, নতুন এই পেনশন স্কিমের কারণে আমার শিক্ষকতা পেশায় আমি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবো না। তাই বলে আমাদের আগামী প্রজন্মের শিক্ষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে জেনেও আমি চুপ থাকবো? তা কি হয়? আমি তো শিক্ষক নেতা নই যে, আমার পদের লোভ আছে। এই দেশে মেধাবীদের কোনো রকম মূল্যায়ন করা হয় না। মূল্যায়ন করা হয় না বলেই দেশের আজকে এই অবস্থা। মূল্যায়ন করা হয় না বলেই অবমূল্যায়নের অজুহাতে যোগ্যতার মান দিনকে দিন নিচে নামানো হচ্ছে। আমি যেন চুপ থাকি সেইজন্যই তো বলা হয়েছে যে নতুন যারা নিয়োগ পাবে তাদের সময় থেকে এটা কার্যকর হবে আর যাদের ১০ বছর চাকরি চলমান তাদের ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। অর্থাৎ এরা ধরেই নিয়েছে এখনকার শিক্ষকরা যেহেতু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তাই তারা চুপ থাকবে। আমি মনে করি আমাদের বরং আরও বেশি করে এর প্রতিবাদ করা উচিত। এই দেশে মেধাবীদের কোনো রকম মূল্যায়ন করা হয় না। মূল্যায়ন করা হয় না বলেই দেশের আজকে এই অবস্থা। মূল্যায়ন করা হয় না বলেই অবমূল্যায়নের অজুহাতে যোগ্যতার মান দিনকে দিন নিচে নামানো হচ্ছে। ১৯২১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেক বেতন ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতনের চেয়েও বেশি ছিল। তখন ৪ টাকায় ১ মন চাল পাওয়া যেত। একজন অধ্যাপক তখন বেতন পেতেন ১৮০০ রুপি, টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ অনেক। অর্থাৎ তখন একজন অধ্যাপক তার বেতন দিয়ে ৪৫০ মন চাল কিনতে পারতো। বর্তমানে আমার পূর্ণ বেতন দিয়ে বড়জোর ৪০ মন চাল কিনতে পারি। ১৯৮০ সালের দিকেও একজন কলেজ শিক্ষকের বেতন তৎকালীন সাবডিভিশনাল অফিসার বা এসডিও (বর্তমান বিসিএস ক্যাডার) এর চেয়েও বেশ বেশি ছিল। কয়েক বছর আগেও পিএইচডির জন্য কয়েকটা ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হতো। এমনকি অনার্স মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাসের জন্যও ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হতো। এর অর্থ তখন মেধাকে কিছুটা হলেও মূল্যায়ন করা হতো। সেইসব মূল্যায়নও এখন নেই। সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একটা পেনশন পেত। সেই পেনশনটাও এখন কেড়ে নিচ্ছে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি পারত পক্ষে কোনো মেধাবীরা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চাইবে না। এটাই হলো কফিনের শেষ পেরেক। ড. কামরুল হাসান মামুন ।। অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থনীতি গতি ফিরে পাবে কবে?

প্রভাষ আমিন

অর্থনীতি আমার কাছে বেশ জটিল মনে হয়। ক্রলিং পেগ, সুদহার, নীতি সুদহার, কলমানি রেট, রিজার্ভ, ডলার সংকট, ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও, ওভার ইনভয়েস, আন্ডার ইনভয়েস- অর্থনীতির অনেক টার্ম বুঝি না। আমরা আমজনতা একটা জিনিসই বুঝতে চাই, আমার যা আয় আছে, তা দিয়ে যেন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মোটামুটি খেয়েপরে বাঁচতে পারি। কিন্তু এই জায়গাটাতেই সমস্যা। আয়ের সাথে ব্যয়ের মিল থাকছে না। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেড়ে গেছে। এক দুই মাস হলে হয়তো সামাল দেওয়া যেতো। কিন্তু আয়-ব্যয়ের এই গরমিল চলছে বছরের পর বছর। হতদরিদ্র, দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে অনেক আগেই। ঘুরে দাঁড়ানোরও কোনো সুযোগ নেই। মূল্যস্ফীতি ডাবল ডিজিটে স্থির হয়েছে অনেক আগেই। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। সরকার সেটা জানে না, তা নয়। গত নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অগ্রাধিকার তালিকায় এক নম্বরে ছিল দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ। নতুন মন্ত্রিসভায় ডায়নামিক বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি দারুণ দৌড়ঝাঁপ করছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখনও দ্রব্যমূল্য আকাশেই আছে। আওয়ামী লীগ এখন টানা চতুর্থ মেয়াদে দেশ শাসন করছে। আগের তিনটি মেয়াদ যতটা সাফল্যে মোড়ানো ছিল, এই মেয়াদ তেমনটি নয়। এই মেয়াদে চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। দেশের মানুষের স্বার্থেই এ চ্যালেঞ্জ উতড়ানো জরুরি। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য ছিল উন্নয়ন। শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ পরিণত হয় উন্নয়নের রোল মডেলে।

পদ্মা সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল, মেট্রোরেল, সাবমেরিন, স্যাটেলাইট, পারমাণবিক বিদ্যুৎ- উন্নয়নের একের পর এক চমকে সবাই গর্বিত। এই সময়ে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছে। সব সামাজিক সূচকেও বাংলাদেশের বদলে যাওয়ার ছবি পরিষ্কার। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে দারুণ মোমেন্টাম পেয়েছিল, কোভিড এসে তাতে প্রথম ধাক্কা দেয়। কোভিডের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এসে শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বের অর্থনীতি টালমাটাল করে দেয়। সেই যুদ্ধ থামে তো নাইই, উল্টো ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আগ্রাসন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কোভিড এবং যুদ্ধের অভিঘাত গোটা বিশ্বেই লেগেছে। কিন্তু শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলো তা সামাল দিতে পারলেও বাংলাদেশের মতো বিকাশমান অর্থনীতির পক্ষে তা সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। সে কারণেই ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত অর্থনীতির যে গতি তা ২০২১ সালের পর থেকে উল্টো পথে হাঁটতে থাকে। বাড়তে বাড়তে বাংলাদেশের রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উঠেছিল। কমতে কমতে তা এখন ২০ বিলিয়ন ডলারে নিচে নেমে এসেছে। ডলারের বাজারের অস্থিরতা টালমাটাল করে দিয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভারসাম্য। দীর্ঘদিন টাকার সাথে ডলারের বিনিময় মূল্য ৮৫ টাকার আশেপাশে থাকলেও এখন সরকারি ভাবেই তা ১১৭ টাকা। খোলাবাজারে তা ১২৫ টাকা ছাড়িয়েছে। আমানত ও ঋণের সুদের হার দীর্ঘদিন ৬-৯ এ আটকে রাখা হলেও এখন তা বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আমদানি খরচ বেড়েছে, উৎপাদন খরচ বেড়েছে, ব্যবসার ব্যয় বেড়েছে। সরাসরি যার প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপর। অর্থনীতির চাপ সামাল দিতে সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ'এর দ্বারস্থ হয়। দীর্ঘ মূল্যায়ন শেষে আইএমএফ ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে। এরই মধ্যে ঋণের দুই কিস্তি ছাড় হয়েছে। তৃতীয় কিস্তি ছাড় করতে আইএমএফ প্রতিনিধিরা দুই সপ্তাহের সফরে বাংলাদেশে আসেন। নানান বৈঠক শেষে তারা তৃতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ে সম্মত হয়েছেন। আশা করা যায়, এ মাসেই তৃতীয় কিস্তির অর্থ পাওয়া যাবে। তবে চাইলেই আইএমএফ'এর ঋণ পাওয়া যায় না। এজন্য মানতে হয় তাদের নানা শর্ত। এ পর্যন্ত আইএমএফ যে যে শর্ত দিয়েছে, তার সবগুলোর সাথেই আমি একমত। ব্যাংকখাতে সংস্কার, রাজস্ব আয় বাড়ানো, খেলাপি ঋণ কমানো, ভর্তুকি কমানো- ঠিকঠাক মতো কাজগুলো করতে পারলে

আইএমএফ প্রতিনিধিদল থাকতে থাকতেই গত সপ্তাহে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদহার বাজারভিত্তিক করা এবং ডলারের দাম এক লাফে ১১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১৭ টাকায় নির্ধারণ করে। দীর্ঘমেয়াদে এ সিদ্ধান্তও বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভালোই হবে। কিন্তু এর চেয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, সেটা সামাল দেওয়ার মতো সক্ষমতা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনীতির নেই। সুদহার বাড়লে সেটা ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যাক্তাদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করবে। যাতে উৎপাদন খরচ বাড়বে। ডলারের দাম বাড়ার প্রভাব তো সর্বগ্রাসী। সব ধরনের আমদানি পণ্যের দাম বাড়বে। বিশেষ করে জ্বালানি ও সারের ওপর এর প্রবল ও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশের খরচ বাড়বে। সব মিলিয়ে বাজারে আরেক দফা উল্লম্ফনের শঙ্কায় কাঁপছেন অনেকে। এতসব নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যেও আমরা যে এখনও আরাম করে খেতে পারছি, তার কৃতিত্ব পুরোটাই কৃষকের। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বছরের পর বছর ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েও যেভাবে ফসল ফলাচ্ছেন, তাতে তাদের প্রতি কুর্ণিশ। এবারও যেমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। সামনে আমরা বিদ্যুৎ পাই আর না পাই, খাওয়ার হয়তো অভাব হবে না।এমনিতেই খরচ বেড়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় বাড়েনি। বরং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় কমে গেছে। কোভিডে চাকরি ও ব্যবসা হারানো অনেকে এখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। এখন সবার অপেক্ষা এই দুঃসময় কাটিয়ে অর্থনীতি কবে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা, তাতে ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব নয়।

দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতি মজবুত হবে। কিন্তু সমস্যা হলো সময় খারাপ। অর্থনীতির এই দুঃসময়ে এসব সংস্কার করতে গেলে তার অভিঘাত লাগে সাধারণ মানুষের গায়ে। ভর্তুকি কমানোর অনেক উপায় আছে। টেকসইভাবে ভর্তুকি কমাতে হলে অপচয়, দুর্নীতি কমাতে হবে, দক্ষতা বাড়াতে হবে। কিন্তু সরকার কঠিন পথে না গিয়ে সহজ পথে হেঁটেছে। ফলে দফায় দফায় বেড়েছে তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের দাম। জ্বালানির দাম বাড়লে সবকিছুর দামই বাড়ে। রাজস্ব আয় বাড়ানোর টেকসই উপায় হলো রাজস্ব জাল দেশজুড়ে বিস্তৃত করা। কর দেওয়ার মতো সব মানুষকে করজালের আওতায় আনা। কিন্তু সেই কঠিন পথে কখনোই হাঁটার সাহস দেখায় না রাজস্ব বোর্ড। তারা বরং করছাড় কমিয়ে, করহার বাড়িয়ে আয় বাড়াতে চায়। তাতে চাপ পড়ে নির্দিষ্ট কিছু লোকের ওপর। নির্দিষ্ট চাকরি যারা করেন, মানে যারা রাজস্ব বোর্ডের আওতায় আছেন, তাদের নিয়েই চলে কচলাকচলি। এখন সবার অপেক্ষা এই দুঃসময় কাটিয়ে অর্থনীতি কবে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা, তাতে ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব নয়। তবে অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে ব্যাংকখাতে আন্তরিক সংস্কার করতে হবে, খেলাপি সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে, যারা ব্যাংকের টাকা নিয়ে মেরে দিয়েছে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে, টাকা পাচার বন্ধ করতে হবে, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, দক্ষতা বাড়াতে হবে, সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। ঠিকঠাক মতো ভ্যাট আদায় করতে পারলেও রাজস্ব আয় বাড়ানো সম্ভব ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভ্যাট দিলেও তার পুরোটা সরকারের কোষাগারে জমা পড়ে না। আইএমএফ বারবার ব্যাংকখাত সংস্কারের কথা বলে আসছে। এবার আইএমএফ টিম আসার আগেই বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সবল ব্যাংকের সাথে একীভূত করার উদ্যোগ নিয়েছিল। উদ্যোগটি দৃশ্যত ভালো হলেও যারা ব্যাংকগুলোকে দুর্বল করলো তাদের শাস্তি না দিয়ে একীভূত করার উদ্যোগের সমালোচনা করেন অনেকে। তার পরও ব্যাংকের সংখ্যা কমিয়ে আনা গেলে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির জন্য ভালো হতো। কিন্তু সে উদ্যোগও মুখ থুবড়ে পড়েছে। আইএমএফ প্রতিনিধিদল থাকতে থাকতেই গত সপ্তাহে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদহার বাজারভিত্তিক করা এবং ডলারের দাম এক লাফে ১১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১৭ টাকায় নির্ধারণ করে। দীর্ঘমেয়াদে এ সিদ্ধান্তও বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভালোই হবে। কিন্তু এর চেয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, সেটা সামাল দেওয়ার মতো সক্ষমতা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনীতির নেই। সুদহার বাড়লে সেটা ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যাক্তাদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করবে। যাতে উৎপাদন খরচ বাড়বে। ডলারের দাম বাড়ার প্রভাব তো সর্বগ্রাসী। সব ধরনের আমদানি পণ্যের দাম বাড়বে। বিশেষ করে জ্বালানি ও সারের ওপর এর প্রবল ও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশের খরচ বাড়বে। সব মিলিয়ে বাজারে আরেক দফা উল্লম্ফনের শঙ্কায় কাঁপছেন অনেকে। এতসব নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যেও আমরা যে এখনও আরাম করে খেতে পারছি, তার কৃতিত্ব পুরোটাই কৃষকের। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বছরের পর বছর ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েও যেভাবে ফসল ফলাচ্ছেন, তাতে তাদের প্রতি কুর্ণিশ। এবারও যেমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। সামনে আমরা বিদ্যুৎ পাই আর না পাই, খাওয়ার হয়তো অভাব হবে না।এমনিতেই খরচ বেড়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় বাড়েনি। বরং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় কমে গেছে। কোভিডে চাকরি ও ব্যবসা হারানো অনেকে এখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। এখন সবার অপেক্ষা এই দুঃসময় কাটিয়ে অর্থনীতি কবে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা, তাতে ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব নয়। তবে অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে ব্যাংকখাতে আন্তরিক সংস্কার করতে হবে, খেলাপি সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে, যারা ব্যাংকের টাকা নিয়ে মেরে দিয়েছে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে, টাকা পাচার বন্ধ করতে হবে, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, দক্ষতা বাড়াতে হবে, সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

চাকরির শুরু এবং শেষ হোক আনন্দময়

পলাশ আহসান

সরকারি চাকরির বয়স ৩০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩৫ করার দাবিতে আন্দোলন চলছে দীর্ঘদিন। এই দাবির সঙ্গে একমত হয়ে সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী সুপারিশ করেছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে। চাকরির এই বয়সসীমা নিয়ে নানা মত-দ্বিমত রয়েছে। নানা বিবেচনায় ঢোকার বয়স বাড়ানোর পক্ষেই যুক্তি বেশি। তবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের মেয়াদ নিয়ে যত কথা হচ্ছে, অবসর নিয়ে কিন্তু এত কথা হচ্ছে না। যদিও দুটো বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আলোচনা যেহেতু উঠেছে, সেহেতু দুটো বিষয় নিয়ে একসঙ্গেই হওয়া দরকার ছিল। এরইমধ্যে জনপ্রশাসনমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন চাকরিতে প্রবেশের বয়স নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হবে, পর্যালোচনা হবে। কারণ এটা নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়। আমিও এই 'পর্যালোচনা' থেকেই লেখাটি শুরু করতে চাই। পাশাপাশি আমার আলোচনায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের একটি দাবিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে চাই। সেটা হলো 'বয়স নয়, যোগ্যতাই চাকরির প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত'। তাই আসলেই চাকরির নীতিমালা নিয়ে এখন সূক্ষ্ম আলোচনা পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

১৯৯১ সালে চাকরির বয়সসীমা ২৭ থেকে ৩০ বছর করা হয়। যখন গড় আয়ু ছিল ৫৭ বছর। এখন গড় আয়ু বেড়ে ৭৩ বছর হয়েছে। তাই চাকরিতে প্রবেশ এবং অবসরের মেয়াদ বাড়াতে নীতিগত কোনো বাধা থাকার কথা নয়। কারণ আমরা বারবার বলছি জনশক্তিকে রাষ্ট্রশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। ২০ কোটি মানুষের দেশে জনশক্তিই প্রধান সম্পদ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দরকার। আমার মনে হয় এই বয়স নির্ধারণের বিষয়টি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনারই অংশ। সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোয় কোনো সমস্যা দেখছেন না সরকারি কর্ম কমিশন-পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান ইকরাম আহমেদ। তিনি সেইসঙ্গে অবসরের বয়সও বাড়ানোরও পক্ষপাতী। গণমাধ্যমে তিনি বলেছেন, অনেকেই সময়মতো পড়ালেখা শেষ করতে পারে না। আবার সরকারি চাকরির পরীক্ষা জটিলতায় অনেকের বয়স বেশি হয়ে যায়। আবার কোনো চাকরিজীবী যদি সুস্থ থাকেন এবং বয়সের বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি অবসরে চলে যান, তখন তার অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হয়। আবার চাকরির বয়স বাড়ালেই কোনো মানুষ চাকরি জোগাড় করে ফেলতে পারবেন, তেমনটা নয় বলে মন্তব্য করেছেন বেসরকারি সংগঠন ব্র্যাকের মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান। তিনি বলেন, কেউ ৩০ বছরের মধ্যে চাকরি পেলে তারুণ্যের সুবিধা পান। প্রশিক্ষণসহ সব কাজে একটা গতি পান। বয়স ৩৫ হলে তার কাজের আগ্রহ কমতে থাকে। যে কারণে তিনি তারুণ্যের শক্তির অপচয় না করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের সামনে যে পর্যালোচনার সুযোগ এসেছে তাতে বলা যায়, আমাদের চাকরিতে প্রবেশ এবং অবসরের বয়স হওয়া উচিত কাজের ধরন অনুযায়ী। তারুণ্যের দুর্বার গতির প্রতি সব রকম আস্থা রেখেই বলছি, অভিজ্ঞতার মূল্যও কম নয়। কারণ বাস্তবতা আমাদের প্রতিমুহূর্তে শেখায়। যিনি একদিনের বড়, স্বাভাবিক নিয়মে তিনি একদিন বেশি শিখেছেন। যে শিখনের দাম বোঝা যায় প্রতি পদে পদে। তাই আমাদের এমন একটা পদ্ধতি দরকার, যেখানে তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার সম্মিলন ঘটানো যায়। পাঠক চলেন আমরা দেখে নিই সাধারণ একজন সাধারণ মানুষের চাকরি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। একজন শিক্ষার্থীর লেখাপড়া শেষ হয় ২৫ বছর বয়সে। তার সরকারি চাকরির বয়স থাকে ৩০

আমার ব্যক্তিগত মত চাকরিতে ঢোকার বয়সে কোনো মেয়াদ থাকা উচিত না। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা হওয়া উচিত তিনি কর্মক্ষম বা সুস্থ কিনা। ধরা যাক, একজন মানুষ কোনো একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি সেই বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। গবেষণা করেছেন, বই লিখেছেন, কিন্তু চাকরি করেননি। হঠাৎ তাঁর মনে হলো তিনি চাকরি করবেন কিংবা সরকারিভাবে তার নিবিড় সহায়তা দরকার হলো। কিন্তু চাকরির বয়স নেই। এরকম মানুষের সহায়তা নিতে হলে তাকে কাজ দিতে পারে প্রতিষ্ঠানগুলো। কিছু সম্মানি হয়তো দিতে পারে, কিন্তু নিয়মিত চাকরির সুবিধা দিতে পারে না। আমার লেখা পড়ে যে কারও মনে হতে পারে, আমি জানি না চাকরির সুযোগ যতই বাড়ুক, চাহিদার তুলনায় তা সবসময় সীমিত। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর ৪-৫ লাখ শিক্ষার্থী পড়ালেখা শেষ করে চাকরির বাজারে আসে। যেখানে প্রতিবছর সরকারি চাকরিতে কর্মসংস্থান হয় ৪-৫ হাজার প্রার্থীর। এ ছাড়া সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে আরও ২-৩ হাজার কর্মসংস্থান হয়। এই বাস্তবতাও আমাদের অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাই নিয়মিত বিরতিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নতুন ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিরও দরকার রয়েছে। ভারতে সরকারি চাকরিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ থেকে ৪৫ বছর। কাতার, তাইওয়ান, ইতালিতে ৩৫ বছর। ফ্রান্সে ৪০ বছর। শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়ায় ৪৫ বছর। সুইডেন ও কানাডায় ৪৭ বছর। আর যুক্তরাষ্ট্রে ৫৯ বছর। এই উদাহরণ দেখে আমরা বলতে পারি, শুধু বয়স দিয়ে বিচার করে কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান করা যায় না। আসলে দরকার প্রতিটি কর্মীর কাজের আনন্দ নিশ্চিত করা। সেই আনন্দ কর্মজীবনের শুরুতে যেমন দরকার, শেষেও দরকার

বছর পর্যন্ত। চাকরি শেষ করেন ৫৯ বছর বয়সে। আমরা বলতে পারি তার কর্মজীবনের মেয়াদ ২৫ থেকে ২৯ বছর। প্রায় একই সময়ে তাকে সংসার জীবনে ঢুকতে হয়। পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়। বাবা হতে হয়। সন্তানরা বড় হতে হতে চাকরি শেষ। সংসারের দায়িত্ব কিছুটা হালকা হওয়ায় স্বস্তি পান হয়তো, কিন্তু ভাবতে থাকেন তার প্রতিষ্ঠানকে আরও কিছু দেওয়ার ছিল হয়তো। কিন্তু আমাদের বর্তমান যে পদ্ধতি আছে, সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নামে কেউ অবসর নিলে ভাবা হয় যাক, আরেকজন কাজের সুযোগ পেলো। এজন্য একসময় গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের নামে স্বেচ্ছা অবসর পদ্ধতিও চালু করা হয়েছিল। তখন আমাদের গড় আয়ু ছিল ৫৭ বছর। এখন তো পরিস্থিতি বদলেছে। স্বাস্থ্য অবকাঠামোর উন্নয়নে আমাদের গড় আয়ু ৭৩। নতুন করে ভাববার সময় নিশ্চয়ই এসেছে। অর্থনীতির নানা বাঁক বদলে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে। সেসব প্রতিষ্ঠানে কাজের ক্ষেত্র বাড়ছে। নতুন একটা ছেলে বা মেয়ে যদি তার স্বাভাবিক গতিতে কাজ করতে পারে এবং সে যদি একজন প্রবীণের দিকনির্দেশনা পায়, তাহলে নিশ্চয়ই কাজটি একটি নতুন মাত্রা পায়। এবার আসি চাকরিতে ঢোকার বয়স সীমার কাছে। এখন ঢোকার মেয়াদ আছে ৩০। দাবি করা হচ্ছে ৩৫। আমার ব্যক্তিগত মত চাকরিতে ঢোকার বয়সে কোনো মেয়াদ থাকা উচিত না। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা হওয়া উচিত তিনি কর্মক্ষম বা সুস্থ কিনা। ধরা যাক, একজন মানুষ কোনো একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি সেই বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। গবেষণা করেছেন, বই লিখেছেন, কিন্তু চাকরি করেননি। হঠাৎ তাঁর মনে হলো তিনি চাকরি করবেন কিংবা সরকারিভাবে তার নিবিড় সহায়তা দরকার হলো। কিন্তু চাকরির বয়স নেই। এরকম মানুষের সহায়তা নিতে হলে তাকে কাজ দিতে পারে প্রতিষ্ঠানগুলো। কিছু সম্মানি হয়তো দিতে পারে, কিন্তু নিয়মিত চাকরির সুবিধা দিতে পারে না। আমার লেখা পড়ে যে কারও মনে হতে পারে, আমি জানি না চাকরির সুযোগ যতই বাড়ুক, চাহিদার তুলনায় তা সবসময় সীমিত। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর ৪-৫ লাখ শিক্ষার্থী পড়ালেখা শেষ করে চাকরির বাজারে আসে। যেখানে প্রতিবছর সরকারি চাকরিতে কর্মসংস্থান হয় ৪-৫ হাজার প্রার্থীর। এ ছাড়া সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে আরও ২-৩ হাজার কর্মসংস্থান হয়। এই বাস্তবতাও আমাদের অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাই নিয়মিত বিরতিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নতুন ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিরও দরকার রয়েছে। ভারতে সরকারি চাকরিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়স-সীমা ৩৫ থেকে ৪৫ বছর। কাতার, তাইওয়ান, ইতালিতে ৩৫ বছর। ফ্রান্সে ৪০ বছর। শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়ায় ৪৫ বছর। সুইডেন ও কানাডায় ৪৭ বছর। আর যুক্তরাষ্ট্রে ৫৯ বছর। এই উদাহরণ দেখে আমরা বলতে পারি, শুধু বয়স দিয়ে বিচার করে কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান করা যায় না। আসলে দরকার প্রতিটি কর্মীর কাজের আনন্দ নিশ্চিত করা। সেই আনন্দ কর্মজীবনের শুরুতে যেমন দরকার, শেষেও দরকার। সার্বিক বিবেচনায় একজন কর্মীর আসলেই যখন বিশ্রামের সময় হবে তখন তিনি যদি অবসরে যেতে পারেন, নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন। আর এই আনন্দ অনেকটাই নির্ভর করে তিনি কীভাবে কাজটি শুরু করেছিলেন তার ওপর। তাই আমার মনে হয় চাকরির বয়স নিয়ে কোন গড় সিদ্ধান্তে না গিয়ে যদি কাজ অনুযায়ী বিবেচনায় আনা হয়, তাহলেই পুরো বিষয়টি একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে আসবে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ইসরায়েলি হামলায় ২৪ ঘণ্টায় ৮২ ফিলিস্তিনি নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনীর সামরিক আগ্রাসন আরও তীব্র হয়েছে। একই সঙ্গে উত্তর গাজার জাবালিয়া এবং দক্ষিণ গাজার রাফা শহরে ভয়াবহ হামলা চলছে। হামাস এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনী উভয়ই শত্রু পক্ষের উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে। খবর আল জাজিরার। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় কমপক্ষে ৮২ জন নিহত হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে এটাই একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনা। ইসরায়েলি বাহিনী গাজার বিভিন্ন স্থানে হামলা অব্যাহত রেখেছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী নতুন করে হামলা চালানোয় সাড়ে চার লাখের বেশি ফিলিস্তিনি এখন রাফা শহর থেকে পালিয়ে গেছে এবং আরও এক লাখ মানুষ উত্তরাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় প্রতিদিনই নিরীহ ফিলিস্তিনিরা প্রাণ হারাচ্ছে। এই সংঘাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং অন্যান্য দাতব্য সংস্থার কর্মীরাও। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস এক বিবৃতিতে বলেছেন, গাজায় সংঘাত শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৯০ জনের বেশি কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। জাতিসংঘের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলে সংস্থাটির এক কর্মী নিহত হয়েছেন এবং আরও বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন। তারা একটি হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিলেন। ওই কর্মীরা জাতিসংঘের একটি গাড়িতে করে রাফার কাছে অবস্থিত ইউরোপিয়ান হসপিটালের দিকে যাওয়ার সময় হামলার শিকার হন। এই হামলার পেছনে কারা দায়ী সে বিষয়ে জাতিসংঘ স্পষ্টভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। এদিকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলছে, প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে জাতিসংঘের ওই গাড়িটি একটি সংঘাত চলমান অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিল। তারা তাদের রুট সম্পর্কে সচেতন ছিল না।

ইন্দোনেশিয়ায় বন্যায় নিহত ৫৮, উদ্ধার অভিযান চলছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইন্দোনেশিয়ার তানাহ দাতার জেলা ও এর আশপাশে আকস্মিক বন্যা ও শীতল লাভা প্রবাহের কারণে নিখোঁজ থাকা ব্যক্তিদের সন্ধানে উদ্ধারকর্মীরা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। বন্যার পানির স্রোতে বাড়িঘর ভেসে যাওয়ায় এখন পর্যন্ত ৫৮ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। খবর এএফপির। ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে বেশি সক্রিয় আগ্নেয়গিরির এই জেলায় গত শনিবারের বেশ কয়েক ঘণ্টার মৌসুমি বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্টি হয় কাদা ও পাথরের প্রবাহ। এতে ভেসে যায় অনেক বাড়িঘর, ধ্বংস হয়ে যায় রাস্তা ও মসজিদ। গতকাল বুধবার দেশটির জাতীয় দুর্যোগ বিষয়ক সংস্থার প্রধান সুহ-ারায়ান্তো বলেন, 'সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৫৮ জনে।' তিনি জানান, এখনও নিখোঁজ রয়েছে ৩৫ জন। এর আগে গত মঙ্গলবার স্থানীয় উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছিলেন নিখোঁজ লোকের সংখ্যা ২২ জন। এ ছাড়া বিভিন্ন ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ৩৩ জন। উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন, অনেক মৃতদেহ পাওয়া গেছে পাশের নদীতে। আগ্নেয়গিরি থেকে ভেসে আসা লাভা ও কাদা বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে প্রচণ্ড গতিতে আশপাশের এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে আর এতে ভেসে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা।

সিঙ্গাপুরে শেষ হচ্ছে 'লি শাসন যুগ'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিঙ্গাপুরের দীর্ঘমেয়াদী প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং ২০ বছর ক্ষমতায় থাকার পর গতকাল বুধবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী লরেন্স ওয়ংয়ের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে যাচ্ছেন। খবর বিবিসির। সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতার পর থেকেই লি পরিবার দ্বীপরাষ্ট্রটির ক্ষমতায় ছিল আর লি সিয়েন লুংয়ের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে ৫৯ বছরের রাজনৈতিক যুগের সমাপ্তি ঘটছে। ১৯৬৫ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে সিঙ্গাপুরে মাত্র তিনজন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় ছিলেন এবং এই তিনজনই ছিলেন ক্ষমতাসীন পিপলস অ্যাকশন পার্টির সদস্য। লি সিয়েন লুংয়ের বাবা লি কুয়ান ইউ যাকে আধুনিক সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, তিনি এর আগে ২৫ বছর দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, যদিও মন্ত্রিসভার একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে তিনি থাকবেন তবে এর মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের ক্ষমতার পট পরিবর্তন ঘটবে। গত সপ্তাহে স্থানীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে এক

সাক্ষাৎকারে লি সিয়েন লুং সিঙ্গাপুরের অধিবাসীদের তার পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'আমি অন্য সবার মতো আরও জোরে দৌড়ানোর চেষ্ট করিনি, তারচেয়ে আমি সবার সঙ্গে থেকে দৌড়ানোর চেষ্টা করেছি। এবং আমি মনে করি একাজে আমরা অনেকটা সফল হতে পেরেছি।' লি সিয়েন লুং বলেন, 'আমার বাবা এবং পূর্বসূরি গোহ চোক তংয়ের পথ অনুসরণ না করে নিজের মতো করে সব কাজ করার চেষ্টা করেছি।' লি সিয়েন লুং ১৯৮৪ সালে তাঁর বাবা ক্ষমতায় থাকাকালীন একজন কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে যোগ দেন। ২০০৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণের আগে সিঙ্গাপুরের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী গো চক তংয়ের অধীনে তিনি মন্ত্রিসভার সফল সদস্য হিসেবে পরিচিতি পান। লি সিয়েন লুংয়ের শাসনামলে সিঙ্গাপুরের বহুমুখী অর্থনীতি বিকশিত হয় এবং দেশটি আন্তর্জাতিক আর্থিক পাওয়ার হাউস হিসেবে ও পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিচিতি পায়। গত ২০ বছরে দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় ও জিডিপি দ্বিগুণ হয়েছে। কোভিড অতিমারি এবং অতিমারি পরবর্তী আন্তর্জাতিক আর্থিক ধস মোকিবিলায় তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন।

পেরুতে বাস উল্টে নিহত ১৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পেরুতে একটি বাস উল্টে একটি ঢালে গড়িয়ে পড়ে কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছে। দেশটির পাহাড়ী আয়াকুচো অঞ্চলে স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে। বাসটি ৪০ জন আরোহী নিয়ে আন্দিজ পর্বতের দিকে যাচ্ছিল। খবর ইয়াহু নিউজের। আয়াকুচোর কর্মকর্তা ওয়াইবার ভেগা সাংবাদিকদের বলেন, ইতিমধ্যেই ১৩ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও তিনজনের মরদেহ বাসের নিচে আটকা পড়ে আছে। তিনি ওই দুর্ঘটনায় ১৬ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ওয়াইবার ভেগা জানিয়েছেন, শিলাবৃষ্টিসহ খারাপ আবহাওয়ার কারণে বাকি তিনজনের মরদেহ উদ্ধারে সময় লাগছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার সকালে লিমা থেকে আয়াকুচো শহরের যাওয়ার সময় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। ভাঙা রাস্তায় দ্রুত গাড়ি চালানোসহ বেশ কিছু কারণে পেরুতে প্রায়ই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। এর আগে গত ৩০ এপ্রিল কাজামার্কা অঞ্চলে একটি বাস খাদে পড়ে কমপক্ষে ২৫ জন নিহত হয়। দেশটির পরিবহন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালে পেরুতে ট্রাফিক দুর্ঘটনায় মোট তিন হাজার ১৩৮ জন প্রাণ হারায়। সরকারি

তাইওয়ানের আকাশে ৪৫ চীনা যুদ্ধবিমানের অনুপ্রবেশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফের স্বায়ত্তশাসিত তাইওয়ানের আকাশে অনুপ্রবেশ করেছে চীনের যুদ্ধবিমান। গতকাল বুধবার তাইওয়ানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দ্বীপটির চারপাশে চীনের ৪৫টি যুদ্ধ বিমানকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। চলতি বছরে তাইওয়ানের আকাশে এটাই একদিনে সর্বোচ্চ চীনা সামরিক বিমানের উপস্থিতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপটির নতুন প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে নতুন করে উত্তেজনা উস্কে দিলো বেইজিং। তাইওয়ানের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে আগামী ২০ মে স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপটির নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। তিনি চলতি বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকেই উত্তেজনা বেড়েছে।

বিশ্বে উদ্বাস্তু হওয়া মানুষের সংখ্যা সাড়ে ৭ কোটি: আইডিএমসি

আন্তর্জাতি ডেস্ক : ২০২৩ সালে সারাবিশ্বে রেকর্ড ৭ কোটি ৫৯ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু হয়েছেন। সুদান ও ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান সংঘাতের জেরে এ সংখ্যা বেড়েছে। গত মঙ্গলবার বেসরকারি সংগঠন ইন্টারনাল ডিসপ্লেসড মনিটরিং সেন্টার (আইডিএমসি) এ তথ্য জানিয়েছে। সংগঠনটি বলছে, গত পাঁচ বছরে নিজ দেশের সীমানার ভেতর উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি বেড়েছে।

২০২২ সাল শেষে এ সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১১ লাখ। সংঘাতসহ নানা কারণে যারা উদ্বাস্তু হয়ে নিজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হন, তাদের শরণার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর যারা নিজ দেশের সীমানার ভেতরই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হন, তাদের ধরা হয় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু। আইডিএমসি'র বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংঘাত ও সহিংসতায় বিশ্বের প্রায় ৬ কোটি ৮৩ লাখ মানুষকে অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। আর দুর্যোগের কারণে একই সংকটে পড়েছেন আরও প্রায় ৭৭ লাখ মানুষ। আইডিএমসির পরিচালক আলেকজান্দ্রা বিলাক বলেছেন, গত দুই বছরের বেশি সময়ে আমরা উদ্বেগজনকভাবে সংঘাত ও সহিংসতার কারণে নতুন করে রেকর্ডসংখ্যক মানুষকে অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু হতে দেখেছি। আলেকজান্দ্রা আরও বলেন, 'সংঘাত ও এর ফলে মানুষ যে ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হয়, তা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে।

অ্যান্টার্কটিকায় তেলের বিশাল ভাণ্ডার পেয়েছে রাশিয়া?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অ্যান্টার্কটিকায় তেলের একটি বিশাল ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছে রাশিয়া। যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সের এনভায়রনমেন্ট অডিট কমিটির এক নথিতে এই দাবি করা হয়েছে। এখানে প্রায় ৫১১ বিলিয়ন ব্যারেলের সমপরিমাণ তেল রয়েছে। যা গত ৫০ বছরে নর্থ সীতে উৎপাদিত তেলের দশগুণ। মার্কিন সাময়িকী নিউজউইক এ খবর জানিয়েছে। গত সপ্তাহে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই নথিটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ওয়েডেল সীতে রাশিয়ার গবেষণা জাহাজ এই তেলের সন্ধান পেয়েছে। সাগরের অংশটি অ্যান্টার্কটিকায় ব্রিটেনের দাবিকৃত অঞ্চলে পড়েছে। একই অঞ্চলের দাবিদার চিলি ও আর্জেন্টিনার। ভূখণ্ডগত অধিকার না থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অ্যান্টার্কটিকায় যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অভিযানের নামে ধীরে ধীরে উপস্থিতি বাড়াচ্ছে রাশিয়া।

দুবাইয়ে বিশ্বের ধনকুবেরদের সম্পদের গোপন নথি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে গোপনে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন দেশের ধনী ব্যক্তিরা। ফাঁস হওয়া নথিতে প্রকাশ্যে এসেছে তাদের নাম ও সম্পদের পরিমাণ। বৈশ্বিক একটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রকল্পের ফাঁস হওয়া ওই তালিকায় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞায় থাকা ব্যক্তি, অর্থ পাচারকারী ও অপরাধীদের নামও রয়েছেন। মঙ্গলবার 'দুবাই আনলকড' নামের ওই নথি প্রকাশ করা হয়। এতে ভারতীয় ধনকুবের মুকেশ আম্বানির মতো ব্যবসায়ীর সম্পদের হিসাবও রয়েছে। অনুসন্ধানী এই সাংবাদিকতা প্রকল্পের সমন্বয় করেছে অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট (ওসিসিআরপি) ও নরওয়ের সংবাদমাধ্যম ই-টোয়েন্টিফোর। এতে অংশ নিয়েছে ৫৮টি দেশের ৭৪টি সংবাদমাধ্যম। প্রতিবেদনটি ওসিসিআরপির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি ওসিসিআরপির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দুবাইয়ের ভূমি দপ্তরসহ কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ফাঁস হওয়া তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। এতে বিশেষ করে ২০২০ থেকে ২০২২ সাল নাগাদ দুবাইয়ে এসব ব্যক্তির মালিকানায় থাকা ও ব্যবহার করা সম্পদের বিস্তারিত চিত্র উঠে আসে। ফাঁস হওয়া তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে ওয়াশিংটনভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ডিফেন্স স্টাডিজ (সিফোরএডিএস)। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সংঘাত নিয়ে গবেষণা করে থাকে। পরে এসব তথ্য-উপাত্ত ই-টোয়েন্টিফোর এবং ওসিসিআরপির সঙ্গে ভাগাভাগি করে প্রতিষ্ঠানটি। এ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় অংশ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বসও। ফোর্বস ২২ ধনকুবের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন ৬০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের ৭৬টি সম্পত্তির খোঁজ পেয়েছে। বিশ্বের চারটি মহাদেশের ১০টি দেশ থেকে এসেছেন তারা।

১০ ধনকুবের ও তাদের সম্পদ : ফোর্বসের প্রতিবেদনে ১০ ধনকুবেরের নাম, তাদের নিট সম্পদ ও দুবাইয়ে থাকা সম্পদের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। **মুকেশ আম্বানি :** ফোর্বসের প্রতিবেদনের শুরুতেই রয়েছে ভারতীয় নাগরিক মুকেশ আম্বানির নাম। তার নিট সম্পদ ১১ হাজার ২০ কোটি ডলার।

বিনোদন

পুরান ঢাকার দুলু গুণ্ডা আজকের নায়ক ফারুক

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউডের বরেণ্য অভিনেতা আকবর হোসেন পাঠান ফারুক। একসময় ছিলেন পুরান ঢাকার 'দুলু গুণ্ডা'। তার নামে ছিল ৩৭টি মামলা; এই মামলাগুলো থেকে বাঁচতেই নায়ক হয়েছিলেন তিনি। ২০১৮ সালে দেশি একটি গনমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ফেলে আসা জীবনের গল্পে এমনটা জানিয়েছিলেন ফারুক। চলচ্চিত্রে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে নায়ক ফারুক বলেছিলেন, চলচ্চিত্রে আমি আসলে এসেছি আশ্রয় নেওয়ার জন্য। কারণ, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন যখন শুরু হয়, তখন আমি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যুক্ত। আমার নামে ৩৭টি মামলা, সে সময় আমার কাছের বন্ধুরা আমাকে বুদ্ধি দেয়, আমি যেন চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করি, তাহলে মামলা থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাব। তখন আমাকে পরিচালক এইচ আকবর সাহেব নবাবপুর রোডে একটি হোটেলে নিয়ে যান এবং আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন সবার সঙ্গে। আমার নাম বদল করা হয়, নতুন নাম দেওয়া হয় ফারুক। প্রথম ছবির নাম আমার মনে নেই। তবে প্রথম মুক্তি পাওয়া ছবিটি ছিল 'জলছবি'। নবাবপুর রোডটি আসলে আমাদের কৃষ্টি-কালচারের আঁতুরঘর।

কান উৎসবে নজর কাড়লেন ভাবনা

বিনোদন ডেস্ক : গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসব 'কান।' তিন বছর আগে আঁ সার্তে রিগায় প্রতিযোগিতা করেছিল বাংলাদেশের 'রেহানা মরিয়ম নূর'। কানের ফিল্মবাজার 'মার্শে দ্যু ফিল্ম'-এ সারা দুনিয়ার চলচ্চিত্র জগতের মানুষ নিজেদের প্রজেক্ট নিয়ে হাজির হয়। বিগত কয়েক বছর বাংলাদেশ থেকে অনেকেই সেখানে অংশ নিয়েছেন। এবার সে রকম কোনো খবর এখনো পাওয়া যায়নি। তবে এরইমধ্যে কানসৈকতে হাজির হয়েছেন আশনা হাবিব ভাবনা। কোনো ছবি নিয়ে নয়, 'ভয়ংকর সুন্দর' অভিনেত্রী সেখানে হাজির হয়েছেন নিজ উদ্যোগে। গতকাল ভাবনা বলেন, 'আমার কাছে এটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো ঘটনা। অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল কান উৎসবে আসার। নিজের চেষ্টায় আমি যে এখানে আসতে পেরেছি এটাই অনেক বড় পাওয়া। কোনো ছবি নিয়ে আসতে পারলে অনেক ভালো লাগত। তবে অভিনেত্রী হিসেবে এখানে যে আসতে পেরেছি এটা অনেক আনন্দের। আমার এই আসার পেছনে কাউকে ধন্যবাদ দিতে হবে না, এ কারণে আমি গর্বিত।' আবেদন করার পর সব কাগজপত্র দেখে তাঁকে দক্ষিণ এশিয়ার একজন অভিনেত্রী হিসেবে উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ভাবনা আরো বলেন, 'এখানে অনেক দেশের চলচ্চিত্র পরিচালক-প্রযোজকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে। সারা দুনিয়ার চলচ্চিত্রবাজার কত বড় তার একটা ধারণা হচ্ছে আমার। আমার অভিনয় করার স্পৃহাটা আরো বাড়ছে।'

কৃষ্ণচূড়ার বনে আগুন রূপে রুনা

বিনোদন ডেস্ক : জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী রুনা খান দেশের দুই পর্দায় সমান জনপ্রিয়। অসংখ্য নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন তিনি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমানতালে ধরে রেখেছেন নিজের রূপ-লাবণ্য। সম্প্রতি 'অসময়' ওয়েব ফিল্মে অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন। গত মঙ্গলবার রুনা খান তার ফেসবুক পেজে কৃষ্ণচূড়া রঙে সেজে কিছু ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'কৃষ্ণচূড়ার বনে বনে আগুন লেগেছে।' ভক্তরাও সেখানে তার রূপের প্রশংসা করেছেন। গ্রীষ্মের প্রকৃতি সেজেছে ফুলে ফুলে। ঠিক এই সময়ই রুনা নিজেকে জামদানি আর লাল টুকটুকে কৃষ্ণচূড়ার রঙে রাঙালেন। দিন যতই যাচ্ছে অভিনেত্রীর বয়সও যেন কমছে। ৪১ বছর বয়সে এসেও রূপের দ্যুতি ছড়াচ্ছেন তিনি। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনেত্রীর একের পর এক সাহসী ছবি তাক লাগাচ্ছে ভক্তদের। বিটিভিতে প্রচারিত ছোটদের অনুষ্ঠান 'সিসিমপুর' রুনাকে নিয়ে গেছে খ্যাতির চূড়ায়। সন্তান জন্মের পর ওজন বেড়ে যায় তার। শুরু হয় রুনা খানের নতুন সংগ্রাম। ওজন কমানোর মিশনে নামেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুনা খান। নিজেকে পছন্দনীয় করে তুলতে বহু কাঠখড়ও পোড়াতে হয় তাকে। বেশ সময় পর অবশেষে সফল হন রুনা। তবে ওজন কমানোর পর থেকে অভিনেত্রীকে নিয়ে শুরু হয় তুমুল আলোচনা-সমালোচনা। শুরু করেন বিভিন্ন ফটোশুট, যা অনেকের পছন্দ হয়নি। আর সেই সমালোচনা চলছে এখন পর্যন্ত। তবে সেসব কথা কানে তোলেননি রুনা। এত দিন সংবাদমাধ্যমে নেতিবাচক কথার উত্তর দিয়ে আসছিলেন অভিনেত্রী। তবে এখন তিনি সরব হয়েছেন নিজের ফেসবুক পেজে। কিছুদিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের পাঠানো শাড়ি-গয়না আর বিশেষ রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণপত্রের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছিলেন, "সেদিন অ্যাওয়ার্ড শোতে সাংবাদিকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পাবলিকের নেতিবাচক কমেন্ট আপনার ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি করে কি না? উত্তর ছিল, 'ভাই, আপনাদের একটা সত্যি কথা বলি, ৪০-এ এসে আমার নবজন্ম হয়েছে। আমি দেশি শাড়ি ভালোবাসি বলে তারা নিজেদের তৈরি জামদানি, মসলিন, মণিপুরি, সুতি, গয়না, ব্যাগ, টিপ ভালোবেসে আমাকে পাঠিয়েছেন।

কান উৎসবে প্রথমবারের মতো কিয়ারা

বিনোদন ডেস্ক : গতকাল জমকালো আয়োজনে পর্দা উঠেছে চলচ্চিত্রের অন্যতম সম্মানজনক আসর কান চলচ্চিত্র উৎসবের। প্রতিবছরই এই চলচ্চিত্র উৎসবে বাহারি পোশাকে রেড কার্পেট মাতান ভারতীয় তারকারা। সেই তালিকায় অনেক আগেই নাম লিখিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, আনুশকা শর্মা, সোনম কাপুর, সারা আলী, অদিতি রাওসহ অনেক জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী। এবার সেখানে যুক্ত হতে যাচ্ছে অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানির নাম। এবার কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতকে

প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাবে তাকে। জানা গেছে, চলতি আয়োজনে 'রেড সি ফিল্ম ফাউন্ডেশন'-এর 'উইমেন ইন সিনেমা গালা ডিনার'-এ অংশ নেবেন কিয়ারা। এটি 'ভ্যানিটি ফেয়ার' দ্বারা আয়োজিত হবে। অনুষ্ঠানে সারাবিশ্ব থেকে ৬ জন প্রতিভাবান নারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যারা বিনোদন মহলে অসামান্য অবদানের জন্য স্বীকৃত। তাছাড়া, 'কান চলচ্চিত্র উৎসব'-এ বিশ্বে ছবি প্রযোজনা এবং চিত্রগ্রহণ সম্পর্কে ১৮ মে চারটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে কিয়ারা রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল প্যানেলে অংশগ্রহণ করবেন। তার প্রস্তুতিও এরইমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। নিজের সেই আনন্দঘন মুহূর্তের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশও করেছেন কিয়ারা। যা ভক্তদের মাঝে বেশ উচ্ছ্বাস তৈরি করেছে। অনেকেই তার কান অভিষেক নিয়ে কমেন্ট বক্সে শুভ কামনা জানাচ্ছেন। উল্লেখ্য, গতকাল শুরু হয়েছে ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসব। চলবে ২৫ মে পর্যন্ত।

পরীমণির প্রশংসায় পঞ্চমুখ অপু

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার দুই চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস ও পরীমণি। ব্যক্তিজীবনে দুজনেরই বেশ ভালো সম্পর্ক। বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিংবা আয়োজনে একসঙ্গে দেখা যায় তাদের। পরীমণির ছেলের জন্মদিনে অপু বিশ্বাস গিফট দিচ্ছেন, আবার অপুর ছেলের জন্মদিনে হাজির হয়ে পরী সারপ্রাইজ দিচ্ছেন এমন বহু ঘটনা রয়েছে এই দুই নায়িকার মধ্যে। বিশেষ করে দুজনই নিজেদের দুঃসময়ে একে অন্যেকে পাশে পেয়েছেন। পরীমণির নানার মৃত্যুর খবরে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন অপু প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় এই নায়িকাকে। সঞ্চালক অপুকে প্রশ্ন করেন, তার দৃষ্টিতে পরী কেমন? জবাবে এই নায়িকা বলেন, 'আগে পরী কি ছিল আমি জানি না। ব্যাখ্যাও দিতে চাই না। তবে অপু বিশ্বাসও মা পরী হতে পারেনি। সে এতটা সম্মানের উর্ধ্বে চলে গেছে।' কিছুদিন আগে দ্বিতীয় সন্তানের মা হয়েছেন পরীমণি। পুত্র সন্তান পূণ্যর পর কন্যাসন্তান দত্তক নিয়েছেন তিনি। এরইমধ্যে শুরু করেছেন তার পরবর্তী সিনেমার শুটিং। খুব শিগগিরই 'রঙিলা কিতাব' নামের একটি ওয়েব সিরিজে দেখা যাবে

বিশ্বাস। আবার অপুর কোনো দুঃসংবাদ কিংবা সুসংবাদেও পরীমণির উপস্থিতির দেখা মিলেছে প্রতিবার। যে কারণে এবার অপু বিশ্বাসের কণ্ঠেও শোনা গেল পরীকে নিয়ে প্রশংসা। সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন অপু। যেখানে পরীমণিকে নিয়ে এই নায়িকাকে। অন্যদিকে বর্তমানে সিনেমার চেয়ে নিজের ব্যবসা নিয়েই বেশি ব্যস্ত সময় পার করছেন অপু বিশ্বাস। পাশাপাশি সময় দিচ্ছেন ছেলে আব্রাম খান জয়কে। খুব শিগগিরই এই নায়িকা নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন।

পদাতিক টিজারে মৃণাল সেনের রূপে চঞ্চল

বিনোদন ডেস্ক : নির্মাতা সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে এসেছে। যেদিন থেকে অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর মৃণাল সেনের লুক প্রকাশ্যে এসেছিল, সেদিন থেকেই ভক্তরা অপেক্ষায় ছিলেন এই ছবির জন্য। অবশেষে টিজারের মধ্যে আভাস পাওয়া গেল সৃজিতের 'পদাতিক'-এর। চঞ্চল চৌধুরীর জানিয়েছিলেন, মৃণাল সেনের চরিত্রে অভিনয় করাটা একটা দুঃসাহসিক ব্যাপার। এই চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সাহস থাকতে হয়। সেই সাহসটি আমার আছে কিনা এবং সেই সঙ্গে যোগ্যতা আমার আছে কিনা সেটা বলার আগে, একজন তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে বিষয়টা চিন্তা করলে আমার তো অবিশ্বাস্য লাগছে। তবুও দুঃসাহস নিয়ে, কাজের প্রতি একটা লোভ, স্বপ্ন থাকার কারণে এই কাজটি করা। তার ওপর সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করা। তার যতগুলো কাজ দেখেছি। তা দেখে সৃজিতের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে ছিল। চঞ্চলের কথায়, 'মৃণাল সেন চলচ্চিত্র জগতের একজন দিকপাল। শ্রেষ্ঠতম একজন পরিচালকের চরিত্রে অভিনয় করা মানে একটা ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকা। ভাল-মন্দ এটা পরের বিষয়।' চঞ্চল চৌধুরী

আরও জানান, সৃজিতের সঙ্গে আরও আগে কাজ করার কথা ছিল। কোভিড পিরিয়ডে একটা কাজ নিয়ে কথাও এগিয়ে ছিল। সৃজিতের ওয়েব সিরিজ রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেননিতে আমার কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু করোনাকালে ছবিটির শুটিং বাংলাদেশে না হওয়ায়, তা আর হল না। তবে শেষমেশ পদাতিক ছবির হাত ধরে সৃজিতের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হল। তিনি বললেন, কলকাতার দর্শকরা আমার কাজ দেখতে চাইছেন। কলকাতার মানুষ আমাকে ভালোবাসেন। সেখানকার কলাকুশলী, শিল্পীরা চাইছেন আমি কলকাতায় কাজ করি। এটা আমার জন্য খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। সেটা সৃজিতের হাত ধরেই শুরু হচ্ছে। আশা করি ব্যাপারটা খুবই চমৎকার হবে। ছবির মৃণাল সেন হয়ে উঠা প্রসঙ্গে চঞ্চল বলেন, আমাকে কিছু বইপত্র দেওয়া হয়েছে, কিছু ভিডিও দেওয়া হয়েছে। সেটা তো একটা ব্যাপার। কিন্তু মানুষটার ভেতরটা, মানুষটার দৃঢ়তা, মানুষটার অন্তরটা তো দেখা যায় না। এই বিষয়গুলো আসলে অনুভব করতে হয়।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

জেলা প্রশাসকের বেঁধে দেওয়া সময় অনুযায়ী আজ রাজশাহীতে সব ধরনের গুটি আম পাড়া শুরু হয়েছে। কিছু বাগানে আম সংগ্রহ করা হচ্ছে। জিন্নানগর এলাকা, রাজশাহী।

নাগেশ্বরীতে বাড়ছে চুই ঝাল চাষ সাবলম্বী হচ্ছেন কৃষকরা

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : খুলনা, যশোর, নড়াইলসহ দক্ষিণের জেলাগুলোতে চুইঝাল চাষ বেশ জনপ্রিয়। বাসাবাড়ি, হোটেল, রেঁস্তোরাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাঁস, গরু, খাসির মাংস ও মাছ ছাড়াও বিভিন্ন খাবারে বাড়তি স্বাদ পেতে এই মসলা বেশ জনপ্রিয় ভোজন রশিকদের কাছে। শুধু তাই নয়, খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি ক্যান্সার, হৃদরোগ, ক্ষুধামন্দা, গ্যাস্ট্রিক, এ্যাজমা ও হাঁপানীসহ অসংখ্য রোগের প্রতিশেধক হিসেবেও ব্যবহার করা হয় চুই ঝাল। বিভিন্ন রোগের ওষুধিগুণ থাকায় অধিক ব্যবহৃত এই লতা জাতীয় মসলার চাষ বাড়ছে বাণিজ্যিকভাবেও। বাড়ির আনাচে কানাচে, পরিত্যাক্ত এবং সুপারি বাগানসহ বিভিন্ন গাছে পরজিবী হিসেবে বেড়ে ওঠায় খরচের তুলনায় চুই চাষে অধিক লাভ। তাই ওষুধী গুণ সম্পন্ন ও মসলা জাতীয় চুইঝাল চাষে আগ্রহ বাড়ছে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীর কৃষকদের। আর এসব চুইঝাল বিক্রিতেও নেই ঝামেলা। দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে পাইকাররা এসে কিনে নিয়ে যায় বাড়ি থেকে। অল্প পুঁজি ও কম পরিশ্রমে অধিক লাভ হওয়ায় চুইঝাল চাষ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন এ উপজেলার অনেক কৃষক। চুই গাছের আকার-আকৃতি ও পরিমাপ অনুযায়ী প্রতিটি চুইঝালের গাছ বিক্রি হয় ৩ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত। নেওয়াশী ইউনিয়নের গোবর্ধনকুটি ব্লকের চাকেরকুটি এলাকার চুইঝাল চাষি হোসেন আলীর সুপারি বাগানে বিভিন্ন গাছের গোড়ায় চুইঝাল লাগিয়েছেন প্রায় ২ শতাধিক, মকবুল হোসেন লাগিয়েছেন প্রায় ৩শ, মোস্তফা কামাল সাড়ে ৩শ, জালাল উদ্দিনের দেড় শতাধিক এবং মোজাফ্ফর হোসেনের বাগানে রয়েছে দেড় শতাধিক চুইগাছ। কৃষকরা জানান চুইঝাল চাষে তেমন কোনো খরচ নেই। যেকোনো গাছের গোড়ায় বর্ষা মৌসুমে রোপন করে মাঝে মাঝে হালকা জৈব সার ও পানি দিলেই হয়ে যায়। ১ থেকে ৩ বছরের মধ্যেই চুই ঝাল খাওয়া কিংবা বিক্রির উপযোগী হয়। আর এসব গাছ বিক্রি হয় ৩ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত। কৃষক মকবুল হোসেন জানান, চুইঝাল চাষ করে সংসারে সচ্ছলতা ফিরেছে তার। চুই বিক্রির টাকা দিয়ে তার সংসারের যাবতীয় খরচ চলে। এই টাকায় তিনি ইট কিনে বাড়ি করেছেন। জালাল উদ্দিন জানান, তিনি প্রায় ১০ বছর ধরে তার সুপারি বাগানের চুইঝাল চাষ করছেন। তিনি এ পর্যন্ত একটি গাছ ৪০ হাজার পর্যন্ত বিক্রি করেছেন। মোস্তফা কামাল জানান, চুই গাছ হুবহু পান গাছের মতো হওয়ায় এটি গাছের গোড়ায় রোপন করতে হয়। তখন চুইগাছ পরজীবির মতো করে অন্য গাছে আকড়ে ধরে থাকে। সে গাছ বড় ও মোটা হলেই খাবার ও বিক্রি উপযোগী হয়। উপজেলার রামখানা ইউনিয়নের নাখারগঞ্জ এলাকার রফিকুল ইসলাম জানান তিনি তার সুপারি বাগানে ৪০টি গাছে চুইঝাল লাগিয়েছেন। প্রতি বছর তিনি চুই বিক্রি করেন এক থেকে দেড় লাখ টাকা। নেওয়াশী ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান জানান, চুইঝাল ঔষধিগুণ সম্পন্ন ও মসলা জাতীয় হওয়ায় চুই চাষের কদর বাড়ছে বিভিন্ন এলাকায়। আমার নিজ উদ্যোগে কৃষকদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে আমি আমার ব্লকের কৃষকদেরকে চুই চাষে উৎসাহিত করছি।

শ্রীমঙ্গলে কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ শুরু

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গলে মসলার উন্নতজাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারন প্রকল্পের আওতায় ২ দিনব্যাপি কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। বুধবার শ্রীমঙ্গল উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে ২ দিনব্যাপি এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. সামছুদ্দিন আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক নিলুফার ইয়াসমিন মোন-ালিসা সুইটি। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমঙ্গল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. মহিউদ্দিন। প্রশিক্ষনে শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৯ ইউনিয়নের ৬০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করছেন।

সুজানগরে ৪ বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরে একই রাতে ৪ বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার মানিকহাট ইউনিয়নের ক্ষেতুপাড়া গ্রামে ওই চুরি সংঘটিত হয়। চোর একটি মোটরসাইকেল, নগদ টাকা এবং স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে গেছে। মানিকহাট ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ মজিবর রহমান জানান, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে একটি সঙ্ঘবদ্ধ চরের দল পর্দায়ক্রমে ওই গ্রামের আফতাব হোসেন মাস্টার, আলমগীর হোসেন মাস্টার, আবদুল খালেক মাস্টার ও আবদুস সাত্তার খানের বাড়িতে ঢুকে ঘরের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এ সময় বাড়ির লোকজন ঘুমিয়েছিল। এ সুযোগে চোরের দল ওই আলমগীর মাস্টারের ঘরে থাকা একটি মোটরসাইকেল, একটি মোবাইল ফোন, লক্ষাদিক নগদ টাকা এবং অন্যান্য বাড়ির আলমারি থেকে আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে যায়। সুজানগর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন বলেন আমি চুরির খবর পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পরিদর্শন করেছি। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

লোভনীয় প্রচারে অসহায় মানুষের টাকা নিয়ে উধাও এনজিও

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধ : কথা ছিল নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু কিনতে ঋণ দেওয়া হবে। সেজন্য অগ্রিম নেওয়া হয় ঋণের বিপরীতে সঞ্চয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে ঋণ দেওয়ার কথা থাকলেও ঋণদানকারী এনজিও অফিসে গিয়ে সবাই বোকা বনে গেলেন। অফিসে আসবাবপত্র ছাড়া কিছুই নেই, কর্মকর্তা কর্মচারীরা পালিয়ে গেছেন। বন্ধ রেখেছেন তাদের নিজেদের মোবাইল ফোন। ঋণ দেওয়ার নামে এমন অভিনব প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের গোসাইরহাট গ্রামে। প্রতারক ওই এনজিওর নাম ‘‘কৃষি ফাউন্ডেশনচ। গত ১২ মে রোববার এমন প্রতারণার শিকার হয়েছেন ওই গ্রামসহ আশপাশের আরো কয়েকটি গ্রামের দুই শতাধিক নারী। ক্ষতিগ্রস্ত নারীরা জানিয়েছেন, সব মিলিয়ে কৃষি ফাউন্ডেশনের কাছে তারা জমা দিয়েছিলেন ৭০ লাখের বেশি টাকা। রানীগঞ্জ বাজারের পাশে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে ‘‘কৃষি ফাউন্ডেশনচ নামে এনজিওটি গত ১৫ দিন ধরে চলছিল। ঋণের বিপরীতে দৈনিক ভিত্তিতে সঞ্চয় জমা নেওয়া হতো। এজন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল জনপ্রতি একটি করে পাস বই। ওই বইয়ের উপরের দিকে এনজিওটির নিবন্ধন নম্বর হিসেবে লেখা আছে, গভঃ রেজিস্ট্রেশন নং ম-৬২০/১৯৯২। ঠিকানা হিসেবে লেখা আছে, ১১৮/৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। কাপাসিয়া উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে এই নামে কোন এনজিও নিবন্ধন নেয়নি বলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কাপাসিয়া উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন। কৃষি অধিদপ্তর থেকেও এ ধরনের এনজিও নিবন্ধনের অনুমোদন নেয় নি বলে জানান কাপাসিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুমন কুমার বসাক। গ্রামের নারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই মাসের শুরু থেকে বাড়িগাঁও, রানীগঞ্জ ও গোসাইরহাট গ্রামে ঘুরে ঘুরে সমিতির কার্যক্রম প্রচার করেন কৃষি ফাউন্ডেশনের লোকজন। তারা জানায়, প্রতি ১০ হাজার টাকা সঞ্চয়ের বিপরীতে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এক লাখ টাকা করে ঋণ দেওয়া হবে। এই টাকায় নারীরা গবাদি পশু কিনে লালনপালন করবেন। পরে সাপ্তাহিক, মাসিক কিংবা ষান্মাসিক ভিত্তিতে ৭ শতাংশ সুদ সহ পর্যায়ক্রমিকভাবে ঋণ পরিশোধ করবেন। তারা একেক জনকে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা ঋণ দিবেন বলে প্রচার করেন। এজন্য গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট ইউনিট গঠন করা হয়।

দাকোপে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

দাকোপ, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার দাকোপে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের (জিসিএফ) আর.এইচ.এল প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার এ সভার আয়োজন করে। বুধবার বেলা ১১টায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ভবনে আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের পরিচালক মোঃ ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ বঙ্কিম কুমার হালদার, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রণজিৎ কুমার, উপজেলা প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সুরাইয়া সিদ্দিকা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রজিত রায়, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শেখ আবদুল কাদের, চালনা পৌর মেয়র সনত কুমার বিশ্বাস, দাকোপ ইউপি চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ রায়, কামারখোলা ইউপি চেয়ারম্যান পঞ্চানন মন্ডল, সুতারখালী ইউপি চেয়ারম্যান মাসুম আলী ফকির, বানিশান্তা ইউপি চেয়ারম্যান সুদেব কুমার রায়, তিলডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান গাজী জালাল উদ্দিন, কৈলাশগঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান মিহির কুমার মন্ডল, বাজুয়া ইউপি চেয়ারম্যান মানষ কুমার রায়, পানখালী ইউপি চেয়ারম্যান শেখ ছাব্বির আহম্মেদ, অধ্যক্ষ অসিম কুমার থান্দার, বীর মুক্তিযোদ্ধা অহেদ আলী গাজী, প্রেসক্লাব সভাপতি গোবিন্দ বিশ্বাস, আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের জোনাল ম্যানেজার অনুপ কুমার দে, প্রকল্প সমন্বয়কারি মনিরুল ইসলাম। অন্যানের মধ্যে বক্তৃতা করেন দাকোপ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজগর হোসেন ছাব্বির, সাংবাদিক মামুনুর রশিত, সাবেক কাউন্সিলর দেবাশীষ ঢালী, শিক্ষক সাগর সেন প্রমুখ।

রংপুরে প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুর সদর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা রহমত আলীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত, দুর্নীতি ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বুধবার দুপুরে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে ওই প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন রংপুর ডেইরী ফার্মর্স এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। সংবাদ সমম্মেরনে বলা হয়, রংপুর সদর উপজেলায় ৩৯ টি প্রডিউসার আপ গঠন করা হয়। প্রতিটি গ্রুপে ৪০ জন করে খামারী নিয়ে গঠিত হয়। সদর উপজেলায় মোট ১৫৬০ জন সদস্যদের গত ১৪ মাস প্রতি ম্যাস্যে ১দিনর ডেভলপমেন্টের প্রশিক্ষনের জন্য প্রকল্প থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ রহমত আলীর অনিয়ম ও অবৈধভাবে আত্মসাৎ করেছেন।

অর্থাভাবে সিনথিয়ার কলেজে ভর্তি অনিশ্চিত

বরিশাল প্রতিবেদক : নুসরাত জাহান সিনথিয়া এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেলেও পরিবার দিনমজুর হওয়ায় তার কলেজে ভর্তি হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পরেছে। উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি ও শিক্ষার খরচের চিন্তায় তার বাবা ও মায়ের চোখমুখে এখন হতাশার ছাপ। জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলা সদরের এসএম বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান শাখায় সিনথিয়া জিপিএ-৫ পেয়েছে। তার বাবা ছগির সিকদার পেশায় একজন পত্রিকা বিক্রেতা। স্থানীয় পত্রিকা এজেন্সির কাছ থেকে কমিশনে তিনি পত্রিকা বিক্রি করে যা পান তা দিয়ে মেয়ের লেখাপড়া ও সংসার চালান। অভাবের এ সংসারে চরম আর্থিক দৈন্যতার মাঝে অদম্য ইচ্ছায় পড়াশোনা করছে সিনথিয়া। স্বপ্ন দেখছেন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ডাক্তার হবার। কিন্তু তার দিনমজুর পরিবারের পক্ষে অর্থভাবে এখন ভাল কোন কলেজে ভর্তি হওয়াই সিনথিয়ার অনিশ্চিত হয়ে পরেছে। উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের ফুল্লশ্রী গ্রামের পত্রিকা বিক্রেতা ও তিন সন্তানের জনক ছগির সিকদার বলেন, তার বড় মেয়ে সিনথিয়া ভাল ফলাফল করলেও এখন তাকে কলেজে ভর্তি ও পড়ালেখায় প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পরেছে। তিনি আরও জানান, অভাব-অনটনের মধ্যেও পরের পত্রিকা বিক্রি করে যে কমিশন পেয়েছি তা দিয়ে মেয়ের পড়াশুনার খরচ ও পাঁচ সদস্যর সংসার চালানো দায় হয়ে পরেছে। তাই মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে তিনি (ছগির) সমাজের মহানুভব শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

নাগেশ্বরীতে অবাধে পাখি শিকারের দায়ে ৩ জনের জরিমানা

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে বন্দুক দিয়ে অবাধে পাখি শিকারের দায়ে তিন জনের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে তাদের জরিমানা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিক আহমেদ। এ সময় শিকারীদের কাছ থেকে একটি দুনলা বন্দুক জব্দ করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হলেন, উপজেলার কেদার ইউনিয়নের সুবলপাড় এলাকার আমজাদ হোসেনের ছেলে ফরিদ আহমেদ মিলন (৪৮), তার ভাই আরিফ হোসেন (২৪) এবং একই এলাকার আবদুস ছালামের ছেলে আবদুস সাফি (৩৬)। নির্বাহী আদালত জানায়, অভিযুক্ত তিনজন মিলে রায়গঞ্জ ইউনিয়নের দুধকুমার নদের পাড়ে মোল্লাভিটা পাঁচমাথা ঘাট এলাকায় তিন দিন ধরে অবাধে পাখি শিকার করছিলেন।

মোটরসাইকেলের পেছনে মুরগির খাঁচা বেঁধে মহাসড়কে চলছেন এক ব্যক্তি। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, সংকরপুর এলাকা, কুমিল্লা।

চেয়ারম্যান প্রার্থী আনন্দ মোহনের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

পাইকগাছা, খুলনা প্রতিনিধি : আসন্ন ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ চতুর্থ ধাপে খুলনার পাইকগাছা নির্বাচন আর বাকি ১৪ দিন। প্রার্থীদের পক্ষে চলছে সর্বোচ্চ প্রচার-প্রচারনা। সামগ্রিক উন্নয়নে দেওয়া হচ্ছে এলাকাভিত্তিক ওয়াদা। ভোটাররাও সাড়া দিচ্ছেন প্রার্থীদের। চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন কাকে ম্যান্ডেট দিলে এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ বসবাস নিশ্চিত হবে। প্রার্থীদের পাশাপাশি কর্মী-সমর্থকরা প্রতিদিন সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা অবধি উপজেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলেছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। ভোটা প্রার্থনার পাশাপাশি দোয়া, আশীর্বাদ ও সমর্থন কামনা করছেন। এখন পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে ৬ জন প্রার্থীর মধ্যে তিন জন প্রচার-প্রচারনা ও জনসমর্থনে এগিয়ে রয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে ধারণা করা হচ্ছে আগামী ২৯ মে নির্বাচন একটি ত্রি-মুখী প্রতিদ্বন্দ্বীতা অপেক্ষা করছে। আর তাদের সকলেই আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থী। এবার যেহেতু দলীয় মনোনয়ন ও প্রতীক বিহীন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হচ্ছে তাই, প্রতীকের পাশাপাশি ব্যক্তি ইমেজ ও ভোটারদের বিশেষ সমর্থনকেই বড় করে দেখা হচ্ছে। জয়-পরাজয়ের সমীকরণ যখন এমন অবস্থায় আটকে! তখন দেখা হচ্ছে কোন প্রার্থীর পাল্লা কতটুকু ভারী। সেক্ষেত্রে অনেকে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনন্দ মোহন বিশ্বাসকেই এগিয়ে রাখছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার কপিলমুনিতে সাংবাদিকদের সাথে আনন্দ মোহন বিশ্বাসের মতবিনিময় সভায় খানিকটা হলেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। প্রার্থী নিজেই প্রতিদ্বন্দীদের আচারণে মনে করছেন, প্রার্থীরা কেউ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, যেন প্রার্থীরা ৫ জন একদিকে আর তিনি অন্য দিকে। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরের একপর্যায়ে তিনি এমেন কথা উল্লেখ করে উপজেলাময় তার কর্মী-সমর্থকদের প্রশমনে নানাবিধ চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে বলেও অনিশ্চিত এক আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেন তিনি। মতবিনিময় সভায় স্থানীয় সকল সাংবাদিক সংগঠন সহ সকল সাংবাদিকের পাশাপাশি আ.লীগের স্থানীয় পর্যায়ের সকল নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সুধী মন্ডলী উপস্থিত থেকে তার পক্ষে সমর্থন দিয়ে উপজেলাবাসীর কাছে ভোট প্রার্থনা করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জনপদে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে এবারের নির্বাচনে বিশেষভাবে নজর কাড়ছেন আনন্দ মোহন বিশ্বাস।

ভাতিজার সমর্থককে পেটালো চেয়ারম্যান প্রার্থী চাচা

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী পুত্র রাকিবুজ্জামান আহমেদের সমর্থককে মারধর ও নারী কর্মীদের সাথে অশোভন আচরণ করার অভিযোগ উঠেছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও লালমনিরহাট-২ আসনের সাংসদ নুরুজ্জামান আহম্মেদের ভাই মাহবুবুজ্জামান আহমেদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় মঙ্গলবার (১৪ মে) রাতে কালীগঞ্জ থানায় ও রির্টানিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন আনারস মার্কার প্রার্থী রাকিবুজ্জামান আহমেদ। এর আগে (১৪মে) বিকেলে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার কাশীরাম গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে ওই ঘটনার পরেই সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জহুরুল ইমামসহ কালীগঞ্জ থানার ওসি ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের নির্বাচন ২১ মে অনুষ্ঠিত হবে। এ উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে তিনজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী-কালীগঞ্জ) আসনের এমপি ও সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদের ছেলে রাকিবুজ্জামান আহমেদ ও তার সহোদর ছোট ভাই সদ্য সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহবুবুজ্জামান আহমেদের মধ্যেই। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হচ্ছেন তারিকুল ইসলাম ওরফে তুষার। বিকেলে ভোটের প্রচার-প্রচারণা করতে যান কাশীরাম গ্রামে আনারস প্রতীকের প্রার্থী রাকিবুজ্জামান আহমেদের কর্মীরা। এ সময় সমর্থকদের গতিরোধ করেন অপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মাহ-াবুবুজ্জামান আহমেদ ও তার দুই ছেলে। পরে ঘোড়া প্রতীকের প্রার্থী আনারস প্রতীকের কর্মী মেহরাবুর রহমান ওরফে কাজী আদেলকে প্রকাশ্যে থাপ্পর মারেন। ওই সময় উপস্থিত থাকা রাকিবুজ্জামানের স্ত্রী ও ফুফুসহ নারী কর্মীদের অশ্লীল ভাষায় গালমন্দসহ হুমকি দিয়ে অশভোন আচরণ করেন মাহবুবুজ্জামান আহমেদ। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ভুক্তভোগী সমর্থক মেহরাবুর রহমান ওরফে কাজী আদেল সাংবাদিকদের বলেন, রাকিবুজ্জামান আহমেদের নির্বাচনী কাজ করায়।

মাদারীপুরে ১ হাজার ছাতা ও ওয়াটার বোতল বিতরণ

মাদারীপুর প্রতিনিধি : ১৭৭২ সালে সৃষ্ট জেলা প্রশাসক পদের ২৫২ বছর পূর্তি উপলক্ষে মাদারীপুরে সাধারণ মানুষ ও রিক্সা চালকদের মাঝে ১ হাজার ছাতা ও ওয়াটার বোতল বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ মে) বিকেলে জেলা প্রশাসকের নিজ উদ্যোগে তাঁর কার্যালয়ের সামনে এসব উপকরণ বিতরণ করা হয়। ছাতা বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নুসরাত আজমেরী হক, আরডিসি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ নূরে আলম সিদ্দিক।

কাউখালীতে জেলেদের মাঝে বকরা বাছুর বিতরণ

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের কাউখালীতে নিবন্ধিত জেলেদের মাঝে বকরা বাছুর বিতরণ। কাউখালী উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বুধবার ১৫ মে সকাল দশটায় উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নিবন্ধিত সুফলভোগী জেলেদের মাঝে বকরা বাছুর বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজল মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, মৎস্য অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় উপ-পরিচালক নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আজহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান,কাউখালী সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান, আমরাজুরি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর হোসেন, কাউখালী প্রেস ক্লাবের সভাপতি রিয়াদ মাহমুদ সিকদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করেন অফিস সহকারি রাকিবুল আলম। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে নিবন্ধিত জেলেদের ভিতরে ৩৭ জেলেকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে বকরা বাছুর হাতে তুলে দেওয়া হয়। বকরা বাছুর হাতে পেয়ে উপজেলার সয়না রঘুনাথপুর ইউনিয়নের বেতকা গ্রামের মৎস্যজীবী বজলু শেখ ও শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের ফলইবুনিয়া গ্রামের মৎস্যজীবী বসির ডাকুয়া আনন্দের সহিত বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে গরু পেয়েছি আমরা এর যত্ন করে নিজেকে আরও সাবলম্বী করে তুলবো। আমরা সরকারের সকল আদেশ মান্য করব।

মিঠাপুকুরে ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত কিশোর আটক

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের মিঠাপুকুরে ৬ বছরের এক কন্যা শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ১৪ বছরের এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে মিঠাপুকুর থানা পুলিশ। ধর্ষণের শিকার ওই শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছেন পরিবারের লোকজন সহ স্থানীয়রা। মঙ্গলবার (১৪ মে) বিকালে মিঠাপুকুর উপজেলার ০৯ নং ময়েনপুর ইউনিয়নের শুকরের হাট পশ্চিম গেনারপাড়া গ্রামের একটি আমবাগানে এই ঘটনা ঘটে। মিঠাপুকুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ রাতে গণমাধ্যমে জানান, মঙ্গলবার বিকালে শিশুটি তার নিজ বাড়ির পাশে খেলছিল। এ সময় প্রতিবেশী ওয়ারেস মিয়ার পুত্র রাফি মিয়া (১৪) নামে এক কিশোর কৌশলে ছয় বছরের ওই শিশুটিকে বাড়ির পশ্চিম পাশের একটি আম বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন।

মানিকগঞ্জের মিষ্টি কুমড়া যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায়

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি : জেলার ঘিওর উপজেলায় আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় চলতি মৌসুমে মিষ্টি কুমড়ার বাম্পার ফলন হয়েছে। কম খরচে অল্প সময়ে অধিক লাভ হওয়ায় স্থানীয় চাষিরা মিষ্টি কুমড়া আবাদে ঝুঁকছেন। উপজেলার বিস্তীর্ণ জমিতে বড় বড় মিষ্টি কুমড়া পরিপক্ব হয়ে আছে। উর্বর মাটি হওয়ায় মিষ্টি কুমড়াগুলো প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি হয়েছে। যার ফলে এই অঞ্চলের মিষ্টি কুমড়ার চাহিদা রয়েছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, জেলার ঘিওর উপজেলায় বালিয়াখোড়া ইউনিয়নে তুলনামূলকভাবে জমি একটু নিচু হওয়ায় পানি জমাট বাঁধে। এ কারণেই মৌসুমি সবজি মিষ্টি কুমড়ার ভালো ফলন হয়। দীর্ঘ দিন যাবত এই অঞ্চলে মিষ্টি কুমড়ার চাষ করে আসছে কৃষকেরা। তবে অল্প সময়ে অধিক মূল্য পাওয়ায় স্থানীয় চাষিরা মিষ্টি কুমড়া চাষে মনোনিবেশ করেছেন। জমি প্রস্তুত থেকে মিষ্টি কুমড়া পরিপক্ব হতে সময় লাগে দেড় থেকে দুই মাস, অন্য সবজি আবাদের চেয়ে খরচও অনেকাংশেই কম তবে লাভ বেশি। স্থানীয় চাষিদের বাজারে গিয়ে বিক্রি করতে হয় না এই মিষ্টি কুমড়া। পাইকাররাই জমির সব কুমড়া একেবারেই কিনে নেয়। প্রতিটি কুমড়া আকার ভেদে তিন থেকে ১০ কেজিও হয়ে থাকে। মিষ্টি কুমড়া প্রতি কেজি ৮/৯ টাকা দরে বিক্রি হয়ে থাকে তবে খুচরা বাজারে এর দর দ্বিগুণ পর্যন্ত হয়। বালিয়াখোড়া এলাকার মিষ্টি কুমড়া চাষি মহর আলী বলেন, এ বছর আট বিঘা জমিতে মিষ্টি কুমড়ার আবাদ করেছি এবং প্রতি বিঘায় খরচ হয়েছে ১২ হাজার টাকা। চলতি মৌসুমে ফলন ভালো হয়েছে। প্রতি বিঘার মিষ্টি কুমড়া ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকার বিক্রি করেছি। অন্য ফসলের চেয়ে অধিক লাভ হওয়ায় এ বছর পাঁচ বিঘা জমিতে বেশি আবাদ করেছি। নায়েব আলী নামের এক চাষি বলেন, আমাদের এই অঞ্চলের মিষ্টি কুমড়ার আবাদ হচ্ছে দীর্ঘ দিন যাবত। জমি প্রস্তুত থেকে কুমড়া তোলা পর্যন্ত তেমন খরচ হয় না, আবার সময়ও লাগে অন্য ফসলের চেয়ে কম। এ অঞ্চলের মাটি ভালো হওয়ায় মিষ্টি কুমড়ার ফলনও আশানুরূপ হয়। জমি থেকে কুমড়া তুলে বাজারে আনতে হয় না, পাইকাররা জমি থেকেই কিনে নেয়। এ বছর অন্য সময়ের চেয়ে দামটা কম হলেও লাভ হয়েছে আমার।

মেলান্দহে প্রবাসীর স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার

মেলান্দহ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের মেলান্দহে প্রবাসীর স্ত্রী-৩ সন্তানের জননী লায়লা আক্তার (৩৬) এর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। লায়লা মাহমুদপুর ইউনিয়নের চরখাবুলিয়া গ্রামের প্রবাসী রফিকুল ইসলামের স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে ১৫ মে রাত ৩টার দিকে। লায়লার পরিবারের অভিযোগ, তার মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। মেলান্দহ থানার ওসি তদন্ত কবির হোসেন জানান, তিনি বছর আগে রফিকুল ইসলাম পাশের ইসলামপুর উপজেলার চেঙ্গানিয়ার চরের আছর উদ্দিনের মেয়ে লায়লাকে বিয়ের পর বিদেশ চলে যান। লায়লা প্রতিদিনের ন্যায় ছোট্র দুই শিশুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত ৩টার দিকে ঘরের বারান্দায় গোঙ্গানির শব্দ পেয়ে বাড়ির লোকজনের ঘুমভাঙ্গে।

পানির সঙ্গে ভেসে এসেছে কচুরিপানা। ঘাটে যাত্রীবাহী নৌকা ভেড়াতে বেগ পেতে হচ্ছে খেয়াঘাটের মাঝিদের। ১ নম্বর খেয়া পারাপার ঘাট, নারায়ণগঞ্জ।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযান

মেহেরপুর প্রতিনিধি : মেহেরপুরের গাংনীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মিষ্টি তৈরি ও লেভেলিং না থাকাই আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের স্বত্বাধিকারী রাশেদুল ইসলামকে এক লাখ টাকাও জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। বুধবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সজল আহমেদ। মেহেরপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরি ও লেভেলিং বিহীন মিক্রি মিষ্টি হচ্ছে হচ্ছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে আমিন-মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেন।

৪০ বছর পর প্রথমবারের মত

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে এ্যাস্টন ভিলা

স্পোর্টস ডেস্ক : এ্যাস্টন ভিলা সর্বশেষ ১৯৮২-৮৩ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফুটবলে খেলেছিল। সেই স্মৃতি হয়তো এখনো তাদের মনে গেঁথে আছে। ঐ সময় ইউরোপিয়ান কাপ হিসেবে এই প্রতিযোগিতা পরিচিত ছিল। দীর্ঘ ৪০ বছরেরও বেশী সময় পর আবারো আধুনিক যুগের ইউরোপিয়ান সর্বোচ্চ ক্লাব আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভিলা। গত মঙ্গলবার টটেনহ্যামের বিপক্ষে ম্যানচেস্টার সিটির জয়ের মাধ্যমে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ চারের মধ্য অবস্থান নিশ্চিত হয় ভিলার। আর এতেই আগামী মৌসুমে সিটি, আর্সেনাল ও লিভারপুলের সাথে ভিলাও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ৩৭ ম্যাচ পর ভিলার সংগ্রহ ৬৮ পয়েন্ট, হাতে রয়েছে আর একটি মাত্র ম্যাচ। সোমবার লিভারপুলের সাথে শেষ পাঁচ মিনিটে কলম্বিয়ান এ্যাটাকার জন ডুরানের দুই গোলে ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে ভিলা। এতে গুরুত্বপূর্ণ এক পয়েন্ট যোগ হয় উনাই এমেরির দলের। পঞ্চম স্থানে থাকা টটেনহ্যাম সিটির কাছে পরাজিত হয়ে ভিলার থেকে পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে গেছে। ম্যানচেস্টার সিটির জয়ের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে ভিলা। সেখানে দেখা যাচ্ছে ম্যানেজার উনাই এমেরি তার দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে এই আনন্দ উপভোগ করছে। গত মৌসুমে ইউরোপের তৃতীয় টায়ারের ইউরোপা কনফারেন্স লিগে খেলেছিল এমেরির দল। সেমিফাইনালে অলিম্পিয়াকোসের কাছে তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়। ১৯৮১-৮২ সালে ইউরোপিয়ান কাপ জয় করেছিল এ্যাস্টন ভিলা। একই প্রতিযোগিতায় সর্বশেষ ১৯৮২-৮৩ মৌসুমে খেলতে নেমে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হয়ে বিদায় নিয়েছিল। ১৯৯২ সালে ইউরোপিয়ান কাপ থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নামে নতুনভাবে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতয়। সে কারণে উয়েফার নতুনভাবে সাজানো এই টুর্নামেন্টে এই প্রথম খেলতে নামছে এ্যাস্টন ভিলা।

র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশিদের অবস্থানের ব্যাপক রদবদল

স্পোর্টস ডেস্ক : জিম্বাবুয়ে সিরিজে দারুণ বোলিং করেছেন বাংলাদেশের বোলাররা। বিশেষ করে তাসকিন আহমেদ; ইনজুরিতে পড়ার আগে জিম্বাবুয়ের ব্যাটারদের নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছেন তাসকিন। ইনজুরিতে পড়ায় বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শঙ্কা থাকলেও দারুণ বোলিংয়ের পুরস্কার হিসেবে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন তাসকিন। এগিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হাসানও। তবে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে পতন অব্যাহত আছে শান্ত-লিটনদের। আইসিসির টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। ৫৭৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ২৩ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। জিম্বাবুয়ে সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ খেলে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে পাঁচ ধাপ এগিয়েছেন বাঁহাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানও। ৫৭২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ২৫ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। তবে সবচেয়ে বড় লাফটা দিয়েছেন রিশাদ হোসেন। এই লেগ স্পিনার ২১ ধাপ এগিয়ে ঢুকে পড়েছেন সেরা ১০০ এর মধ্যে। ৮৯ নম্বরে আছেন রিশাদ। সিরিজে পাঁচ উইকেট শিকার করা সাকিব আল হাসানও এক ধাপ এগিয়ে ৩০ নম্বরে উঠেছেন। তাসকিন-রিশাদরা উন্নতি করলেও অবনতি হয়েছে শেখ মেহেদী, নাসুম আহমেদ, শরিফুল ইসলাম ও হাসান মাহমুদের। সাত ধাপ পিছিয়ে ২৯ নম্বরে নেমে গেছেন শেখ মেহেদী। অন্যদিকে বিশ্বকাপে স্ট্যান্ডবাই তালিকায় জায়গা পাওয়া হাসান মাহমুদ ছয় ধাপ পিছিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওবেদ ম্যাকয়ের সঙ্গে ৫৭ নম্বরে আছেন। দলের বাইরে থাকা নাসুম আহমেদ ও জিম্বাবুয়ে সিরিজে খেলা শরিফুল ইসলাম পিছিয়েছেন দুই ধাপ করে। দক্ষিণ আফ্রিকার লুঙ্গি এনগিডির সঙ্গে যৌথভাবে ৪৫ নম্বরে নাসুম ও ৪২ নম্বরে আছেন শরিফুল। এদিকে বাংলাদেশের বিপক্ষে ভালো করায় ১৪ ধাপ এগিয়েছেন জিম্বাবুয়ের পেসার ব্লেসিং মুজারাবানি। ৫৫ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। পাঁচ ধাপ এগিয়ে সিকান্দার রাজা আছেন ৬৩ নম্বরে। এক ধাপ এগিয়ে ৪১ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন রিচার্ড এনগারাভাও। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে যথারীতি শীর্ষে আছেন ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ। সেরা দশে নেই কোনো পরিবর্তন। এদিকে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে পতন অব্যাহত আছে লিটন দাসের। আরও ৪ ধাপ নেমে ৩৫ নম্বরে আছেন।

‘মাদ্রিদে যোগ দিচ্ছেন পিএসজি তারকা এমবাপ্পে’

স্পোর্টস ডেস্ক : আগামী মৌসুমে পিএসজি ছেড়ে তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন লা লিগা সভাপতি জেভিয়ার তেবাস। ২৫ বছর বয়সী এই ফরাসি অধিনায়ক গত সপ্তাহে মৌসুমের শেষে পিএসজি ছাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যদিও এ সময় তিনি পরবর্তী কোন ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেননি। গত প্রায় দুই বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া রিয়াল মাদ্রিদেই যে এমবাপ্পে যোগ দিতে যাচ্ছেন তা অনেকটাই নিশ্চিত ছিল। আর্জেন্টাইন ক্রীড়া দৈনিক ওলেকে তেবাস বলেছেন, ‘আগামী মৌসুমে সে মাদ্রিদে খেলছে। মাদ্রিদ যদি পাঁচ বছরের চুক্তি করে তবে এমবাপ্পের সামনে পাঁচ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের সুযোগ থাকবে।’ ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও ইংল্যান্ডের জুড বেলিংগামের মত তারকা সমৃদ্ধ দলে এমবাপ্পের যোগ দেয়াটা এখন সময়ের ব্যপার। আগামী ১ জুন বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ওয়েম্বলিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে শিরোপা জয়ের আরো একটি সুযোগ আছে লস ব্লাঙ্কোসদের। তেবাস বলেন, ‘এমবাপ্পে বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়দের একজন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে ভিনিসিয়াস ও বেলিংহামের মত খেলোয়াড়রাও রয়েছে। সবাইকে নিয়ে মাদ্রিদ অতি শক্তিশালী একটি দল হতে যাচ্ছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তোমার লিগ শিরোপা জয় নিশ্চিত।’ ২৫৬ গোল করে পিএসজির সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে এমবাপ্পে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ২০১৭ সালে ১৮০ মিলিয়ন ইউরোতে এমবাপ্পে পিএসজিতে যোগ দিয়ছিলেন।

লখনৌয়ের স্বপ্নভঙ্গ করে আইপিএল শেষ হলো দিল্লির

স্পোর্টস ডেস্ক : বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে আগের ম্যাচেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছিল দিল্লির। তবে নিজেরা প্লে-অফ খেলতে না পারার সেই আক্ষেপ ভোগ করলো লখনৌকেও। নিজেদের ১৪তম ম্যাচে লখনৌকে ১৯ রানে হারিয়ে এবারের আইপিএল শেষ করল ঋষভ পান্থের দল। সেই সঙ্গে এক ম্যাচ হাতে থাকতেই প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে গেছে লখনৌ। গত মঙ্গলবার আগে ব্যাট করে লখনৌকে ২০৯ রানের লক্ষ্য দেয় দিল্লি। জবাব দিতে নেমে নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮৯ রান তুলতে পারে তারা। এতে ১৯ রানের জয় পায় দিল্লি। এতে ১৪ ম্যাচে সাত জয় নিয়ে এবারের আইপিএল শেষ করল দিল্লি। বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে লখনৌ। দলীয় ২৪ রানেই তিন উইকেট হারায় তারা। ইনিংসের পঞ্চম বলে সাজঘরে ফেরেন লোকেশ রাহুল। ৩ বলে ৫ রান করেন তিনি। এদিন ইনিংস বড় করতে পারেননি কুইনটন ডি ককও।

এএফসির নতুন নিয়মের গ্যাঁড়াকলে বাংলাদেশের ক্লাব

স্পোর্টস ডেস্ক : গত মৌসুম পর্যন্ত এএফসি দুইটি ক্লাব কম্পিটিশন আয়োজন করত। প্রথমটা হচ্ছে ক্লাব র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে থাকা দলগুলোকে নিয়ে হতো এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ, আর নিচের সারির দলগুলোকে নিয়ে হতো এএফসি কাপ। গত মৌসুমের দুটি টুর্নামেন্ট থাকছে না। এখন নতুন আদলে, নতুন মোড়কে ২০২৪-২৫ মৌসুমে নতুন টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে এএফসি। বাংলাদেশ থেকে ২টি ক্লাবের পরিবর্তে শুধু ১টি মাত্র ক্লাব খেলতে পারবে। সেটা হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন দল প্রাথমিক রাউন্ডে খেলতে পারবে। প্রাথমিক পর্ব পার হতে পারলে গ্রুপ পর্বে খেলবে। নতুন আদলের টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্বে থাকছে না হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে নিয়মটি। গ্রুপ পর্বের খেলা হবে এক সঙ্গে একই ভেন্যুতে। সেটি বাংলাদেশে হতে পারে, অন্য কোনো দেশেও হতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে র‍্যাংকিংয়ের বিচারে তিন স্তরের টুর্নামেন্টের মধ্যে বাংলাদেশের ক্লাব রয়েছে সবার নিচে, তৃতীয় স্তরের টুর্নামেন্টে। এটির নাম দেওয়া হয়েছে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগ-টু এবং র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে থাকা ক্লাব খেলবে প্রথম স্তরে, চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিট টুর্নামেন্টে। এশিয়ার ক্লাব র‍্যাংকিংয়ের অবস্থান অনুসারে তিন স্তর ভাগ করেছে এএফসি। ক্রমানুসারে সবচেয়ে নিচে বাংলাদেশের ক্লাব। ভারত রয়েছে উপরে। তাই ভারতের দুটি ক্লাব খেলতে পারবে। তাদের র‍্যাংকিং ভালো। বাংলাদেশের ক্লাবের র‍্যাংকিং নিচের দিকে। আর সে কারণে এএফসির গ্যাঁড়াকলে পড়েছে। আবাহনী একটা মৌসুমে এএফসি কাপের ইন্টারজোনাল সেমিফাইনালে খেলেছিল। আবাহনী একটা বেটার পজিশনে খেলতে পেরেছিল বলেই র‍্যাংকিংয়ে প্রভাব পড়েছিল যার কারণে গত মৌসুমে বসুন্ধরা এএফসি কাপের পরিবর্তে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে পেরেছিল কিংস। এশিয়ার ফুটবল ক্লাব র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের স্থান ২৭। নতুন আদলে টুর্নামেন্ট করতে গিয়ে এএফসি এশিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এর মধ্যে একটা পূর্ব এশিয়া আরেকটি পশ্চিম এশিয়া। বাংলাদেশকে পশ্চিম এশিয়ায় রাখা হয়েছে। যেখানে রয়েছে ২৫টি দেশ। ২৫ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের ক্লাব র‍্যাংকিং দাঁড়ায় ১৫। পশ্চিম জোনে ১৫ নম্বর র‍্যাংকিংয়ে থাকায় বাংলাদেশকে প্রাথমিক ম্যাচ খেলতে হবে। এটার কারণ খুব সহজ ক্লাব ফুটবলের পারফরম্যান্স ভালো না হওয়া। প্রাথমিক ক্যালেন্ডারে ৩টি তারিখ উল্লেখ রয়েছে, সেই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রিলিমিনারি ম্যাচের তারিখ হচ্ছে ৩০ জুলাই, ৬ আগস্ট, ১৩ আগস্ট ২০২৪।

অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে সাকিবের পাশে হাসারাঙ্গা

স্পোর্টস ডেস্ক : কিছুদিন পরই শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে প্রায় ১০ মাস পর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফেরেন সাকিব আল হাসান। ব্যাটিংয়ে ভালো না করলেও বোলিংটা ছিল দুর্দান্ত। টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে এখনো সবার ওপরে তিনি। এবার বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের সঙ্গে শীর্ষস্থান ভাগাভাগি করেছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। গতকাল বুধবার আইসিসির সবশেষ হালনাগাদে দুজনই আছেন এখন এক নম্বরে। জিম্বাবুয়ে সিরিজে শেষ দুই ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়েছেন সাকিব। বর্তমানে তার রেটিং পয়েন্ট ২৩১ থেকে কমে হয়েছে ২২৮।

রেফারির সিদ্ধান্তে অধিনায়ক ছাড়া কেউ অসন্তোষ দেখালে ‘হলুদ কার্ড’

স্পোর্টস ডেস্ক : দিন যত যাচ্ছে, ততই ঘনিয়ে আসছে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে নতুন এক নিয়মের ঘোষণা দিলেন উয়েফার রেফারিং বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রবের্তো রোসেত্তি। ইউরোতে রেফারির যেকোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন কেবলমাত্র দলের অধিনায়কই। অন্য কোনো ফুটবলার রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তোষ কিংবা অসম্মান দেখালে তাকে হলুদ কার্ড দেওয়া হবে। দলের সঙ্গে রেফারির স্পষ্ট যোগাযোগের সুবিধার্থেই এমন নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে বলে জানান রোসেত্তি। এক খোলা চিঠিতে সাবেক এই ইতালিয়ান রেফারি বলেন, 'আধুনিক খেলায় রেফারি হওয়াটা খুবই কঠিন। প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কঠিন ও কখনো কখনো বিতর্কিত পরিস্থিতিতে প্রতি ম্যাচে ২০০ থেকে ২৫০ এবং প্রতি ২২ সেকেন্ডে একটি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন ম্যাচ অফিসিয়াল। প্রতিটি সিদ্ধান্তই পণ্ডিত ও ভক্তদের একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করা হয়। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) কাছ থেকে তারা (রেফারি) প্রচুর তথ্য পেয়ে থাকে। কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেটা বোঝানোর জন্য খেলোয়াড়-কোচদের সঙ্গে আরও বিস্তারিতভাবে কথা বলতে প্রস্তুত আমরা।

ইসলাম

গুনাহ মাফ ও কল্যাণের বিশেষ দিন জুমা

ধর্ম ডেস্ক : আল্লাহ রাত ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন। সব দিনের মধ্যে জুমাবার বা শুক্রবারকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কোরআন ও হাদিসে এই দিনের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের জন্য এই দিনটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা আগের জাতিগুলোর কাছে জুমার মর্যাদা অজ্ঞাত রাখেন। তাই ইহুদিরা শনিবার নির্ধারণ করে। আর খ্রিস্টানরা রোববার নির্ধারণ করে। অতঃপর আমরা আসি। আমাদের কাছে তিনি জুমার দিনের মর্যাদা প্রকাশ করেন।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮৫৬) জুমার দিনের পাঁচ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিজগতের শুরু থেকে জুমার দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনজির (রা.) থেকে বর্ণিত, হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) জুমার দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তা হলো- এক. আল্লাহ তাআলা এই দিনে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। দুই. আল্লাহ তাআলা এই দিনে আদম (আ.)-কে জমিনে অবতরণ করিয়েছেন। তিন. এই দিনে আদম (আ.)-কে মৃত্যু দিয়েছেন। চার. এই দিনে এমন একটি সময় আছে, যখন বান্দা আল্লাহর কাছে যা কিছুই প্রার্থনা করবে তিনি তা দেবেন। যতক্ষণ সে হারাম কিছু প্রার্থনা করবে না। পাঁচ. এই দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে।’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৮৯৫) নিম্নে জুমার দিনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- ১. জুমার নামাজ আদায় সালমান ফারসি থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, সাধ্যমতো পবিত্র হলো, তেল ব্যবহার করল, ঘর থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করল, অতঃপর মসজিদে এলো, সেখানে দুজন মুসল্লির মধ্যে ফাঁক করে সামনে এগিয়ে যায় না, নির্দিষ্ট পরিমাণ নামাজ পড়ল, অতঃপর ইমাম কথা শুরু করলে চুপ থাকল; তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করবেন।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৮৮৩) অন্য হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা, এক রমজান থেকে পরবর্তী রমজান মধ্যবর্তী সময়ের পাপ মোচন করে; যদি সেই ব্যক্তি সব ধরনের কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।’ (মুসলিম, হাদিস : ২৩৩) ২. জুমার দিন গোসল করা জুমার দিন গোসল করা ও আগে আগে মসজিদে যাওয়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আউস বিন আউস সাকাফি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার দিন ভালো করে গোসল করল, দ্রুততর সময়ে মসজিদে গেল ও (ইমামের) কাছাকাছি বসে মনোযোগসহ (খুতবা) শুনল, তাঁর জন্য প্রতি কদমের বদলে এক বছরের রোজা ও নামাজের সওয়াব থাকবে।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৪৫) ৩. মসজিদে প্রথমে প্রবেশ জুমার দিন মসজিদে আগে প্রবেশ করা ও মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, অতঃপর প্রথমে মসজিদে গেল সে যেন একটি উট কোরবানি করল। যে এরপর মসজিদে গেল, সে যেন একটি গরু কোরবানি করল। আর যে এরপর ঢুকল, সে যেন ছাগল কোরবানি করল, এরপর যে ঢুকল সে যেন মুরগি কোরবানি করল, আর যে এরপর ঢুকল সে ডিম সদকা করল। অতঃপর ইমাম খুতবার জন্য এলে ফেরেশতারা আলোচনা শোনা শুরু করে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৮৪১) ৪. জুমার দিন দোয়া কবুল হয় জুমার দিন একটি সময় আছে, যখন মানুষ আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘জুমার দিন কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে ভালো কিছুর দোয়া করলে আল্লাহ তাকে তা দেন। তোমরা সময়টি আছরের পর অনুসন্ধান কোরো।’ (আবু দাউদ, হাদিস নম্বর : ১০৪৮) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘জুমার দিনের বারো ঘণ্টার মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কোনো মুসলিম এ সময় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তাহলে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে দান করেন। এই মুহূর্তটি তোমরা আছরের শেষ সময়ে অনুসন্ধান কোরো। (আবু দাউদ, হাদিস : ১০৪৮) ৫. সুরা কাহাফ পাঠ জুমার অন্যতম আমল সুরা কাহাফ পাঠ করা। আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার দিন সুরা কাহাফ পড়বে তা দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়ে তার জন্য আলোকিত হয়ে থাকবে। আর যে ব্যক্তি এই সুরার শেষ ১০ আয়াত পাঠ করবে অতঃপর দাজ্জাল বের হলে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যে ব্যক্তি অজুর পর এই দোয়া পড়বে তার নাম একটি চিঠিতে লেখা হবে। অতঃপর তাতে সিল দেওয়া হবে, যা কেয়ামত পর্যন্ত আর ভাঙা হবে না।’ (সহিহ তারগিব, হাদিস : ১৪৭৩, আল মুসতাদরাক : ২/৩৯৯) ৬. গুনাহ মাফ হয় সালমান ফারসি থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করল, সাধ্যমতো পবিত্র হলো, তেল ব্যবহার করল, ঘর থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করল, অতঃপর মসজিদে এলো, সেখানে দুজন মুসল্লির মধ্যে ফাঁক করে সামনে এগিয়ে যায় না।

জিলকদ মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ধর্ম ডেস্ক : জিলকদ মাসকে আরবিতে আসলে ‘জুলকাআদাহ’ বলা হয়। এর অর্থ হলো-বসা, স্থিত হওয়া কিংবা বিশ্রাম গ্রহণ করা। কারণ এ মাসের আগের চার মাস যেমন ইবাদত-বন্দেগির মাস, তেমনি এর পরের মাসে মুসলিম উম্মাহর বিশেষ ইবাদত হজের মাস। জিলকদ মাস আসার আগে মুমিন মুসলমান রজব মাস থেকে শুরু করে শাওয়াল মাস পর্যন্ত ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যস্ত থাকেন। আবার তার পরের মাসেই হজ পালনকারীরা যেমন হজ ও ওমরাহ করবেন, তেমনি যারা রোজা পালন করবেন, তারা জিলহজ মাসের প্রথম ৯ দিন রোজা পালন করবেন। তাই মাসটি মুমিন মুসলমানের জন্য একটু বিশ্রাম নেওয়ার মাস। রজবকে বলা হয় আল্লাহর মাস। এ মাসে ইবাদতের ভূমি কর্ষণের মাস, বেশি বেশি নফল ইবাদতের মাস। শাবান হলো রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাস। এ মাসে ইবাদতের বীজ বপন করা হয়। এ মাসেই রয়েছে মর্যাদার রাত নিসফ শাবান বা শবে বরাত।

আর রমজান হলো উম্মতের মাস, ফসল তোলার মাস, ফরজ রোজা, তারাবির নামাজ, কিয়ামুল্লাইলের মাস। এটি কুরআন নাজিলের মাস এবং ইবাদতুতিলাওয়াতের মাস হিসেবে প্রসিদ্ধ।

রমজান-পরবর্তী শাওয়াল মাস হলো ঈদুল ফিতর, সদাকাতুল ফিতর ও নির্ধারিত সুন্নাতি আমল ছয় রোজার মাস।

হজে যাওয়ার আগে করণীয়

ধর্ম ডেস্ক : হজ করার শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতা থাকলে জীবনে একবার হজ করা ফরজ। হজের মৌসুমে হজে যাওয়া-আসার খরচসহ সফরে থাকাকালীন দিনগুলোতে তার ও পরিবারের লোকদের স্বাভাবিক খরচের ব্যবস্থা থাকলে এবং দৈহিকভাবে হজ করার সক্ষমতা থাকলে হজের সামর্থ্য প্রমাণিত হয় ও হজ ফরজ হয়। যথাযথ সামর্থ্য থাকলে দেরি না করে দ্রুত হজ পালন করে ফেলা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য। তাতে রয়েছে স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, মাকামে ইবরাহিম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা ফরজ। আর যে কুফরি করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী। (সুরা আলে ইমরান: ৯৬, ৯৭) কারো যদি কাবায় পৌঁছার সামর্থ্য থাকে কিন্তু তার হজের সফরের সময় পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না থাকে, তার ওপর হজ ফরজ হবে না। একইভাবে কারো যদি হাত, পা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গের কোনোটি বিকল হয় বা কেউ যদি একা চলাফেরা কতে সক্ষম না হয়, তার ওপরও হজ ফরজ হবে না। নারীদের ওপর হজ ফরজ হওয়ার জন্য হজের সফরে তার সাথে যাওয়ার মতো মাহরাম ব্যক্তি থাকাও জরুরি। মাহরাম না থাকলে সম্পদশালী নারীর জন্য নিজে গিয়ে হজ করার আবশ্যকতা থাকে না। কোনো নারীর কাছে যদি শুধু নিজের হজে যাওয়ার মতো সম্পদ থাকে, কোনো মাহরামকে নিয়ে যাওয়ার মতো সম্পদ বা সুযোগ না থাকে, তাহলে তার ওপরও হজ ফরজ নয়। হজে যাওয়ার আগে করণীয় ৫টি কাজ যারা এ বছর হজ পালনের নিয়ত করেছেন, হজের জন্য যাত্রার আগে এ কাজগুলো করতে পারেন: ১. হজের নিয়ত করুন বিশুদ্ধভাবে। আপনার হজ যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়। প্রসিদ্ধি, হাজী উপাধী অর্জন, মর্যাদা বৃদ্ধি যেন কোনোভাবেই আপনার হজের উদ্দেশ্য না হয়ে দাঁড়ায়। হজের আগে অহেতুক প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা থেকে বিরত থাকুন। সব ইবাদত ও নেক আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের জন্য করা মুমিনের ওপর ফরজ। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যেন শুধু আল্লাহর জন্য ইবাদত করে। (সুরা বায়্যিনাহ: ৫) আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন, যে তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে। (সুরা কাহাফ: ১১০) ২. মা-বাবা জীবিত থাকলে তাদের অনুমতি নিয়ে নিন। মা-বাবার খেদমতে থাকার প্রয়োজন থাকলে তাদের অনুমতি ছাড়া নফল হজে যাওয়া মাকরুহ। তবে হজ ফরজ হলে অনুমতি ছাড়াও যাওয়া যেতে পারে। হজ ফরজ হলে বাবা-মায়েরও উচিত অনুমতি দিয়ে দেওয়া। ৩. আপনি হজের সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আপনার পরিবার-পরিজন যারা আপনার ওপর নির্ভরশীল তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করুন। আপনার অনুপস্থিতিতে তাদের যেন অর্থ বা নিরাপত্তার অভাবে পড়তে না হয় তা নিশ্চিত করুন। কারো যদি কাবায় পৌঁছার সামর্থ্য থাকে কিন্তু তার হজের সফরের সময় পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না থাকে, তার ওপর হজ ফরজ হবে না। ৪. ঋণ থাকলে হজের সফরে বের হওয়ার আগেই সব ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করুন। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে হজের সফরে বের হওয়ার আগে পাওনাদারের কাছ থেকে অনুমতি নিন। পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া হজে যাওয়া মাকরুহ। তবে যদি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই হজের সফর থেকে ফিরে আসার সময় নির্ধারিত থাকে, তাহলে অনুমতি ছাড়া হজে গেলে অসুবিধা নেই। ৫. হজে বের হওয়ার আগে সব গুনাহ থেকে তওবা করুন। ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় নিয়ত করুন। কারো ক্ষতি করে থাকলে, কারো হক নষ্ট করে থাকলে তার প্রতিবিধান করার চেষ্টা করুন। ক্ষমা চেয়ে বা ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করুন। হজ করলে আল্লাহর হকের সাথে সম্পর্কিত সব ?গুনাহ মাফ হয়ে গেলেও বান্দার হকের সাথে। সম্পর্কি গুনাহ মাফ হয় না। এ রকম গুনাহ নিয়ে মারা গেলে হাশরের মাঠে।

মসজিদের বিশেষ আদব ও শিষ্টাচার

ধর্ম ডেস্ক : মসজিদ আল্লাহর ঘর। এই ঘরের বিশেষ কিছু আদব ও শিষ্টাচার আছে। আছে কিছু বিধি-নিষেধ। মসজিদকেন্দ্রিক অনেক অবৈধ কাজ আছে, যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। নিম্নে মসজিদের কয়েকটি নিষিদ্ধ কাজ উল্লেখ করা হলো- হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া : কোনো কিছু হারিয়ে গেলে মসজিদে বা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া জায়েজ নয়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি শুনে অথবা দেখে যে মসজিদে এসে কেউ তার হারানো জিনিস খুঁজছে, সে যেন বলে, তোমার হারানো জিনিস তুমি যেন না পাও আল্লাহ সেটিই করুন। কারণ হারানো জিনিস খোঁজার জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়নি। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৩; ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৭৬৭) মসজিদ নিয়ে গর্ব করা : মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই মসজিদ নিয়ে বড়াই করা বা গর্ব করা উচিত নয়। আনাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৪৯) ক্রয়-বিক্রয় করা : মসজিদ নির্মাণ করা হয় আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, তাঁর জিকির করার জন্য এবং আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি পালনের জন্য। মসজিদ পার্থিব কোনো কাজের জন্য বানানো হয়নি। যেমন ক্রয়-বিক্রয় করা, বাজার বসানো ইত্যাদি। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুমার সালাতের আগে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ১০৭৯) অযথা গল্প-গুজব করা : রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘অচিরেই এমন একসময় আসবে, যখন মানুষ মসজিদে বসে নিজেদের দুনিয়াবি

কথাবার্তা বলবে। অতএব, তোমরা এসব লোকের গল্প-গুজবে বসবে না। আল্লাহ তাআলার এমন লোকের প্রয়োজন নেই।’ (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস : ২৯৬২) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা : মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ। সায়িব ইবনু ইয়াজিদ (রা.) বলেন, একবার আমি মসজিদে দণ্ডায়মান ছিলাম, এমন সময় আমাকে একজন লোক কংকর মারল। আমি দেখি তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। তিনি আমাকে বলেন, যাও, ওই দুই ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি তাদের নিয়ে এলাম। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের বা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা তায়েফের লোক। ওমর (রা.) বললেন, যদি তোমরা মদিনার লোক হতে তাহলে আমি তোমাদের নিশ্চয়ই কঠিন শাস্তি দিতাম। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মসজিদে তোমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ? (বুখারি, হাদিস : ৪৭০) কারো ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটানো : মসজিদে পার্শ্ববর্তী মুসল্লির অসুবিধা করে উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা, এমনকি কোরআন তিলাওয়াত করাও নিষিদ্ধ। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) মসজিদে ইতিকাফ করছিলেন। তিনি সাহাবিদের শুনতে পেলেন তারা উচ্চ আওয়াজে কোরআন তিলাওয়াত করছে। তাদের তিলাওয়াত শুনে তিনি পর্দা খুলে বলেন, ‘মুসল্লি তার রবের সঙ্গে কানে কানে কথা বলে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ করে সে তার রবের সঙ্গে কী বলছে। আর তোমাদের কেউ যেন একে অপরের ওপরে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত না করে।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ১৩৩২) দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেয়ে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ : মসজিদে মানুষ নামাজ আদায় করতে আসে। দুর্গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেয়ে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। পেঁয়াজ, রসুন, মুলা, বিড়ি, সিগারেট ও তামাকজাতীয় কোনো কিছু খেয়ে মসজিদে যাওয়া দূষণীয়।